জাতীয় জীবনে হরতালের প্রভাব - রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতি (১৯৯১-২০০০) প্রেক্ষিত বাংলাদেশ।

গবেষণায়

মুহাম্মদ আবদুল হাদী
এমফিল (২য়বর্ষ)
রেজিঃ নং ১৪১
সেশন ১৯৯৯-২০০০
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০।

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক এ.কে.এম. শহীদুল্লাহ
অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০।

RB
B
331.89295492
HAJ

403643

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

GIFT

জাতীয় জীবনে হরতালের প্রভাব - রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতি (১৯৯১-২০০০) প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

403643

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

গবেষণায়

মুহাম্মদ আবদুল হাদী
এমফিল (২য়বর্ষ)
রেজিঃ নং ১৪১
সেশন ১৯৯৯-২০০০
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০।

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক এ.কে.এম. নহীদুল্লাহ
অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০।

Dhaka University Library
403643

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

মুহাম্মদ আবদুল হাদী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এমফিল গবেষণার জন্য সম্পন্নকৃত **"জাতীয় জীবনে হরতালের প্রভাব - রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতি (১৯৯১-২০০০) প্রেক্ষিত বাংলাদেশ"** শিরোনামের গবেষণাটি সম্পর্কে আমি প্রত্যয়ন করছি যে, এটি আমার তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়েছে। এ গবেষণাটি বা এর কোনো অংশ অন্য কোথাও কোনো উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করেনি।

403643

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা - ১০০০।

২৫/৩/০৩
অধ্যাপক এ. কে. এম. শহীদুল্লাহ
তত্ত্বাবধায়ক ও চেয়ারম্যান
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

আমার গবেষণা কর্মটির বিষয়বস্তু **"জাতীয় জীবনে হরতালের প্রভাব - রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতি (১৯৯১-২০০০ ইং) প্রেক্ষিত বাংলাদেশ"** এ গবেষণা প্রণয়নে আমি সর্বপ্রথম কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক এ.কে.এম. শহীদুল্লাহ স্যার এর প্রতি। যার গঠনমূলক পরামর্শ ও সর্বাত্মক সহযোগিতার কারণে আমার গবেষণা কর্মটি সুসম্পন্ন হয়েছে।

403643

সবশেষে আমার গবেষণা কর্মটি বাংলাদেশের বিরাজমান আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে যদি সামান্য অবদান রাখতে পারে তাহলেই আমার পরিশ্রম ও আন্তরিকতা স্বার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

গবেষক
মুহাম্মদ আবদুল হাদী

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

	পৃষ্ঠা নং
➢ ভূমিকা	৪-৫
➢ হরতাল কি	৬
➢ হরতাল শব্দটি কিভাবে এলো	৭-১০
➢ রাজনীতিক বা সাংবিধানিকভাবে হরতাল স্বীকৃত	১১
➢ একদলীয় ও জোটবদ্ধ হরতাল	১২-১৪
➢ সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় মন্তব্যে হরতাল	১৫-১৬
➢ ইত্তেফাক ও ইনকিলাবের সম্পাদকীয়	১৭-১৯
➢ আওয়ামী লীগের শাসনামলে হরতাল	২০-২২

দ্বিতীয় অধ্যায়

(১৯৯১ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত হরতাল)

➢ গণতান্ত্রিক সরকারের আমলে হরতাল	২৩-২৪
➢ জনসভায় পুলিশি হামলার প্রতিবাদে হরতাল	২৫
➢ উপজেলা অধ্যাদেশ প্রত্যাহারের দাবিতে হরতাল	২৬
➢ গণআদালতের রায় কার্যকর করার দাবিতে হরতাল	২৭-২৯
➢ গণআদালতের রায় কার্যকর করার দাবিতে দ্বিতীয় হরতাল	৩০-৩১
➢ ইমডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিলের দাবিতে হরতাল	৩২
➢ রাশেদ মেনন এমপির প্রাণনাশের চেষ্টার প্রতিবাদে হরতাল	৩৩

Dhaka University Institutional Repository

- জামায়াত-শিবির নিষিদ্ধ করার দাবিতে হরতাল ৩৪
- বাবরী মসজিদ ভাঙ্গার প্রতিবাদে হরতাল ৩৫-৩৬
- মিরপুর উপ-নির্বাচনে ফলাফল ঘোষণায় কারচুপির প্রতিবাদে হরতাল ৩৭
- মিরপুর উপ-নির্বাচনে ফলাফল ঘোষণায় কারচুপির প্রতিবাদে দ্বিতীয় হরতাল ৩৮
- অধ্যাপক গোলাম আযমের বিচারের দাবিতে হরতাল ৩৯
- দুর্নীতি প্রতিবাদের দাবিতে হরতাল ৪০
- ১৫ আগস্টকে শোক দিবস ঘোষণার প্রতিবাদে হরতাল ৪১
- ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিলের দাবিতে দ্বিতীয় হরতাল ৪২-৪৩
- শিক্ষকদের চারদফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে হরতাল ৪৪
- ধর্মদ্রোহীতার শাস্তি ও ব্লাসফেমী আইন প্রণয়নের দাবিতে হরতাল ৪৫
- চট্টগ্রামে চারজন নিহত হওয়ার প্রতিবাদে হরতাল ৪৬
- চট্টগ্রামে হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সারাদেশে হরতাল ৪৭
- ১৫ আগস্টকে শোক দিবস ঘোষণার দাবিতে ১৯৯৪ সালে হরতাল ৪৮
- জাতীয় পার্টির সমাবেশে পুলিশের লাঠিচার্জের প্রতিবাদে হরতাল ৪৯
- দ্রব্যমূল্যের প্রতিবাদের হরতাল ৫০
- তত্তাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে ১৫ জানুয়ারির হরতাল ৫১
- ইসলামী ছাত্রশিবিরের আহ্বানে তিনজন নেতা হত্যার প্রতিবাদে হরতাল ৫২
- এরশাদের মুক্তির দাবিতে হরতাল ৫৩
- তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে ২ সেপ্টেম্বরের হরতাল ৫৪
- মিরপুরে হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ৬ সেপ্টেম্বরের হরতাল ৫৫

Dhaka University Institutional Repository

- সরকারের পদত্যাগ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে ৭২ ঘন্টা হরতাল ৫৬-৫৮
- সরকারের পদত্যাগ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে ৯৬ ঘণ্টার হরতাল ৫৯-৬২
- সরকারের পদত্যাগ ও দ্রব্যমুল্যের উর্ধ্বগতির প্রতিবাদে ৬ দিনব্যাপী হরতাল ৬৩-৬৬
- প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ ও তত্তাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে ৭২ ঘন্টার হরতাল ৬৭-৬৯
- প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ ও তত্তাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে ৪৮ ঘন্টার হরতাল। ৭০-৭১
- খুলনায় একজন নিহত হওয়ার প্রতিবাদে হরতাল ৭২
- সংসদ নির্বাচন বন্ধের দাবিতে ৪৮ ঘন্টার হরতাল ৭৩-৭৪
- চট্টগ্রামে লাগাতার হরতাল ৭৫
- বিএনপির প্রথম হরতাল ৭৬-৭৭
- বাজেট প্রত্যাহারসহ বিভিন্ন দাবিতে বিএনপির হরতাল ৭৮-৭৯
- মহানবী (সঃ) ও কোরআন অবমাননার প্রতিবাদে হরতাল ৮০-৮১
- তেলের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে হরতাল ৮২-৮৪
- পুলিশি তাণ্ডব ও নির্যাতনের প্রতিবাদে হরতাল ৮৫-৮৭
- শান্তি চুক্তি ও ভারতকে করিডোর প্রদানের প্রতিবাদে হরতাল ৮৮-৯০
- নির্যাতন প্রতিবাদে হরতাল ৯১
- সরকারের নির্যাতন বন্ধ ও মিছিল করার অধিকারের দাবিতে হরতাল ৯২-৯৩
- খালেদা জিয়ার প্রাণনাশের চেষ্টার প্রতিবাদে হরতাল ৯৪-৯৫

Dhaka University Institutional Repository

- শান্তি চুক্তির প্রতিবাদে হরতাল ৯৬-৯৭
- পল্টন ময়দান ব্যবহার না করতে দেয়ার প্রতিবাদে হরতাল ৯৮
- খালেদা জিয়ার প্রাণনাশের চেষ্টার প্রতিবাদে ৪৮ ঘন্টার হরতাল ৯৯
- প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগের দাবিতে হরতাল ১০০-১০১
- চারদফা দাবি আদায়ের জন্য হরতাল ১০২-১০৬
- চারদফা দাবি আদায়ের জন্য দ্বিতীয় হরতাল ১০৭-১১২
- পানি, বিদ্যুৎ সঙ্কট এবং দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির প্রতিবাদে হরতাল ১১৩-১১৫
- আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির প্রতিবাদে হরতাল ১১৬-১১৭
- বাজেটের প্রতিবাদে চারদলীয় জোটের হরতাল ১১৮
- গণবিরোধী বাজেট ও গ্যাস বিক্রির প্রতিবাদে হরতাল ১১৯-১২০
- ভারতকে ট্রানজিট প্রদানের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে হরতাল ১২১-১২২
- বিরোধী দলের কর্মসূচিতে বাঁধা প্রদানের প্রতিবাদে তিনদিনের হরতাল ১২৩-১২৫
- সরকারের পদত্যাগ ও জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দাবিতে হরতাল ১২৬
- সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন তফসিল বাতিলের দাবিতে হরতাল ১২৭-১২৮
- সরকারের পদত্যাগের দাবিতে দুই দিনের হরতাল ১২৯-১৩০
- সরকারের পদত্যাগ, দমন ও নিপীড়নের প্রতিবাদে হরতাল ১৩১-১৩২
- চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের প্রতিবাদে হরতাল ১৩৩-১৩৪
- জননিরাপত্তা আইন বাতিলের দাবিতে হরতাল ১৩৫-১৩৭
- অ্যাডভোকেট হাবিবুর রহমান হত্যার প্রতিবাদে হরতাল ১৩৮
- জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে হরতাল ১৩৯
- আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির প্রতিবাদে হরতাল ১৪০-১৪১

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

- হরতালে ক্ষতি বা জাতীয় অর্থনীতিতে এর প্রভাব ১৪২
- হরতাল ও অর্থনীতি ১৪৩-১৪৪
- হরতাল বিরোধী মতামত ১৪৫
- হরতাল বিরোধিতা : দৈনিক বাংলা ও ডেইলি স্টারের দৃষ্টিভঙ্গি ১৪৬-১৪৯
- হরতালের আরো প্রতিক্রিয়া ১৫০-১৫১
- হরতালের পক্ষে সুপ্রিমকোর্টের রায় ১৫২
- দাতাদের মতামত ১৫৩-১৫৪
- শেখ হাসিনার অঙ্গিকার ১৫৫-১৫৬
- একটি বিশ্লেষণ ১৫৭-১৫৯
- রাজনৈতিক সমঝোতার পক্ষে ১৬০-১৬৩
- হরতাল কি বন্ধ করা যায় ১৬৪
- পরিশিষ্ট ১৬৫
- সহায়ক গ্রন্থপুঞ্জি ও পত্রিকা ১৬৬-১৬৮

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা :

বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিভাষায় হরতাল একটি সুপরিচিত শব্দ। আমাদের এই ভূখণ্ডে সরকার বিরোধীদের রাজনৈতিক কর্মসূচি হিসেবে কয়েক দশক ধরেই হরতাল অপরিহার্য হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। জাতীয় পর্যায়ে হরতালের পাশাপাশি আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়েও প্রচুর হরতাল পালিত হতে দেখা যায়। এসব ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দাবি ও ইস্যুর পাশাপাশি স্থানীয় ইস্যুও সমস্যা প্রাধান্য পেয়ে থাকে। প্রচার মাধ্যমগুলোও সংবাদপত্রসমূহে হরতাল আহ্বান ও পালনের খবর সব সময়ই গুরুত্বের সঙ্গে প্রচারিত হতে দেখা যায়।

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে হরতাল একটি রাজনৈতিক আবির্ভাব। জনজীবনকে অচল করে দাবি আদায়ের জন্য রাজনৈতিক আন্দোলনে হরতাল একটি আধুনিক কৌশল। হরতাল কথাটি এরশাদ সরকারের শাসনকালে বাংলাদেশে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। এ সময় দেশে খুব বেশি হরতাল হয়। হরতাল কথাটি ছোট হলেও এর আভিধানিক অর্থের ব্যাপকতা অনেক বেশি। এ হরতাল শব্দটির সঙ্গে সমগ্র দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয় জড়িত। এদেশ পৃথিবীর অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। দেশের বেশির ভাগ লোক অশিক্ষিত ও তাদের জীবনযাত্রার মানও খুবই নিম্নমানের। এদেশ দীর্ঘদিন ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে থাকায় সুষ্ঠু রাজনৈতিক পরিবেশ ও অর্থনৈতিক অবস্থা মজবুত ভিত্তির ওপর দাঁড়াতে পারেনি। তাই রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে নানা রকম সমস্যা বিরাজমান। ১৯৭১ সালে এদেশ স্বাধীনতা লাভের পর কোনো ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়েছে বলা যায় না। স্বাধীনতা লাভের পর বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হয়েছে। একটি দল ক্ষমতায় যাওয়ার আগে অনেক কৌশল অবলম্বন করে এবং অনেক নতুন নতুন বুলি আওড়ায় কিন্তু ক্ষমতায় গেলে এসব কথা ভুলে গিয়ে চিরদিন ক্ষমতায় থাকার পথ পাকা করতে তৎপর হয়ে উঠে। অপরপক্ষে বিবোধী দলও ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য উদগ্রিব হয়ে উঠে। বিরোধী দল দেশ ও জনগণের কথা না ভেবে শুধু ক্ষমতা আর ক্ষমতারই স্বপ্ন দেখে। ক্ষমতার মোহে যে কোনো কর্মসূচি দিতে বিরোধী দলগুলো কোনো দ্বিধা করে না। এজন্য দেশে বেশি হরতাল হয়।

গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত হয়ে দুটো সরকারই নির্দিষ্ট মেয়াদ পূর্ণ করে। এ সরকারগুলোর প্রথমদিকে বিরোধী দলগুলো হরতালের কর্মসূচি থেকে বিরত থাকে। কিছুদিন অতিবাহিত হলেই সরকার বিভিন্ন বিষয়ে কঠোর মনোভাব দেখাতে শুরু করলে বিরোধী দলও প্রতিবাদ জানাতে হরতাল আহ্বান করে। সরকার কঠোরতার মাত্রা বাড়াতে থাকলে বিরোধী দল হরতালের মাত্রাও বাড়াতে থাকে। শেষ পর্যন্ত হরতাল আর এ হরতালই হয়ে উঠে রাজনৈতিক প্রতিবাদের পরিভাষা। অনেক সময় বিরোধী দল সরকারকে কাবু করার জন্য এ হরতাল আহ্বান করে থাকে। এর ফলে জাতীয় অর্থনীতিতে ব্যাপক ক্ষতিসাধিত হয় এবং জনগণও ভোগান্তিতে পড়ে।

Dhaka University Institutional Repository

হরতাল কি

দাবি আদায়ের লক্ষ্যে সংঘবদ্ধ হয়ে কর্তব্য থেকে বিরত থাকার নাম ধর্মঘট বা হরতাল। ধর্ম কথাটি ব্যবহার ধর্ম রক্ষার উদ্দেশ্যে ঘট বা অবিধা থেকে। বর্তমানে এর অর্থ দাঁড়িয়েছে কোনো ন্যায্য দাবি আদায়ের লক্ষ্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে দলবদ্ধভাবে কাজ বন্ধ করানো। এতে সবাই একমত হয়ে কোনো কাজ না করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া বা সংকল্প করার অবস্থা বুঝায়। বাংলাদেশে হরতাল বলতে বোঝায় যে সময়ে হরতাল আহ্বান করা হয় সেই নির্দিষ্ট সময়ে দোকানপাট, অফিস-আদালত, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক-বীমা ও যানবাহন চলাচল ইত্যাদি বন্ধ থাকা।

বাংলাদেশে যেভাবে হরতাল পালিত হয় পৃথিবীর অন্য কোথাও এভাবে হরতাল পালন করা হয় না। দাবি আদায়ের লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম আন্দোলন সংঘটিত হয়। বিভিন্নভাবে তারা তাদের দাবি-দাওয়া আদায় করে। বাংলাদেশের মতো তারা হরতাল আহ্বান করে হরতালের নামে দাবি আদায়ের জন্য এ রকম গাড়ি, ঘোড়া, দোকান-পাট, জ্বালাও পোড়াও ইত্যাদি করে না।

Dhaka University Institutional Repository

হরতাল শব্দটি কিভাবে এলো

হরতাল বাংলা ভাষায় বহুল ব্যবহৃত শব্দ হলেও এটি নেয়া হয়েছে ভারতের গুজরাট রাজ্যের ভাষা গুজরাটি থেকে। বাংলা একাডেমী প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধানে বলা হয়েছে : 'হরতাল' গুজরাটি শব্দ : হর (প্রত্যেক) + তাল (তালা = অর্থাৎ প্রতি দরজায় তালা)। শব্দের অর্থ : বিক্ষোভ প্রকাশের জন্য যানবাহন, হাটবাজার, দোকানপাট, অফিস-আদালত প্রভৃতি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বন্ধ রাখা। হরতাল বলতে কি বুঝায় আভিধানিক অর্থ থেকে স্পষ্ট কোথাও কেউ কোনো কাজ করবে না। এটা সরকারের কোনো কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ কিংবা সরকারকে কোনো দাবি মানতে বাধ্য করানোর অন্যতম রাজনৈতিক কর্মসূচিতে পরিণত হয়েছে। তবে আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়েও প্রচুর হরতাল পালিত হতে দেখা যায়। এগুলোতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রসঙ্গ ছাড়াও স্থানীয় সমস্যা গুরুত্ব পায়।

গুজরাটি থেকে বাংলা ভাষায় হরতাল শব্দটি চালু হবার যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের জনসাধারণের দীর্ঘ ও বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের মহান নেতা ছিলেন এম কে গান্ধী। তিনি ছিলেন গুজরাটের অধিবাসী। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের কর্মসূচি হিসেবে তিনিই প্রথম হরতাল চালু করেন। তাঁর আত্মজীবনীতে বলা হয়েছে 'রাওয়াট বিল আইন হিসেবে প্রকাশের খবর আসে। সে রাতেই এ বিষয় নিয়ে ভাবতে ভাবতে আমি ঘুমিয়ে পড়ি। ভোর রাতের দিকে স্বাভাবিকের চেয়ে কিছু আগেই আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। আমি ছিলাম অনেকটা নিদ্রা ও জাগরণের অবস্থায় - যেন স্বপ্ন দেখছিলাম। সকালে আমি পুরো ঘটনা রাজা গোপালচারীকে বলি এভাবে। আমরা দেশবাসীকে হরতাল পালনের আহ্বান জানাবো। ভারতবর্ষের সব মানুষ এদিন নিজ নিজ কাজ বন্ধ রাখবে এবং প্রার্থনা ও উপবাস করবে। সব প্রদেশ এই আহ্বানে সাড়া দেবে কি

Dhaka University Institutional Repository

না সেটা বলা কঠিন। তবে বোম্বে, মাদ্রাজ, বিহার ও সিন্ধুর বিষয়ে এক রকম নিশ্চিত। রাজা গোপালচারী সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। অন্য বন্ধুদের বিষয়টি জানানো হলে তারাও স্বাগত জানালেন। আমি একটি সংক্ষিপ্ত আবেদন প্রস্তুত করি। হরতালের তারিখ প্রথমে নির্ধারণ করা হয় ১৯১৯ সালের ৩০ মার্চ। পরে তা পরিবর্তন করে করা হয় ৬ এপ্রিল। সমগ্র ভারতবর্ষের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত, শহর ও গ্রাম সর্বত্র হরতাল পালন করলো। দক্ষিণ ভারতে স্বল্পকালীন সফরের পর আমি বোম্বে পৌছাই। সেখানে ৬ এপ্রিল হরতাল কর্মসূচিতে উপস্থিত থাকার জন্য আমাকে অনুরোধ জানানো হয়েছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে ৩০ মার্চ দিল্লিতে হরতাল পালিত হয়েছে। হরতালের তারিখ ৬ এপ্রিল নির্ধারণের তারবার্তা সেখানে দেরিতে পৌছেছিল। দিল্লি অতীতে এ ধরনের হরতাল দেখেনি। লাহোর ও অমৃতসরে দিল্লির ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। বোম্বেতে হরতাল সম্পূর্ণ সফল হয়। পরবর্তীকালে হরতাল আমাদের এই অঞ্চলে গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক কর্মসূচিতে পরিণত হয় এবং সেই সঙ্গে বাংলা ভাষাতেও এই শব্দ অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা হরতালের অনুরূপ কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৬১ সালের ২৯, ৩০ ও ৩১ মে আহ্বান করা এ ধরনের কর্মসূচির নাম দেয়া হয় স্টে অ্যাট হোম। এ তিনদিন দক্ষিণ আফ্রিকার বেশিরভাগ কারখানার শ্রমিক কাজে যোগ দেয়নি। ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে। ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে অনুপস্থিত থাকে। স্টে অ্যাট হোম কর্মসূচি প্রসঙ্গে নেলসন ম্যান্ডেলা ন্যাশনাল অ্যাকশন কাউন্সিলের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলেন,

The call of the All-in African National Action Council for a stay-at-home on 29, 30 and 31 may 1961 received solid and massive support throughout the country. The Johannesburg Star reported that early

Dhaka University Institutional Repository

estimates of absenteeism in Johannesburg ranged from 40 to 70 percent. One of the most significant factors about the stay-at-home was the wide support it received from students and the militant and stiring demonstrations it inspired among them.'

ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশে জেনারেল স্ট্রাইক নামে পরিচিত আন্দোলন কর্মসূচিকেও হরতালের সমতুল্য হিসেবে ধরে নেয়া যায়। ১৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিয়াটলের জেনারেল স্ট্রাইক প্রসঙ্গে ওয়ার্কার্স অফ দি ওয়ার্ল্ড লিখেছে : 'শহরটি অচল হয়ে পড়েছিল। দমকল কর্মীরা কাজ করতে অস্বীকৃতি জানায়। লন্ড্রি শ্রমিকরা কেবল হাসপাতালের কাপড় ধোলাই করে। অনুমোদিত যানবাহনগুলো 'জেনারেল স্ট্রাইক কমিটি কর্তৃক ছাড়পত্র' স্টিকার লাগিয়ে চলাচল করে।

ভারতে হরতালের অনুরূপ কর্মসূচি হিসেবে বন্‌ধ শব্দটি বেশি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। সেখানের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে প্রতিবাদ কর্মসূচি হিসেবে বন্‌ধ এর ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। এ ধরনের কর্মসূচির আধিক্যের কারণেই সম্ভবত সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক আনন্দবাজার লিখেছে: 'বন্ধ যে একটি কর্মনাশা ছুটির দিন মাত্র এবং অধুনা সেই সঙ্গে একটি রাজনৈতিক ইয়ার্কিও, তাহা সব দলই কমবেশি জানে। তবু থাকিয়া থাকিয়া দলীয় কর্মীদের চাঙা করার জন্য এবং রাজ্য-রাজনীতিতে নিজের অস্তিত্ব জাহির করার জন্য বঙ্গীয় রাজনীতিকরা নিষ্ফল কর্মহীনতার আহ্বান করিয়া থাকেন। ইদানীং বিরোধী রাজনীতির অঙ্গনে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাও বন্‌ধ ডাকার অব্যবহিত উপলক্ষ্য হইয়া উঠিতেছে।'

স্বাধীন অস্তিত্বের তিন দশকের বেশি অতিক্রান্ত হয়েছে। এই সময়ে সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতির শাসন পদ্ধতি ছাড়াও সামরিক শাসন দেশবাসী প্রত্যক্ষ করেছে। বিংশ শতাব্দীর শেষ দশক অর্থাৎ

Dhaka University Institutional Repository

নব্বইয়ের দশকটিতে একটানা ছিল সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা। কিন্তু এই দশকটিতেই সবচেয়ে বেশি হরতাল পালিত হতে দেখা যায়। স্বাধীনতা অর্জনের পর প্রথম দশকে অর্থাৎ ১৯৭২ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত জাতীয় ভিত্তিতে ৯টি, রাজধানী ঢাকা ও আঞ্চলিক পর্যায়ে ১২টি এবং স্থানীয় পর্যায়ে ১৫টি হরতাল পালিত হয়েছে। ১৯৮১ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত সময়ে এই সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৭৪, ৫৯ ও ২৩১টি। কিন্তু ১৯৯১ থেকে ২০০০ পর্যন্ত সময়ে এই সংখ্যা বিপুলভাবে বেড়ে যায়। এ দশকে জাতীয় পর্যায়ে হরতাল হয়েছে ১৩০টি, ঢাকা ও আঞ্চলিক পর্যায়ে ১২২টি এবং স্থানীয় পর্যায়ে ৪৭১টি। অথচ এই দশকেই দেশে সংসদীয় পদ্ধতির শাসন ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তিত হয়েছে। কিন্তু সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা চালু এবং গণতান্ত্রিক অধিকার ও মতপ্রকাশের সকল সুযোগ থাকার পরও কেনো রাজনৈতিক দল সব কিছু অচল করে দেয়ার কর্মসূচি অনুসরণ করে চলেছে, সে প্রশ্ন বিভিন্ন মহলে দেখা দিচ্ছে। রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য হরতালের বিকল্প কর্মসূচির তাগিদও জোরালো হয়ে উঠেছে এবং সংবাদপত্রে এ বিষয়ে নিয়মিত মতামত প্রকাশিত হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক বা সাংবিধানিকভাবে হরতাল স্বীকৃত

বাংলাদেশের মানুষ যে রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করছে এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। উন্নয়নশীল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে মানুষ যতোটুকু রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করছে বাংলাদেশে তার কোনো অংশে কম নয়। যেকোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের আন্দোলন করার অধিকার রয়েছে, বাংলাদেশেও তার ব্যতিক্রম নয়। তাই এদেশের মানুষ হরতাল আহ্বান করতে পারছে। যেটুকু বাঁধা রয়েছে তা উন্নয়নশীল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে কম বেশি রয়েছে তা স্বীকার করতেই হবে। বাংলাদেশের মানুষ সংবিধানের মাধ্যমে রাজনৈতিক ও হরতাল করার অধিকার ভোগ করছে যা সংবিধানের ২৬ থেকে ৪৭ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে।

বাংলাদেশের সংবিধানে মৌলিক অধিকারগুলো সংযুক্ত থাকায় মানুষের মৌলিক অধিকার সমন্বত করা হয়েছে, এই মৌলিক অধিকারের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো হরতাল আহ্বান করে। তাই বলা হয় হরতাল সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত।

Dhaka University Institutional Repository

একদলীয় ও জোটবদ্ধ হরতাল

আলোচ্য দশকের প্রথমার্ধে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বা বিএনপি এবং দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ছিল। আশির দশকে লে. জেনারেল এইচ এম হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের শাসনের বিরুদ্ধে এই দুইটি দলের নেতৃত্বে দুটি জোট গঠিত হয়। বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোটের নাম ছিল সাতদলীয় ঐক্যজোট এবং আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন জোটের নাম ছিল ১৫ দলীয় ঐক্যজোট, যা পরে ভেঙ্গে যায় এবং আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ৮ দলীয় জোট নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। এই জোটভুক্ত বামপন্থী ৫টি দল গঠন করে পৃথক ৫ দলীয় ঐক্যজোট।

সারণি ১ : ১৯৭২ থেকে ২০০০ পর্যন্ত হরতাল

সময়কাল	জাতীয়	ঢাকা ও আঞ্চলিক	স্থানীয়
১৯৭২-১৯৮০	৯	১২	১৫
১৯৮১-১৯৯০	৭৪	৫৯	২১৩
১৯৯১-২০০০	১১৩	১২২	৪৭১

সূত্র : সংবাদপত্রে হরতালচিত্র : ১৯৪৭-২০০০ পিআইবি

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ২ : কারা হরতাল ডেকেছে

(জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ে)

সময়কাল	একদল	জোট	অন্যান্য
১৯৮১-১৯৯০	১১৭	৭৭	৯৮
১৯৯১-২০০০	১১৩	৮৪	৯৭

সূত্র সংবাদপত্রে হরতাল চিত্র : ১৯৪৭-২০০০, পিআইবি

আশির দশকের প্রথমদিকে জেনারেল জিয়াউর রহমানের শাসনের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১০ দলীয় ঐক্যজোট গঠিত হয়েছিল এবং তাদের আহ্বানে দেশব্যাপী একাধিক হরতাল পালিত হয়। জোটবদ্ধভাবে হরতাল পালনের প্রবণতা আমাদের এই ভূখণ্ডে বরাবরই ছিল। নব্বইয়ের দশকে এই প্রবণতা বেড়ে যায়। জাতীয় পর্যায়ে ছাড়া আঞ্চলিক পর্যায়েও একক দলের আহ্বানে হরতাল পালিত হয়েছে ১১৭টি এবং নব্বইয়ের দশকে ১১৩টি। অপরদিকে আশির দশকে জোটবদ্ধ হরতাল ছিল ৭৭টি, নব্বইয়ের দশকে তা পৌঁছায় ৮৪টিতে।

নব্বইয়ের দশকের প্রথমার্ধে বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সামনের সারিতে ছিল আওয়ামী লীগ। প্রথমদিকে তারা একাই হরতাল আহ্বান করতে থাকে। ১৯৯৪ সালের শুরুর দিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়। এরপর ১৯৯৬ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত যে ধারাবাহিক হরতাল, অবরোধ ও অসহযোগ আন্দোলন চলে তাতে জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় পার্টি সামিল থাকে। ১৯৯৬ সালের জুন মাসে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর ১৯৯৭ সাল থেকে বিএনপি, আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে আন্দোলন কর্মসূচি হিসেবে হরতাল শুরু করে। পরবর্তী সময়ে জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় পার্টি এবং ইসলামী ঐক্যজোট এতে সামিল হয়। উভয় আমলেই পাঁচদল স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে এবং নিজ জোটের নামে কয়েকটি হরতাল আহ্বান করে।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের সংবাদপত্রগুলোতে রাজনৈতিক সংবাদের প্রাধান্য লক্ষ্যণীয়। সভা, মিছিল ধর্মঘট, হরতাল ও অবরোধের ন্যায় রাজনৈতিক কর্মসূচি আহ্বান ও পালনের খবর সংবাদপত্রে গুরুত্বের সঙ্গে প্রচার করা হয়। সংবাদের সঙ্গে থাকে আলোকচিত্র। সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয় কলামেও সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলী ও প্রসঙ্গ স্থান পায়। আন্দোলনের সময়ে সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্যা বেড়ে যায়। এ প্রসঙ্গে দৈনিক সংবাদ এর সম্পাদক বজলুর রহমান বলেন, "সংবাদপত্রের পাঠকদের মধ্যে রাজনৈতিক রিপোর্ট ও কলামের পাঠক সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। হরতালের সময়ে এই সংখ্যা আরো বেড়ে যায়। পত্রিকার কাটতিও বাড়ে। হরতালের তারিখ জানার জন্যও সংবাদপত্রে যোগাযোগ করা হয়।

রাজনৈতিক দলগুলো তাদের কর্মসূচি প্রচারের জন্য সংবাদপত্রের ওপর নির্ভর করে থাকে। এই নির্ভরতা কতোটা ব্যাপক সে বিষয়ে একটা ধারণা পাওয়া যাবে দৈনিক সংবাদ এর নিম্নোক্ত সম্পাদকীয় মন্তব্য থেকে : এক সময় হরতাল ছিল নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়। সাধারণত আন্দোলন যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাত তখনই দাবি মানার জন্য সরকারকে বাধ্য করতে হরতাল আহ্বান করা হতো। এখনকার হরতালে জনসমর্থন, জনগণের অংশগ্রহণ বা সম্পৃক্ততা আছে কি না রাজনৈতিক দলগুলো সেটা মোটেও ভাবে না। শুধুমাত্র কর্মসূচি ঘোষণা, পত্রিকায় বিবৃতি এবং বিবিসিতে প্রচারের জন্য সংবাদ পাঠিয়েই হরতালের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। হরতালের দিন সকল পক্ষই যার যার অস্ত্র ও বোমা নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ে। রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়াটাই যেন এখন হরতাল।

Dhaka University Institutional Repository

সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় মন্তব্যে হরতাল

সংবাদপত্রের নিজস্ব এবং প্রাতিষ্ঠানিক কলাম হচ্ছে সম্পাদকীয়। এতে প্রকাশিত মন্তব্যের সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের। বাংলাদেশের নব্বইয়ের দশককে হরতাল-কবলিত বললেও অত্যুক্তি করা হবে বলে মনে করা হয়। এ দশকে জাতীয় ভিত্তিতে ১৩০টি হরতাল পালিত হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে প্রতি ২৮ দিনে একটি হরতাল। এছাড়াও রাজধানী ঢাকা, বিভিন্ন অঞ্চল ও স্থানীয় ভিত্তিতে পালিত হয়েছে প্রতি ৬ দিনে একটি করে হরতাল। জাতীয় পর্যায়ে পালিত হরতালগুলোর মেয়াদ ছিল ৬, ৮, ১২, ২৪, ৪৮, ৭২, ৯৬ ঘণ্টা। হরতালের অনুরূপ অবরোধ ও অসহযোগ কর্মসূচিও এই দশকে পালিত হয়েছে। রাজনীতি, অর্থনীতি ও জনজীবনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তারকারী এই কর্মসূচির খবর সংবাদপত্রে উল্লেখযোগ্য স্থান করে নিয়েছে। উদাহরণ হিসেবে ১৯৯৯ সালের ১০ নভেম্বর ইত্তেফাকের চিত্র তুলে ধরা যায়। এর আগের দিন অর্থাৎ ৯ নভেম্বর বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোটের আহ্বানে দেশব্যাপী হরতাল পালিত হয়। পর দিন ইত্তেফাকে প্রথম লিড ছিল হরতাল পালনের সংবাদ। এছাড়াও ছিল হরতাল সংক্রান্ত ৪টা ছবি। ২-এর পৃষ্ঠায় ২ কলাম জুড়ে হরতালের খবর ছাপা হয়। ১৫ পৃষ্ঠাতেও হরতালের খবর এবং শেষের পৃষ্ঠায় হরতাল সংক্রান্ত আরো ৪টি ছবি।

২০০০ সালের ২ ফেব্রুয়ারি চারদলীয় জোটের দেশব্যাপী আহূত হরতালের খবর নিয়ে প্রকাশিত যুগান্তরের প্রথম পৃষ্ঠায় ছিল লিড নিউজসহ হরতাল সংক্রান্ত ৮টা সংবাদ এবং ৫টা ছবি। দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ৭টা ছবি এবং ৩ কলাম সংবাদ। ১১ পৃষ্ঠায় ৫ কলাম জুড়ে হরতালের খবর এবং ১টা ছবি। ১২ বা শেষের পৃষ্ঠাতেও হরতালের খবরের আধিক্য ৩টি ছবি এবং ২ কলাম সংবাদ। অন্যান্য

Dhaka University Institutional Repository

সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা বিশ্লেষণ করলেও একই চিত্র পাওয়া যাবে। পাঠকদের বিবেচনায় রেখেই যে এটা করা হয় তাতে সন্দেহ নেই। আশির দশকে দেখা যায়, সামরিক সরকার তাদের ফরমান বলে সংবাদপত্রে 'হরতাল', ধর্মঘট, 'মশাল মিছিল' প্রভৃতি শব্দ লেখা নিষিদ্ধ করলে সংবাদপত্রগুলো তাদের পাঠকদের এ সংক্রান্ত খবর জানানোর জন্য অভিনব কৌশল অবলম্বন করে। ১৯৮৫ সালের ১২ নভেম্বর দৈনিক একটি খবর ছিল এ রকম : '১১ নভেম্বর সোমবার ১৫ দলীয় ঐক্যজোট, ৭ দলীয় ঐক্যজোট ও জামায়াতে ইসলামীর ডাকে অর্ধদিবস 'কর্মসূচি' পালিত হয়। রাজনৈতিক দলসমূহে দুটি জোট, শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ ও কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এই কর্মসূচি রাজধানী ঢাকা ছাড়াও সারাদেশে পালিত হয়।'

Dhaka University Institutional Repository

ইত্তেফাক ও ইনকিলাবের সম্পাদকীয়

ইত্তেফাক ও ইনকিলাব বাংলাদেশে বহুল প্রচারিত সংবাদপত্র। হরতালের সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে পত্রিকা দুটি উল্লেখযোগ্য স্থান বরাদ্দ করে থাকে। বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক ইস্যুতে সক্রিয় ভূমিকা ইত্তেফাকের সর্বমহলে পরিচিতির অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তু সম্পাদকীয় কলামের বিষয়বস্তু হিসেবে হরতালের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কর্মসূচি ইত্তেফাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। ইনকিলাবেও এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সচেতনতার সঙ্গে পরিহার করে চলেছে বলেই মনে হয়।

১৯৯৬ সালের মার্চ মাসে হরতাল-অসহযোগ আন্দোলনের উত্তাল দিনগুলোতে ইনকিলাব 'রাজনৈতিক প্রজ্ঞার জয় হউক' (১১ মার্চ) এবং সমঝোতায় আসুন, দেশ বাঁচান (১৩ মার্চ) শীর্ষক দুটি সম্পাদকীয় লিখেছিল, যাতে সমসাময়িক রাজনৈতিক প্রসঙ্গ স্থান পায়। কিন্তু এই মাসের শেষেরদিকে যখন রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল হতে থাকে তখন সম্পাদকীয়র বিষয়বস্তু ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। যেমন ২১ মার্চ লেখা হয় 'সারাদেশে লোডশেডিং', ২৪ মার্চ 'পাঠ্যপুস্তকে : অব্যবস্থা ও সংকট' এবং ২৮ মার্চ 'কক্সবাজার অস্ত্র উদ্ধার' এবং 'পরমাণু অস্ত্র : ত্রিশক্তি চুক্তি'। ১৯৯৯ সালের ১ নভেম্বর ইনকিলাবে 'চরম হতাশার আবর্তে দেশ' শীর্ষক একটি সম্পাদকীয়তে সরকারের সমালোচনা করা হয়। কিন্তু ৭, ৮, ৯, ১৫ ও ২৫ নভেম্বর দেশব্যাপী হরতাল পালিত হলেও এ সময়ে তারা রাজনৈতিক বিষয়ে কোনো সম্পাদকীয় প্রকাশ করেনি। ৭ নভেম্বর 'বিপ্লব ও সংহতি দিবস' বিষয়ে সম্পাদকীয় লিখলেও তাতে হরতাল প্রসঙ্গ অনুল্লেখ থেকে যায়। ৮ নভেম্বর সম্পাদকীয়র শিরোনাম ছিল 'অস্ত্র ও বিস্ফোরকের অবাধ অনুপ্রবেশ' এবং তা 'জুতা শিল্প বিপন্ন'। ১০ নভেম্বর প্রকাশিত দুটি সম্পাদকীয় শিরোনাম ছিল 'মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষা সংকট' এবং 'ভয়াবহ নদী ভাঙ্গন।'

Dhaka University Institutional Repository

ইত্তেফাক বরাবরই রাজনৈতিক খবরের জন্য নির্ভরযোগ্য সংবাদপত্র। কিন্তু রাজনীতিতে টালমাটাল আলোচিত এই দশকে এই পত্রিকাটি নিজস্ব অভিমত অর্থাৎ সম্পাদকীয় কলামে রাজনীতি সম্পূর্ণ পরিহার করেছে। ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের কথাই ধরা যাক। ১৫ ফেব্রুয়ারির সাধারণ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গোটা দেশ সংঘাতপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। আওয়ামী লীগসহ প্রায় সব বিরোধী দল এই নির্বাচন বর্জন করে। অপরদিকে ক্ষমতাসীন বিএনপি নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য ছিল বদ্ধপরিকর। হরতাল ও অসহযোগ কর্মসূচিতে গোটা দেশ ছিল উত্তাল। কিন্তু ইত্তেফাকের সম্পাদকীয় কলামে এই প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। ২ ফেব্রুয়ারি সম্পাদকীয়র শিরোনাম ছিল 'সাগর হইতে ভূমি উদ্ধার', ৫ ফেব্রুয়ারি 'বেলগ্রেড মেসিডোনিয়াকে স্বীকৃতি দিবে, ৯ ফেব্রুয়ারি 'হোটেল রেস্তোরাঁয় খাবারের মান,' ১৩ ফেব্রুয়ারির 'পান চাষ' এবং 'হিমালয়ে স্থিতির পরিপ্রেক্ষিত'। নির্বাচনের দিন ১৪ ফেব্রুয়ারি সম্পাদকীয় লেখা হয় 'বিশ্বকাপ ক্রিকেট ১৯৯৬' শিরোনামে। এই দিন প্রথম পৃষ্ঠায় স্থান পায় সাধারণ নির্বাচন ও হরতাল বিষয়ে বেশ কয়েকটি সংবাদ ও আলোকচিত্র। ১৫ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের দিন প্রথম পৃষ্ঠা আন্দোলনের খবর ও আলোকচিত্রে পরিপূর্ণ ছিল। কিন্তু দুটি সম্পাদকীয় লেখা হয় 'পার্বত্য চট্টগ্রাম : অস্ত্র বিরতির মেয়াদ প্রসঙ্গে' এবং 'প্রসঙ্গ : দাদন ব্যবসা' শিরোনামে। ১৬ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন ও তা প্রতিহত করার বিষয়ে ৫টা ছবি এবং ৮ কলাম লিডসহ বেশ কয়েকটি সংবাদ ও আলোকচিত্র। ১৫ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন ও তা প্রতিহত করার বিষয়ে ৫টা ছবি এবং ৮ কলাম লিডসহ বেশ কয়েকটি সংবাদ ছাপা হয়। কিন্তু সম্পাদকীয় লেখা হয় 'বিশুদ্ধ পানির অভাব' ও 'টিকা আবিষ্কারের দ্বিশত বার্ষিকী' শিরোনামে। এমনকি ২১ ফেব্রুয়ারি 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো - শিরোনামে লেখা সম্পাদকীয়তেও সমসাময়িক রাজনৈতিক প্রসঙ্গ একেবারেই অনুপস্থিত। ২৫ ফেব্রুয়ারি প্রথম পৃষ্ঠায় প্রথম ও দ্বিতীয় লিড ছিল অসহযোগ আন্দোলন

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়ে। মূল শিরোনাম ছিল 'অসহযোগ আন্দোলনে জনজীবন অচল'। কিন্তু সম্পাদকীয় লেখা হয় নিষ্ঠুর ও অমানবিক ব্যবসা' শিরোনামে। ২৬ ফেব্রুয়ারির তাপমাত্রা বৃদ্ধি প্রসঙ্গে।

আওয়ামী লীগের শাসনামলে ১৯৯৯ সালের নভেম্বর মাসকে হরতাল প্রবণ মাস হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। প্রথম আলো, যুগান্তর, সংবাদ, ডেইলি স্টার এই সময়ে বেশ কয়েকটি সম্পাদকীয় লিখেছে হরতাল বিষয়ে। কিন্তু ৭ নভেম্বর ইত্তেফাকে সম্পাদকীয় ছিল 'টেলিফোন বিভ্রাট ও ভুতুড়ে বিল' এবং 'মার্কিন-চীন সামরিক চুক্তি' শিরোনামে। ৮ নভেম্বরর শিরোনাম ছিল 'ইংল্যান্ড - এ দলের সফর প্রসঙ্গে' এবং চিকিৎসা ক্ষেত্রে সংকট' ৯ নভেম্বর শিরোনাম ছিল 'দেশে রাবার চাষ' এবং উপকূলীয় আশ্রয়কেন্দ্র' শিরোনামে। ১০ নভেম্বর সম্পাদকীয় লেখা হয় 'যত্রতত্র কলকারাখানা' শিরোনামে। কিন্তু এই দিন প্রথম পাতায় হরতাল পালন বিষয়ে লিড নিউজসহ বেশ কয়েকটি সংবাদ এবং ৪টি ছবি ছাপা হয়। ২, ১৫ ও ১৬ পৃষ্ঠাতেও হরতাল পালন সংক্রান্ত খবর ও ছবির জন্য প্রচুর স্থান বরাদ্দ করা হয়। ১৬ পৃষ্ঠায় ছিল হরতাল বিষয়ে ৪টা ছবি।

Dhaka University Institutional Repository

আওয়ামী লীগের শাসনামলে হরতাল

আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালের ১২ জুন অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে জয়ী হয়ে ক্ষমতাসীন হয় এবং ২৩ জুন মন্ত্রিসভা গঠন করে। শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে বিএনপি প্রথম দেশব্যাপী হরতাল পালন করে ১৯৯৭ সালের ২৩ মার্চ। ভারতের সঙ্গে ট্রানজিট চুক্তি বাতিল, বিদ্যুৎ আমদানির ষড়যন্ত্র ও বিএনপি নেতাকর্মীদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে বিদ্যুৎ, পানি, মশা প্রভৃতি সমস্যা সমাধানের দাবিতে এই হরতাল আহ্বান করা হয়। তবে হরতাল গতি পায় ১৯৯৮ সাল থেকে। এ সময় বিএনপির পাশাপাশি এইচ এম হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের জাতীয় পার্টি এবং জামায়াতে ইসলামীও হরতাল আহ্বান করে। ১৯৯৯ সালের ৩০ নভেম্বর এই তিনটি দল এবং ইসলামী ঐক্যজোটকে সঙ্গে নিয়ে গঠিত হয় চারদলীয় ঐক্যজোট। পরবর্তীকালে এই জোটের নামেই হরতাল পালন করা হতে থাকে।

সংবাদ ও ডেইলি স্টার হরতালের বিরোধিতায় সোচ্চার ছিল। পরে যুগান্তর এবং প্রথম আলোও এই ধারায় সামিল হয়। ১৯৯৮ সালের ২০ অক্টোবর ডেইলি স্টার Despicable Politics শিরোনামের সম্পাদকীয়তে লিখেছে, "BNP has called for another general strike, second in five days. We are on record to oppose such strikes called by whatever and against whatever the government, All these strikes are particularly desplicable because they are sesigned also to prolong the two-day weekly off to a three day one". আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৯৭ সালের মে মাসে শুক্র ও শনিবার সাপ্তাহিক ছুটির দিন ঘোষণা করে। এরপর থেকে হরতালের তারিখ হিসেবে বৃহস্পতি কিংবা রবিবারকে বেছে নেয়ার প্রবণতা দেখা যেতে থাকে। ডেইলি স্টারের সম্পাদকীয়তে এ বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৮ সালের ১১ নভেম্বর সংবাদ 'হরতাল, সাপ্তাহিক ছুটি ও বিকল্প ভাবনা' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে লিখেছে : 'আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর দেশবাসী এখন দীর্ঘতম হরতাল উপভোগ করছে। পাঁচদিনের সাপ্তাহিক কর্মদিবসের তিন দিন চলে গেল হরতালে। এভাবে দিনের পর দিন হরতাল থাকলে প্রশাসনযন্ত্র টিকিয়ে রাখাই কঠিন হয়ে পড়বে। আমাদের বিকল্প ভাবতে হবে। সে ক্ষেত্রে যে সপ্তাহে হরতাল-অবরোধ থাকবে সেই সপ্তাহে সাপ্তাহিক ছুটির দিনে অফিস চালু রাখা যেতে পারে। কেননা হরতালের দিন অফিসে উপস্থিতি যাই থাকুক না কেন কোনো কাজ হয় না।'

১৯৯৮ সালের ১৯ নভেম্বর ডেইলি স্টারের সম্পাদকীয় শিরোনাম ছিল Opt Out Of Hartal.

১৯৯৮ সালের ১৯ নভেম্বর সংবাদ 'হরতালমুক্ত স্বদেশ চাই' শিরোনামে সম্পাদকীয় লিখেছিল। পরের বছর ২১ নভেম্বর তাদের সম্পাদকীয় ছিল 'শিক্ষা বিরোধী হরতাল'। এতে বলা হয় : এ বছর নভেম্বর মাসে সরকার বিরোধী হরতাল শিক্ষা বিরোধী রূপ নিয়েছে। রমজানের কারণে বার্ষিক পরীক্ষা আগেভাগে করার পরিকল্পনা করা হয়, কিন্তু ৭, ৮, ৯, ১৬ নভেম্বর হরতাল হয়ে গেছে। ২৮, ২৯, ৩০ নভেম্বর হরতাল দিয়ে মাস পার করা হবে। প্রয়োজন হলে রমজান মাসেও হরতাল ডাকার হুমকি দেয়া হয়েছে।

২০০০ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি প্রথম আলো 'এই বাড়াবাড়ির শেষ কোথায় হরতাল থেকে জাতিকে মুক্তি দিন' শিরোনামে সম্পাদকীয় লেখে। এতে বলা হয় : 'আমরা আগেও বলেছি, আর হরতাল নয়। যতো যাই ঘটুক না কেন, হরতালের মতো ক্ষতিকর, ভোগান্তি সৃষ্টিকারী কর্মসূচি

Dhaka University Institutional Repository

পরিহার করুন, সমাবেশ করুন, মিছিল করুন, রোড মার্চ-অনশন করুন, ঘরে ঘরে গিয়ে জনমত গড়ে তোলাসহ যাবতীয় কর্মসূচি পালন করুন। শুধু হরতাল থেকে জাতিকে মুক্তি দিন।'

একই দিনে যুগান্তরের সম্পাদকীয়র শিরোনাম ছিল 'হরতাল কাহার দোষে কাহার কষ্ট'। এতে লেখা হয় : 'হরতালে যে জনমত প্রকাশ পায় না তাহা সত্য। সংবাদপত্রের ভাষায় তাহা আর পালন হয় না, বলবৎ করা হয়। নিত্যদিনের শ্রমের মূল্যে যাহাদের নুন আনতে পান্তা ফুরায় হরতালের দিনে তাহাদের নুন বা পান্তা কোনটাই জোটে না।'

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

গণতান্ত্রিক সরকারের আমলে হরতাল

(১৯৯১ ইং সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত)

১৯৯১ ইং সাল থেকে ২০০০ ইং সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে দু' দুটো গণতান্ত্রিক সরকার পর্যায়ক্রমে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। দুটো সরকারের আমলেই বাংলাদেশে অনেক হরতাল হয়েছে। ১৯৯১ ইং সাল হতে ২০০০ ইং সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বিরোধী দল একইভাবে হরতাল ডেকেছে। এক সমীক্ষায় দেখা যায় ১৯৯১ ইং সন হতে ১৯৯৬ ইং সাল পর্যন্ত এদেশে হরতাল হয়েছে ১৭৩ দিন।

১৯৯৬ ইং সালের পরও হরতাল গতিহীনভাবে হয়েই চলেছে কখনো বা এর গতি সাময়িক থেমেছে কখনো বা এর গতি বাড়িয়ে চলেছে। অপর এক জরিপে দেখা যায় ১৯৯৭ ইং সাল থেকে ২০০০ ইং পর্যন্ত হরতাল হয়েছে ৫৭ দিন। যেখানে গণতান্ত্রিক সরকার বিদ্যমান সেখানে রাজনৈতিক প্রতিবাদের সব ভাষাই খোলা কিন্তু বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো রাজনৈতিক প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে হরতালকে বেছে নিয়েছে এর উত্তর সঠিকভাবে প্রদান করা খুবই কঠিন। বিভিন্ন রাজনীতিবিদ বিভিন্নভাবে এর কারণ ব্যাখ্যা করে থাকবেন। বাংলাদেশে বেশি বেশি হরতাল হওয়ার সঠিক ব্যাখ্যা পাওয়া খুবই কষ্টকর । আর এই বিনাশী হরতাল থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনো ভালো পথও এই মুহূর্তে জানা নেই।

Dhaka University Institutional Repository

যেহেতু হরতাল ক্রমাগতভাবে হচ্ছে সামনেও আরো হবে এটাই স্বাভাবিক। হরতালের সর্বগ্রাসী কালো থাবা সম্পর্কেও আমাদের ধারণা থাকা দরকার । হরতাল এমনভাবে মানুষের জীবনে প্রভাব বিস্তার করে চলেছে যে, শিশু শ্রেণীতে পড়া একটি বাচ্চা থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত হরতালের দ্বারা প্রভাবিত। বিগত দিনে এদেশে অনেক হরতাল হয়েছে। এ হরতালগুলো কারা ডাকে, তাদের উদ্দেশ্য কি, এ সময় কি রকম ক্ষয়-ক্ষতি হয় এর একটি ধারণা থাকা দরকার। তাই ১৯৯১ ইং সাল থেকে ২০০০ ইং সাল পর্যন্ত এদেশে কতোগুলো হরতাল হয়েছে এর প্রধান প্রধান হরতালের বর্ণনা তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি।

Dhaka University Institutional Repository

জনসভায় পুলিশি হামলার প্রতিবাদে হরতাল আহ্বান

জনসভায় পুলিশের কাঁদানে গ্যাস, রাবার বুলেট নিক্ষেপ ও গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ ৮ ডিসেম্বর ১৯৯১ ইং তারিখ রবিবার ঢাকায় ভোর ৬টা হতে বেলা ২টা পর্যন্ত হরতাল আহ্বান করে।

পুলিশ বিভিন্ন স্থান হতে ২৪ জনকে গ্রেফতার করে। হরতাল চলাকালে আওয়ামী লীগের মিছিল বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, তোপখানা রোড, মালিবাগ, ফার্মগেট ও মহাখালী প্রদক্ষিণ করে। বোমা ও লাঠিচার্জে আহত পাঁচজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করা হয়।

সকাল সাড়ে ৮টায় আওয়ামী লীগ নেত্রী মতিয়া চোধুরী ও শাহারা খাতুনের নেতৃত্বে একটি মিছিল ফার্মগেট পৌছলে, মিছিলকারীরা পুলিশ প্রহরায় থাকা বিআরটিসি বাসে হামলা করে তিনটি বাস ভাংচুর ও ক্ষতিসাধন করে।

সকাল পৌনে ১০ টায় নীলক্ষেত এলাকায় মিছিল বের হয়। মিছিলটি নিউমার্কেট ওভার ব্রিজের কাছে আসলে কয়েক রাউন্ড গুলিবর্ষণ হলে সংঘর্ষ শুরু হয়। এতে পুলিশ তিন রাউন্ড কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। সকাল সাড়ে ৯টায় পলাশী এলাকায় গাড়িতে ঢিল ছোঁড়া নিয়ে পুলিশও পিকেটারদের মধ্যে সংর্ঘষ বাঁধে। এ সময় পুলিশ রাবার বুলেট নিক্ষেপ করলে একজন আহত হয়।

শাহবাগ এলাকায় হরতালকারীদের সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁধলে পুলিশ টিয়ারগ্যাস ও রাবার বুলেট নিক্ষেপ করলে কয়েকজন আহত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

উপজেলা অধ্যাদেশ প্রত্যাহারের দাবিতে হরতাল আহ্বান

উপজেলা পরিষদ অধ্যাদেশ প্রত্যাহারের দাবিতে উপজেলা বাস্তবায়ন পরিষদ ৯ ডিসেম্বর ১৯৯১ ইং সোমবার ভোর হতে দুপুর ২টা পর্যন্ত রাজধানী ঢাকাসহ দেশব্যাপী অর্ধদিবস হরতাল পালনের ডাক দেয়। ঢাকায় অনুষ্ঠিত উপজেলা চেয়ারম্যানদের বিশেষ সম্মেলনে এই হরতালের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সম্মেলনে জাতীয় পার্টি, আওয়ামী লীগ, সিপিবি ও জনতা দলের নেতারা উপজেলা পরিষদ বাতিল অধ্যাদেশ প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন।
এ সময় পুলিশ গাজীপুর উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান এবং উপজেলা বাস্তবায়ন পরিষদের যুগ্ম আহবায়ক আহসানউল্লাহ মাস্টারকে গ্রেফতার করে। এই গ্রেফতারের প্রতিবাদে গাজীপুর ও জয়দেবপুরে বিক্ষোভ সমাবেশ হয়।

হরতাল চলাকালীন দেশের বিভিন্ন জায়গায় সংঘর্ষ ও ভাংচুরের ঘটনা ঘটে। হরতাল চলাকালে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি অফিস ও দোকানপাট বন্ধ ছিল। ভারী কোনো যানবাহন চলাচল করেনি। দূরপাল্লার কোনো বাস চলেনি। সংঘর্ষে দুইজন পুলিশসহ ২৫ জন ছাত্র আহত হয়। খুলনায় পুলিশ দুইজন ছাত্রসহ ছয়জনকে গ্রেফতার করে।

উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান সমিতির কার্যালয়ে ফিরোজ কবীরের সভাপতিত্বে আয়োজিত এক সভায় আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করে বলেছেন, সমিতির গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের মুক্তি না দিলে এবং উপজেলা অধ্যাদেশ বাতিল না করলে আরো কর্মসূচি দেয়া হবে।

Dhaka University Institutional Repository

গণআদালতের রায় কার্যকর করার জন্য হরতাল

ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির আহ্বানে অধ্যাপক গোলাম আজমের বিরুদ্ধে গণআদালতের রায় কার্যকর ও নির্মূল কমিটির নেতাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে রাজধানীতে সকাল ৬টা থেকে বিকাল ২টা পর্যন্ত হরতাল পালিত হয়।

একই সঙ্গে ভারতীয় দালাল প্রতিরোধ কমিটি, যুব কমান্ড নির্মূল কমিটি নিষিদ্ধকরণ ও ২৪ জন গণআদালতীয় বিচারের দাবিতে রাজধানীতে সকাল ৩টা দুপুর ১২টা পর্যন্ত হরতাল পালনের আদেশ দেয়।

হরতাল চলাকালে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, যুব কমান্ড ও ভারতীয় দালাল প্রতিরোধ কমিটির সমর্থকদের মধ্যে পুরানা পল্টন এলাকায় ব্যাপক সংঘর্ষ বাঁধে। এতে শতাধিক লোক আহত হয়। দোকানপাট ও বাড়ির দরজা-জানালা ভাংচুর করা হয়। পুলিশ ১২ জনকে গ্রেফতার করে । হাঙ্গামায় আহত ৩০ জনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হয়।

আওয়ামী লীগের একটি মিছিল পুরানা পল্টন সড়ক অতিক্রম করার সময় ভারতীয় দালাল প্রতিরোধ কমিটি, যুব কমান্ড এবং জামায়াত-শিবিরের কর্মীদের মাঝে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। পরে আরো একটি ছাত্র ঐক্যের মিছিল এসে এই সংঘর্ষে যোগদান করলে সংঘর্ষ ব্যাপক আকার ধারণ করে। এক পর্যায়ে আওয়ামী লীগ কর্মীরা জামায়াত-শিবিরের অফিস আক্রমণ করার জন্য অগ্রসর হতে থাকলে সংঘর্ষ ভয়াবহ রূপ লাভ করে। সমস্ত পল্টন এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয় এবং বেশকিছু ককটেল ও হাতবোমা বিস্ফোরিত হয়। পুলিশ কয়েক রাউন্ড টিয়ার গ্যাস ছুঁড়ে ব্যাপক

Dhaka University Institutional Repository

লাঠিচার্জ করেও সংঘর্ষ থামাতে ব্যর্থ হয়। সংঘর্ষে তিনজন সাংবাদিকসহ মোট শতাধিক লোক আহত হয়। বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে বেশ কয়েকটি গাড়ি ভাংচুর করা হয়।

অফিস আদালতে উপস্থিতির সংখ্যা ছিল খুবই কম। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল, ব্যাংক-বীমায় লেনদেন হয়নি। দুপুর সাড়ে ১২ টার পর পরিস্থিতি আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে আসে। তারপরও বিভিন্ন স্থানে সামান্য বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ হয়। ওই দিন খুলনায়ও একইভাবে নির্মূল কমিটির ডাকে হরতাল পালিত হয়। একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির নিষিদ্ধ ঘোষণা এবং ২৪ জন সদস্যের বিচারের দাবিতে জাতীয় যুব কমান্ড ও ভারতীয় দালাল প্রতিরোধ কমিটির আহ্বানে ২০ জুন ১৯৯২ ইং তারিখে সারাদেশে সকাল ৬টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত হরতাল পালিত হয়। এই হরতালের প্রতি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ন্যাশনাল কংগ্রেস, ইসলামিক নেবার অর্গানাইজেশন, বাংলাদেশ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র, গণদুশমন প্রতিরোধ কমিটি, গণতান্ত্রিক যুব শক্তি, ইসলামী ছাত্রশিবির, এনডিপি (জাহিদ), কৃষক শ্রমিক পার্টি, মুসলিম জাতীয়তাবাদী দল যুক্তফ্রন্ট, ইসলামিক পার্টি ও মেজর জলিল ছাত্র সমর্থন জানায়।

হরতাল সফল করার জন্য ১৯ জুন ১৯৯২ ইং মিছিল বের করলে আওয়ামী লীগের সঙ্গে যুব কমান্ডের সংঘর্ষ বাঁধে এতে ছয়জন আহত হয়। রাজধানীর পুরানা পল্টন মোড় ও তোপখানা রোড এলাকায় হরতালের সময় উত্তপ্ত থাকে। সকাল সাড়ে ৯টা থেকে প্রায় দুই ঘন্টা ধরে এ এলাকায় যুব কমান্ড ও ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির মধ্যে সংঘর্ষ হয়। যুব কমান্ড পল্টন মোড়ে এবং ঘাতক দালাল তোপখানা মোড়ে অবস্থান নিয়ে এ সংঘর্ষ ১২টা পর্যন্ত চালিয়ে যায়। এ এলাকায় অর্ধশতাধিক বোমা বিস্ফোরিত হয়। এতে ১৫ জন আহত হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ ১৫/২০ রাউন্ড টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে।

Dhaka University Institutional Repository

হরতাল চলাকালে বোমাবাজি, প্রতিপক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষ, পুলিশের লাঠিচার্জ ও কাঁদানো গ্যাস নিক্ষেপে অর্ধশতাধিক ব্যক্তি আহত হয়। ফরিদপুরের মধুখালী উপজেলায় হরতালের সময় হরতাল বিরোধীদের আক্রমণে একজন স্থানীয় জামায়াত নেতা নিহত হয়। রাজধানীর বাইরে বিভিন্ন জেলা শহরে হরতাল সমর্থক ও হরতাল বিরোধীদের মধ্যে সংঘর্ষে আহত হয় দুই শতাধিক । পুলিশ ঢাকার বিভিন্ন স্থান থেকে ৩৮ জনকে গ্রেফতার করে। রাজধানীতে ব্যাপক বোমাবাজি হয়।

এ হরতাল সারাদেশে খুবই কড়াকড়িভাবে পালিত হয়। বেসরকারি অফিস ও প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ ছিল। সরকারি অফিস ও প্রতিষ্ঠানে উপস্থিতি ছিল কম। হরতাল চলাকালে ব্যাংকসমূহে প্রায় লেনদেন বন্ধ থাকে। দূরপাল্লার কোনো বাস চলাচল করেনি। ঢাকা শহরের কোনো কোনো সড়কে রিকশা পর্যন্ত চলাচল বন্ধ থাকে এই হরতালে।

Dhaka University Institutional Repository

গণআদালতের রায় কার্যকর করার দাবিতে হরতাল

জামায়াত নেতা গোলাম আযম সম্পর্কে গণআদালতের রায় কার্যকর করা এবং গণআদালত সংগঠকদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির আহ্বানে সারাদেশে সকাল সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। এ হরতালে ২০৫ জনকে পুলিশ গ্রেফতার করে এবং ২২ জন পুলিশসহ ৩০ জন সাংবাদিকসহ সংঘর্ষে শতাধিক ব্যক্তি আহত হয়। হরতালকারীরা শাহবাগ মোড়ে বিআরটিসির বাস ভাঙচুর করে। হাইকোর্টের সামনে অপর একটি বিআরটিসির বাস ভাঙচুর করে ও প্রেসক্লাবের সামনে দৈনিক পত্রিকার দেশি বেবিটেক্সি ভাঙচুর করে। চট্টগ্রামেও হরতাল পালিত হয়। এখানে হরতালকারীরা আন্দর কেল্লারমোড়ে একটি রেস্টুরেন্ট ভাঙচুর করে। ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের শেরপুরে তিনটি বেবিটেক্সি ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। হরতাল চলাকালে ঘাতক দালাল তথা আওয়ামী লীগ কর্মীরা একজন শিবির কর্মীকে হত্যা করে।

এ হরতালের শেষেরদিকে সংঘর্ষের একপর্যায়ে পুলিশ প্রেসক্লাবের ভিতরে ঢুকে পড়ে আশেপাশে ব্যাপক লাটিচার্জ করে এবং টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ করে। এই সংঘর্ষে ৩০ জন সাংবাদিক আহত হয় এবং মারাত্মক আহত ১৫ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ডিএমপি কমিশনার প্রেসক্লাবের সামনে প্রায় দেড় ঘণ্টা এই তৎপরতা পরিচালনা করেন। পুলিশ প্রেসক্লাবের সামনে দরজা ও জানালা ভাঙচুর ছাড়াও প্রেসক্লাবের ভেতরে রাখা সাংবাদিকের মোটরসাইকেল ভাঙচুর করে। সাংবাদিকের ক্যামেরা ছিনিয়ে নিয়ে নষ্ট করে ফেলে। পুলিশ কয়েক রাউন্ড গুলিবর্ষণ করে গুলিতে দুইজন আহত হয় এবং ৫০ রাউন্ড টিয়ার গ্যাস ছোঁড়ে।

Dhaka University Institutional Repository

সরকার এ ঘটনার জন্য হাইকোর্টের একজন বিচারপতির সমন্বয়ে এক সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। বাসস জানায়, কমিশন ঘটনার উৎপত্তি পূর্ব পরিস্থিতি অনুধাবন এবং এতে কারা দায়ী তা নির্ধারণ করবেন। সাংবাদিক ও জাতীয় প্রেসক্লাবের ওপর পুলিশী হামলার খবর শুনে তথ্যমন্ত্রী নাজমুল হুদা প্রেসক্লাবে আসেন এবং সাংবাদিক নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হন। তিনি এ ঘটনার জন্য খুব দুঃখ প্রকাশ করেন। এ ব্যাপারে সাংবাদিকদের দাবি-দাওয়া তিনি সহানুভূতির সঙ্গে শোনেন এবং এগুলো নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে জরুরি ভিত্তিতে আলোচনার ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দেন।

Dhaka University Institutional Repository

ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিলের দাবিতে হরতাল

ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিলের দাবিতে আওয়ামী লীগের আহ্বানে ১৫ আগস্ট ১৯৯২ ইং সারাদেশে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। হরতাল চলাকালে ঢাকায় কয়েকটি স্থানে রিকশা ভাঙচুর, টিএসসির মোড়ে মোটরসাইকেলে অগ্নিসংযোগ, মালিবাগ মোড়ে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। পিকেটাররা পলাশী এলাকায় হকারদের কাছ থেকে পত্রিকার কপি নিয়ে পুড়িয়ে ফেলে। ফার্মগেট এলাকায় বেগম মতিয়া চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি মিছিল থেকে একটি যাত্রী বোঝাই বাসে হরতালকারীরা হামলা করে বাসটি ভাঙচুর করে। এছাড়া ঢাকাসহ সমগ্র দেশে বোমা বিস্ফোরণ ও বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ মিছিল পিকেটিং এর মাধ্যমে হরতাল পালিত হয়। বরাবরের মতো ১৫ আগস্টের হরতাল চলাকালে অফিস আদালতে উপস্থিতির হার একেবারেই কম ছিল। দোকানপাট, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে, ব্যাংক-বীমায় কোনো লেনদেন হয়নি। দূরপাল্লার কোনো বাস ছাড়েনি। মূলত: শেখ মুজিবুর রহমানের ১৭তম মৃত্যুবার্ষিকীর বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে হরতাল পালিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

রাশেদ খান মেনন এমপির প্রাণনাশের চেষ্টার প্রতিবাদে হরতাল

বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান মেনন এমপির প্রাণনাশের চেষ্টা ও দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ও সন্ত্রাসের প্রতিবাদে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন সাবেক সিপিবি, কমিউনিস্ট পার্টি, জাসদ ও ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির আহ্বানে ২০ আগস্ট ১৯৯২ ইং তারিখ বৃহস্পতিবার সারাদেশে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়।

এ হরতালে জঙ্গি মিছিল লক্ষ্য করা যায়। হরতালকারীরা গ্যারেজে রাখা গাড়িও ভাঙচুর করে। ফার্মগেটে একটি মিছিল থেকে লোকজন গিয়ে বিআরটিসির দোতলা বাস ভাঙচুর আরম্ভ করলে পুলিশ লাঠিপেটা করে বাসগুলোর ব্যাপক ক্ষতিসাধন থেকে রক্ষা করে। ঢাকাসহ সারাদেশে হরতাল চলাকালে সংঘর্ষ বাঁধে। হরতাল চলাকালে রাজধানীতে পুলিশের লাঠিচার্জে ৩০ জন আহত হয়। এ হরতাল পালনকালে রিকশা, ভ্যান ও মোটরসাইকেল ছাড়া আর কোনো যানবাহন চলাচল করতে দেখা যায়নি। ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়। সার্বিকভাবে ঢাকাসহ সারাদেশে হরতাল চলাকালে অর্থনৈতিক কাজ কারবারে একেবারে বিশৃংখলা দেখা দেয়।

আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা তার বিবৃতিতে সরকারের সমালোচনা করে বলেন, '১৮ মাস না যেতেই সামগ্রিক কর্মকাণ্ডে অগণতান্ত্রিক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।' তিনি আরো বলেন, 'জনতার মসনদ পাকাপোক্ত করবার জন্য সরকার অশুভ ষড়যন্ত্র করছে।'

Dhaka University Institutional Repository

জামায়াত-শিবির নিষিদ্ধ করার দাবিতে হরতাল

জামায়াত-শিবির নিষিদ্ধ করা, ২৪ জন গণআদালতীর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার, গণআদালতের গণরায় কার্যকর ও দেশব্যাপী নির্মূল কমিটির নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা, গ্রেফতারসহ বিভিন্ন হয়রানি বন্ধের দাবিতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির আহ্বানে ৮ নভেম্বর ১৯৯২ ইং ঢাকা মহানগরীতে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়।

হরতালের সময় রাজধানীর তোপখানা রোড, গুলিস্তান, ফার্মগেইট, নিউমার্কেট শাহবাগ ও আসাদগেট এলাকাসহ বিভিন্ন এলাকায় ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, আওয়ামী লীগ পাঁচদল, জাসদ ইনু, মুক্তিযোদ্ধা ছাত্র কমান্ডসহ রাজনৈতক দল ও বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীরা মিছিল নিয়ে পিকেটিং করে। তবে এসব পিকেটিং মিছিলে সিপিবির কোনো পরিচিত নেতাকর্মীকে দেখা যায়নি।

হরতালের সময় পুলিশ প্রহরায় তিনটি ডাবল টেকারসহ বিআরটিসির কয়েকটি বাস শাহবাগ ডিপো থেকে ফার্মগেট দিয়ে প্রেসক্লাব পর্যন্ত চালাচল করেছে। প্রেসক্লাবের সামনে দিয়ে চলাচলের সময় পিকেটাররা দোতালা বাসের ওপর ইটপাটকেল ছুঁড়ে বাসের কাঁচ ভেঙে দেয়। হরতালের সময় বিভিন্ন উস্কানির মুখে পুলিশ সংযত থাকে। প্রেসক্লাবের সামনে সচিবালয়, তোপখানা পুলিশ বক্সের সামনে পিকেটাররা পুলিশের ওপর ঢিল ছুঁড়লেও পাল্টা হামলা করা থেকে পুলিশকে বিরত থাকতে দেখা গেছে। এই হরতালে ব্যতিক্রমধর্মী উদাহরণ হিসেবে পুলিশকে একেবারে নিরব থাকতে দেখা গেছে। পুলিশের ওপর আক্রমণ হলেও সংযত অবস্থান গ্রহণ করতে দেখা গেছে। এই হরতালে পাঁচটি বাস ভাঙচুর করা হয় এবং সংঘর্ষে একজন পুলিশসহ ১০ জন আহত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বাবরী মসজিদ ভাঙ্গার প্রতিবাদে হরতাল

ভারতের অযোধ্যায় ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদ ধ্বংসের প্রতিবাদে সারাদেশে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। উগ্র হিন্দুরা বাবরী মসজিদ ধ্বংস করায় ওলামা-মাসায়েখরা ৭ ডিসেম্বর ১৯৯২ ইং তারিখে সারাদেশে হরতাল পালনের আহ্বান জানান। এর আগে ঘাতক দালাল নিমূল কমিটি অধ্যাপক গোলাম আযমের বিরুদ্ধে দেয়া গণআদালতের রায় কার্যকর করার দাবিতে হরতাল কর্মসূচি দিয়েছিল, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তারা বাবরী মসজিদ ধ্বংসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর বিষয় যুক্ত করে।

৬ ডিসেম্বর হরতালকে সফল করার জন্য মিছিল বের করলে মিছিল চলাকালে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। বিক্ষুব্ধ জনতা পল্টনস্থ সিপিবি কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ, দৈনিক বাংলামোড়ে বেশকিছু গাড়ি ভাঙচুর, অফিস, রেস্টুরেন্ট এর কাঁচের জানালা ভাঙচুর ও ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। একশ্রেণীর লোক বিজয়নগরস্থ মরণচাঁদ মিষ্টান্নভাণ্ডার, বঙ্গবন্ধু এভিনিউস্থ সাধনা ঔষধালয়, ফকিরাপুলস্থ মরণচাঁদ মিষ্টারভাণ্ডার ও শান্তিনগরস্থ জলখাবার লুটপাট করে। হাটখোলা এবং ঢাকা কলেজের সামনের কয়েকটি দোকানেও লুটপাটের ঘটনা ঘটে। মতিঝিলস্থ শরিফ ম্যানসনে অবস্থিত ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন অফিসে একদল লোক অগ্নিসংযোগ করে। ভারতীয় কাউন্টারে কিছুলোক ঢুকে পড়ে বই-পত্র তছনছ করে এবং কিছু বই বাইরে এনে আগুন ধরিয়ে দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

ফজর নামাজের পর বিভিন্ন মসজিদ থেকে মুসল্লিরা ছোট ছোট মিছিল নিয়ে রাজপথে নেমে আসে। তারা মসজিদ ভাঙ্গার প্রতিবাদ জানিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগান দেয়। নগরীর পথে পথে স্লোগান ওঠে: "নারায়ে তকবির-আল্লাহু আকবর, বাবরী ভাঙলো কেনো ভারত সরকার জবাব চাই।" মিছিলে অনেক পবিত্র কলেমা লেখা সবুজ পতাকা বহন করা হয়।

মগবাজার, ইস্কাটন রোড এলাকায় জামায়াতে ইসলামী ও ঘাদানি কমিটির মধ্যে ৮ ঘন্টা ধরে সংঘর্ষ হয়। ফার্মগেইট এলাকায়ও যুব কমান্ড এবং ঘাদানি কমিটির মধ্যে দীর্ঘসময় ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া চলে। এখানে বেশকিছু ককটেল বিস্ফোরিত করে আতংক সৃষ্টি করা হয়। সবচেয়ে ব্যাপক সংঘর্ষ ঘটে ঢাকেশ্বরী মন্দির এলাকায়। এই সংঘর্ষে পুলিশ ও হরতালকারীরা সরাসরি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এই সংঘর্ষ লালবাগ এবং আজিমপুর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। এ এলাকায় ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, মিছিল, ইটপাটকেল নিক্ষেপ, টিয়ার গ্যাস ছোঁড়া ও গুলিবর্ষণের ফলে বিভীষিকাময় রণক্ষেত্রে পরিণত হয়।

কক্সবাজারে কয়েক হাজার উচ্ছৃঙ্খল পিকেটার কুতুবদিয়া দ্বীপের কতিপয় মন্দিরে দুই দফা হামলা করে। এ ঘটনায় ১৪টি বাড়ি লুট হয় এবং অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। পুলিশ ১২ রাউন্ড গুলিবর্ষণ করে। ওসিসহ আটজন পুলিশ ও শতাধিক জনতা আহত হয়। জামালপুরেও কয়েকটি মন্দির ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। হরতালকারীরা শনির আখড়া মন্দিরটি জ্বালিয়ে দেয় এবং বিভিন্ন জায়গায় ব্যাপক আহতের সংবাদ পাওয়া যায়। ঢাকেশ্বরী মন্দির এলাকায় ৭৭ জন আহত হয়। এ হরতালে একজন নিহত হয়। ভোলায় পাঁচটি মন্দির পুড়িয়ে দেয়া হয় এবং বেশকিছু বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। ১৯৯২ ইং সালের হরতালের মধ্যে এ হরতালে জামালপুর, ভোলায় কারফিউ জারি করা হয়। চট্টগ্রামে সন্ধ্যা ৬টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত মিছিল-মিটিং নিষিদ্ধ হয় এবং সিলেটে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

মিরপুর উপনির্বাচনের ফলাফল ঘোষণায় কারচুপির প্রতিবাদে হরতাল

মিরপুর উপনির্বাচনে ফলাফল ঘোষণাতে কারচুপির অভিযোগ এনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঢাকা শহরে ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩ ইং শনিবার অর্ধদিবস হরতাল আহ্বান করে।

হরতাল চলাকালে দুপুর পৌনে বারোটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্রলীগের একটি মিছিল পল্টনের ভেতর দিয়ে হাউজবিল্ডিং ফিন্যান্স কর্পোরেশন এলাকা অতিক্রম করে জিপিও এর পূর্বপাশ দিয়ে জিরো পয়েন্টের কাছে পৌঁছলে পুলিশ-বেস্টনী ভাঙ্গার চেষ্টাকালে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। সকাল হতে ৩ ঘণ্টা ধরে এই সংঘর্ষ চলে। পরে অন্যান্য জায়গার পিকেটাররাও এই সংঘর্ষে এসে যোগ দেয়। পুলিশের লাঠিচার্জে বেশ কয়েকজন আহত হয়। আহতের মধ্যে আটকজনকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হরতালকারীরা মিরপুরে চীনা দূতাবাসের একটি গাড়ি ভাঙচুর করে। পুলিশ হরতাল চলাকালে আটজনকে গ্রেফতার করে। এ হরতালে পুলিশের লাঠির আঘাতে আওয়ামী লীগ নেতা মোহাম্মদ নাসিম আহত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

মিরপুর উপনির্বাচনে কারচুপির অভিযোগে দ্বিতীয় হরতাল

মিরপুর উপনির্বাচনে কারচুপি, ভোট ডাকাতি, মিডিয়া ও সন্ত্রাসের অভিযোগ এনে এর প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩ ইং বুধবার সকাল ৬টা থেকে ২টা পর্যন্ত সারাদেশে হরতাল আহ্বান করে। ৯ ফেব্রুয়ারি সংসদে মিরপুর উপনির্বাচনে কারচুপি এবং নাসিমের ওপর হামলার বিষয়টি নিয়ে সংসদে তুমুল হই চই হয়। এসব বিষয়ে সংসদে আলোচনার নিয়ম প্রণালী স্থির করার জন্য ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩ ইং তারিখ বিকাল ৩টায় জাতীয় সংসদের কার্যউপদেষ্টা কমিটির বৈঠক আহ্বান করে।

সকাল সাড়ে ৭ টায় ফুলবাড়িয়ার টার্মিনাল হতে দুটি মিনিবাস ছেড়ে গোলাপশাহ মাজারের কাছে এসে হরতাল বিরোধী সশস্ত্র যুবকরা নেমেই হরতালকারীদের ওপর হামলা করলে তুমুল সংঘর্ষ বেঁধে যায়। পরে আরো কয়েকটি মিনিবাস, মাইক্রো এবং একটি অ্যাম্বুলেন্সে করে লোক এসে হরতাল বিরোধীদের সঙ্গে যোগ দেয়। উভয়পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে একজন নিহত হয় এবং ব্যাপক গুলিবর্ষণ ও বোমাবাজির ঘটনা ঘটে। এতে প্রায় শতাধিক ব্যক্তি আহত হয়। গুলিবিদ্ধদের তাৎক্ষণিকভাবে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পুলিশের পিকআপ ভ্যানের চাকায় পিষ্ট হয়ে এক তরুণ মারা যায়। পরে আওয়ামী লীগ অফিসের কাছে অসংখ্য আওয়ামী লীগ কর্মী জড়ো হয়। আবার সংঘর্ষ বাঁধার আশঙ্কা করলে পুলিশ পাঁচ রাউন্ড টিয়ার গ্যাস ছোঁড়ে এবং লাঠিচার্জ করে আওয়ামী লীগ কর্মীদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

পুলিশের প্রহরায় বিআরটিসির বাস চলাচল করে। কিন্তু রিকশা চলাচল স্বাভাবিক ছিল। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বিকালে শ্রমিকদের সমাবেশে ঘন ঘন হরতাল ও অবরোধ কর্মসূচি প্রত্যাহার করার আহ্বান জানান।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যাপক গোলাম আযমের বিচারের দাবিতে হরতাল

সভা সমাবেশের ওপর সরকারের হস্তক্ষেপ, হামলা, যুদ্ধাপরাধী হিসেবে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে অধ্যাপক গোলাম আযমের বিচার, জামায়াত-শিবির, ফ্রিডম পার্টির রাজনীতি নিষিদ্ধ করা এবং নির্মূল কমিটির ২৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে ১৩ মে ১৯৯৩ ইং বৃহস্পতিবার আওয়ামী লীগ ও ১৪ দল সারা দেশব্যাপী সকাল ৬টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত এ হরতাল আহ্বান করে।

এ হরতালে বিআরটিসির বাস পুলিশ প্রহরায় চলাচল করে এবং সরকারি কর্মচারীদের আনা নেয়ার জন্য সরকারি বাস চলাচল করে। আর সাধারণ যানবাহন চলাচল বন্ধ ছিল। ১৩ মে হরতালকে কেন্দ্র করে পুলিশ ঢাকা শহর থেকে ২৯০ জন টোকাইকে গ্রেফতার করে। আর তেমন গ্রেফতারের ঘটনা ঘটেনি।

এ হরতালে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো হরতালকারীরা শিক্ষা ভবনের ভেতরে পার্ক করা গাড়ি ভাঙচুর করে। আজকের হরতালে বিভিন্ন জায়গায় ১০-১৫টি বোমা বিস্ফোরিত হয় এবং ২০ জন লোক আহত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের প্রতিবাদে হরতাল

দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের প্রতিবাদে আওয়ামী লীগসহ ১৫টি রাজনৈতিক দল এবং পৃথকভাবে জাতীয় পার্টির আহ্বানে রাজধানীসহ সারাদেশে ১৯ জুলাই ১৯৯৩ সোমবার অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। হরতাল চলাকালে মহানগরীর দোকানপাট বন্ধ থাকে । অফিস-আদালতে উপস্থিতি কম পরিলক্ষিত হয়। কিছু রিকশা চলাচল ছাড়া অন্যান্য যানবাহন চলাচল করেনি। সকালে ফার্মগেইট এলাকায় বিআরটিসির বাস ভাঙচুর করার পর আর কোনো বিআরটিসির বাস রাস্তায় দেখা যায়নি। ব্যাংকসমূহে লেনদেন হয়নি। বোমায় আহত ২৩ জনকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। রাস্তায় পিকেটিং এর তেমন তীব্রতা দেখা যায়নি। সকাল সাড়ে ৭টায় মগবাজারে হরতালকারীরা একটি গাড়িতে আগুন দেয় এবং দুইটি গাড়ি ভাঙচুর করে। পরে হরতালকারীরা আরো একটি ট্রাক ও পাঁচটি মিনিবাস ভাঙচুর করে। রাজধানী থেকে পুলিশ এ হরতালে ৪৪০ জন টোকাই গ্রেফতার করে। পুলিশ জানায়, হরতালে কোনো রকম বিশৃংখলা ঘটাতে না পারে, সেজন্য টোকাইদের গ্রেফতার করা হয়। হরতাল চলাচালে দ্রুতগামী মিনিবাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে দুইজন মারা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

১৫ আগস্টকে শোক দিবস ঘোষণার দাবিতে হরতাল

১৫ আগস্টকে জাতীয় শোক দিবস হিসেবে ঘোষণা ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল, রেডিও ও টিভিতে শেখ মুজিবের কর্মময় ভাষণের ওপর অনুষ্ঠান প্রচার, সরকারের দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ ১৫ আগস্ট ১৯৯৩ ইং রবিবার সারাদেশে অর্ধদিবস হরতাল আহ্বান করে। এদিকে এনডিএ সমর্থক ফারাক্কা প্রতিরোধ আন্দোলন ফারাক্কা সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বিষয়টি আন্তর্জাতিক ফোরামে উত্থাপনের দাবিতে অর্ধদিবস হরতাল আহ্বান করে।

আওয়ামী লীগ প্রতি বছর ১৫ আগস্ট রুটিনমাফিক হরতাল আহ্বানের ধারাবাহিকতায় এবারও হরতাল আহ্বান করে। হরতাল চলাকালে মতিঝিল এলাকা থেকে ১৭ জনকে গ্রেফতার করে। তাছাড়া বিভিন্ন জায়গায় বোমা বিস্ফোরিত হয় এবং ট্রেন চলাচলে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে স্টেশনে ট্রেন আটকা পড়ে থাকে। আওয়ামী লীগের পূর্বনির্ধারিত সমাবেশকে কেন্দ্র করে কড়া পুলিশী নিরাপত্তা ব্যবস্থার কারণে দৈনিক বাংলার মোড় ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে কোনো সমাবেশ হতে পারেনি। তবে আওয়ামী যুবলীগ ও আওয়ামী লীগ সমর্থিত কয়েকটি সংগঠনের কয়েক হাজার কর্মীর পুলিশের প্রতি ঢালাওভাবে বোমা হামলা, ইটপাটকেল নিক্ষেপ, ফাঁকা গুলিবর্ষণ, ব্যারিকেড ভাঙ্গার চেষ্টা করে এবং এর বিপরীতে পুলিশের কাঁদানো গ্যাস নিক্ষেপ, লাঠিচার্জের ফলে বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, গুলিস্তান, জিপিও চত্বর, বায়তুল মোকাররম ও মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা শিল্প ভবনের সামনের রাস্তায় বিভীষিকাময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। মুহূর্তে রাস্তাঘাট ফাঁকা হয়ে যায়। সাধারণ মানুষ ভয়ে দৌড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের উদ্দেশে পালিয়ে যায়। বোমার শব্দে গোটা এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। কাঁদানে গ্যাসের ঝাঁঝে পুলিশের ওপর হামলাকারীরা এবং সাধারণ মানুষ চোখে সরষের ফুল দেখে।

Dhaka University Institutional Repository

ইনডেমনিটি বিল বাতিলের দাবিতে দ্বিতীয় হরতাল

ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল, সন্ত্রাস বন্ধ, দুর্নীতিবাজ মন্ত্রীদের অপসারণ, সংসদে চারদফা চুক্তি বাস্তবায়ন, অধ্যাপক গোলাম আযমের বিচার ও জামায়াত শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবিতে আওয়ামী লীগ ১০ অক্টোবর ১৯৯৩ ইং দেশব্যাপী অর্ধদিবস হরতালের ডাক দেয়। জাতীয় পার্টিও এরশাদের মুক্তি, উপজেলা পুনর্বহালের দমন ও পীড়নের প্রতিবাদে একই সময়ে হরতাল আহ্বান করে।

জিরো পয়েন্টের কাছে আওয়ামী লীগের সমর্থনে টোকাইদের একটি মিছিল তোপখানা সড়কের দিকে আসার চেষ্টা করলে পুলিশ বাঁধা দেয়। ফলে টোকাইরা দীর্ঘক্ষণ পুলিশের ওপর ইটপাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকে। এক পর্যায়ে হরতালকারীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপ করলে দুইজন পুলিশ আহত হয়।

সকাল সাড়ে ৫ টায় যাত্রাবাড়ী এলাকায় হরতালের সমর্থনকারীদের একটি মিছিল রাস্তায় ব্যারিকেড দিয়ে চলাচলকারী যানবাহনে হামলা চালায়। বিভিন্ন স্থান থেকে ছেড়ে আসা নৈশকোচ সায়েদাবাদ টার্মিনালে প্রবেশ করার পূর্বে হামলার স্বীকার হয়। হরতালকারীরা ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে বাসের দরজা-জানালার গ্লাস ভেঙ্গে ফেলে। পুলিশ ৩০ রাউন্ড কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে পিকেটারদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

দুপুর সাড়ে ১২টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে থেকে জাতীয় পার্টির মিছিল বের হয়ে পল্টন মোড়ের দিকে যায়। পল্টন মোড়ে মিছিল পৌছার সঙ্গে সঙ্গে টহল পুলিশ মিছিলের ওপর লাঠিচার্জ করে ও কয়েক রাউন্ড কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করলে মিছিল ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। হরতাল চলাকালে

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় পার্টির যুগ্ম মহাসচিব জনাব মনিরুল হক চৌধুরীর ওপর একটি রাজনৈতিক দলের লোকজন হামলা চালালে তিনি গুরুতর আহত হন। এর প্রতিক্রিয়ায় স্থানীয় লোকজন কুমিল্লায়, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিশ্বরোড অবরোধ করে। কুমিল্লার স্থানীয় লোকজন যে প্রতিরোধ গড়ে তোলে তা কুমিল্লা থেকে চৌদ্দগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। খুলনায় ডুমুরিয়ায় হরতালের সময় বিএনপি কর্মীরা ডুমুরিয়া থানা জাতীয় পার্টির কার্যালয় পুড়িয়ে দেয়। জনতা দল সরকারের অব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের প্রতিবাদে একই সময়ে হরতাল আহ্বান করে। আর প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী দল ফারাক্কা সমস্যা সমাধানের জন্য একই সময়ে হরতাল আহ্বান করে।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষকদের চারদফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ঢাকায় অর্ধদিবস হরতাল

শিক্ষক-কর্মচারীদের চারদফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সংগ্রাম লিয়াজোঁ কমিটি ১৪ জুন ১৯৯৪ ইং রাজধানী ঢাকায় সকাল ৬টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত অর্ধদিবস হরতালের ডাক দেয়। আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট ও জাগপাসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এই হরতালের প্রতি তাদের সমর্থন ব্যক্ত করে। হরতাল শেষে বিকেল ৩টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে ধর্মঘটী শিক্ষকদের মহাসমাবেশ থেকে আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

কেন্দ্রীয় শিক্ষক সংগ্রাম লিয়াজোঁ কমিটি আমরণ অনসন কর্মসূচির ঘোষণা করে প্রতি জেলা থেকে কমপক্ষে পাঁচজন শিক্ষক এই অনশনে অংশ নেবেন। সে সঙ্গে সহাঅবস্থান এবং ধর্মঘটও অব্যাহত থাকবে।

রাস্তার বিভিন্ন মোড়ে মোড়ে শিক্ষকরা পিকেটিং করে দু-চারটি রিকশা ভাঙচুর করে। ১২টার দিকে বিভিন্ন এলাকায় যানবাহন চলাচল শুরু করে। সায়েদাবাদ থেকে দূরপাল্লার বাস চলাচল শুরু করলে শিক্ষকগণ বাঁধা দেন। এতে শিক্ষকদের সঙ্গে শ্রমিকদের সংঘর্ষ বাধলে দুইজন শিক্ষক আহত হয়। অফিস-আদালত, মিল-কারখানা ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন হরতালের ন্যায় বন্ধ ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মদ্রোহীতার শাস্তি ও ব্লাসফেমী আইন প্রণয়নের দাবিতে হরতাল

বিতর্কিত লেখিকা তসলিমা নাসরিনের ফাঁসিসহ নাস্তিক মুরতাদদের বিচার, এনজিওদের অপতৎপরতা প্রতিরোধ, কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা ও ব্লাসদেমী আইন প্রণয়নের দাবিতে এনজিওদের অপতৎপরতা ও নাস্তিক প্রতিরোধ আন্দোলন, জামায়াত ইসলামীসহ কয়েকটি ইসলামপন্থী সংগঠন ৩০ জুন ১৯৯৪ ইং সারাদেশে সকাল-সন্ধ্যা হরতালের ডাক দেয়।

দুই প্রতিপক্ষ আহূত সকাল-সন্ধ্যা হরতালে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থান অচল হয়ে পড়ে। কিশোরগঞ্জে পুলিশের গুলিতে একজন নিহত এবং বিছিন্ন সংঘর্ষে দেশের বিভিন্ন স্থানে আহত হয় তিনশতের বেশি। ঢাকায় আহতের সংখ্যা হবে ১৭ জন পুলিশসহ শতাধিক। আহতদের মধ্যে উভয় গ্রুপের কর্মী রয়েছে। পুলিশ ঢাকায় ১৪ জনকে গ্রেফতার করে। জানা যায়, কিশোরগঞ্জে চার, বরিশাল, বরগুনা, পটুয়াখালীতে ২৪, রামগঞ্জে তিন, নরসিংদীতে ২৫, হাটহাজারীতে ২০, কুমিল্লায় ৩০, বগুড়ায় ১৯, সিরাজগঞ্জে ১৫, বান্দরবানে ৩০, যশোরে ২০, মানিকগঞ্জে ছয় এবং নারায়ণগঞ্জে ৩০ জন আহত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

চট্টগ্রামে চারজন নিহত হওয়ার প্রতিবাদে হরতাল

চট্টগ্রামে চারজন নিহত হওয়ার প্রতিবাদে জামায়াতে ইসলামী ও ছাত্রশিবির এবং ছাত্রঐক্য পৃথক পৃথকভাবে ২৮ জুলাই ১৯৯৪ ইং চট্টগ্রামে অর্ধদিবস হরতাল আহ্বান করে। হরতাল সফল করার জন্য ছাত্রঐক্য ২৭ জুলাই মিছিল বের করলে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁধে, সংঘর্ষের জের ধরে ছাত্রঐক্য ১০/১২টি গাড়ি ভাঙচুর করে। সংঘর্ষে আহত হয় ৩৫ জন এবং পুলিশ ৩১ জনকে গ্রেফতার করে।

চট্টগ্রামে হরতাল চলাকালে সবকিছু বন্ধ ছিল। জামায়াতে ইসলামী এবং ছাত্রশিবির মিছিল ও সমাবেশ করে। ছাত্রঐক্যও মিছিল ও সমাবেশ করে। চট্টগ্রামে হরতাল চলাকালে ব্যাপক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এ সংঘর্ষে মোট ছয়জন মৃত্যুবরণ করে। এ ঘটনায় শহরে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছিল। মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়।।

Dhaka University Institutional Repository

চট্টগ্রামে হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সারাদেশে হরতাল

চট্টগ্রামে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ৩০ জুলাই ১৯৯৪ ইং সারাদেশে আওয়ামী লীগ সকাল ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত অর্ধদিবস এবং সাম্প্রদায়িতকা বিরোধী ছাত্রসমাজ সকাল-সন্ধ্যা হরতাল আহ্বান করে।

৩০ জুলাই হরতাল সফল করার জন্য মিছিল বের করে। সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ছাত্রসমাজ কয়েকটি গাড়ি ভাঙচুরের চেষ্টা করলে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁধে। সংঘর্ষ ও বোমা হামলায় একজন পুলিশ এবং অধ্যাপকসহ অর্ধশতাধিক আহত হয়।

হরতাল খুব কড়াভাবে পালিত হয় এবং বেশকিছু স্থানে গোলযোগের ঘটনা ঘটে। বিকালে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সমাবেশে বোমা বিস্ফোরিত হলে পাঁচজন আহত হয়। এ ঘটনায় পুরানা পল্টনে অবস্থিত জাগপা, এনডিএ এবং ইসলামী শাসনতন্ত্র অফিসে হামলা ও ভাংচুরের ঘটনা ঘটে। একটি মিছিল বাংলা একাডেমীর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বাংলা একাডেমী এলাকায় ভাঙচুর করে। হরতালে জনজীবন একেবারে অচল হয়ে পড়ে।

Dhaka University Institutional Repository

১৫ আগস্টকে শোকদিবস ঘোষণার দাবিতে ১৯৯৪ সালে হরতাল

১৫ আগস্ট সরকারি ছুটি ঘোষণা, ইনডেমনিটি আইন বাতিল, রেডিও-টিভিতে বঙ্গবন্ধুর কর্মময় জীবনের ওপর ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চসহ ঐতিহাসিক ভাষণসমূহ প্রচার এবং বিএনপি সরকারের পদত্যাগ ও নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দাবিতে ১৫ আগস্ট ১৯৯৪ ইং সকাল ৬টা থেকে ১২টা পর্যন্ত দেশব্যাপী আওয়ামী লীগ হরতালের আহ্বান করে।

হরতাল চলাকালে তেজতুরী বাজারে পিকেটাররা একটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে হামলা চালায়। নোয়াখালীতে ছাত্রদল বনাম ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের মধ্যে এক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে প্রায় ২৫ জন আহত হয়। পিকেটাররা একটি ইলেকট্রিক দোকান ভাঙচুর করে। তবে এ হরতালে তুলনামূলকভাবে কম গোলযোগ হয়েছে। শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল পালিত হয়েছে বলা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় পার্টির সমাবেশে পুলিশের লাঠিচার্জের প্রতিবাদে হরতাল

জাতীয় পার্টির সমাবেশে পুলিশের বাঁধাদান, লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপের প্রতিবাদে জাতীয় পার্টি ২৫ আগস্ট ১৯৯৪ ইং সালে ঢাকায় সকাল ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত অর্ধদিবস হরতাল আহ্বান করে।

হরতাল চলাকালে সকাল ১০টায় ডেমরার কিছু টোকাই ও পিকেটাররা কয়েকটি বাস ভাঙচুর করে। এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে পুলিশ ১৬ জনকে গ্রেফতার করে। শ্যামলীতেও পিকেটাররা দুটি বাস ভাঙচুর করে। সূত্রাপুরে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি মাইক্রোবাস ভাঙচুর করে এবং টংগী ডাইভারশন রোডে প্রাইভেটকার ভাঙচুর করে। সেখান থেকে পুলিশ দুইজনকে গ্রেফতার করে। তবে এ হরতালে অন্যান্য হরতালের তুলনায় যানবাহন বেশি চলাচল করে ।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৫ ইং সালে হরতাল

উদাহরনস্বরুপ ১৯৯৫ ইং সালের হরতালের একটি ছক দেয়া হল-

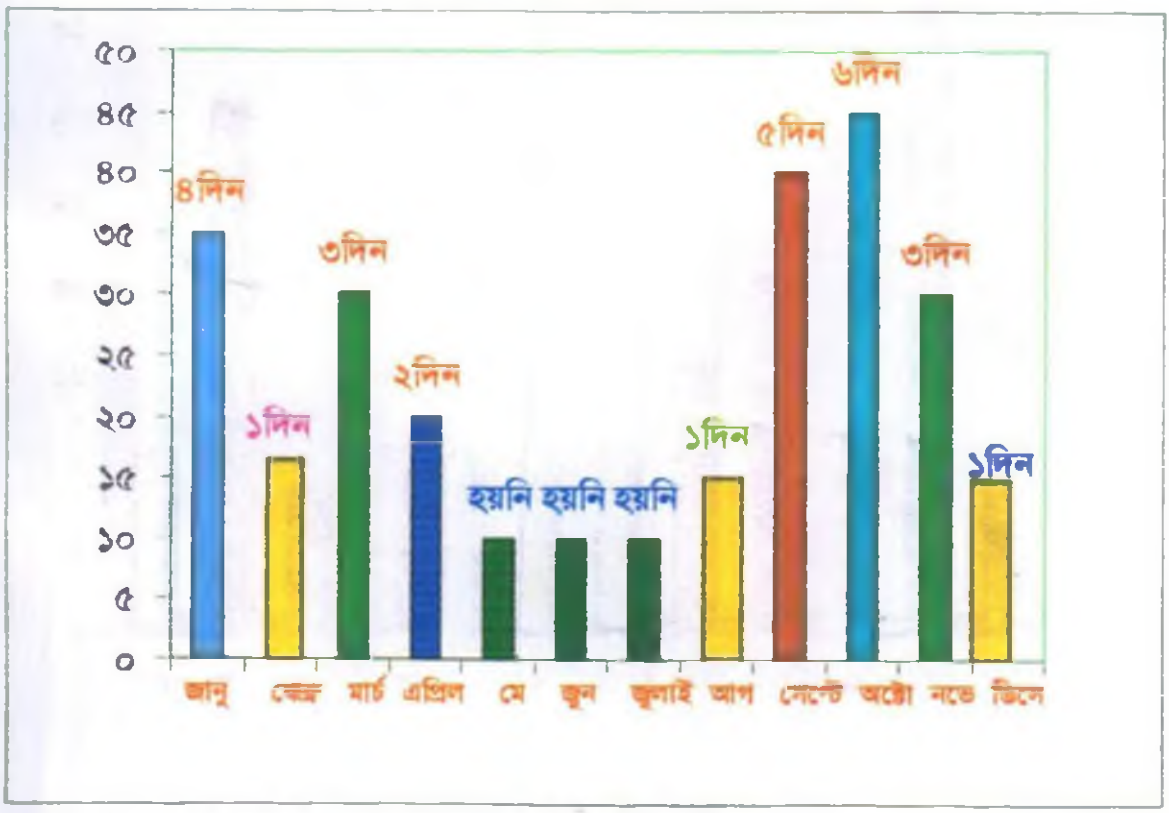

১৯৯৫ ইং সালে মোট ২৬ দিন হরতাল হয়।

Dhaka University Institutional Repository

দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির প্রতিবাদে হরতাল

নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির প্রতিবাদে ২৪ জানুয়ারি ১৯৯৫ ইং মঙ্গলবার ঢাকায় অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। আওয়ামী লীগ জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় পার্টি ও জাসদ (রব) পৃথক পৃথকভাবে এ হরতাল আহ্বান করে। ১৯৯৫ ইং সালের এটিই প্রথম হরতাল আহ্বান। হরতাল চলাকালে তেজগাঁও আওলাদ হোসেন মার্কেটের সামনে পিকেটাররা প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার গাড়ি বহর লক্ষ্য করে পরপর দুটি বোমা নিক্ষেপ করেন। বোমা দুটি বিস্ফোরিত হয়। এর আগে সকাল সাড়ে ১০টায় প্রায় একই স্থানে আওয়ামী লীগের কৃষি সম্পাদিকা বেগম মতিয়া চৌধুরী ও অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুনসহ সংঘর্ষে ১০ জন আহত হয়। পুলিশ তেজগাঁও এলাকা থেকে ৫০ জনকে গ্রেফতার করে এবং মতিয়া চৌধুরীকে গ্রেফতার না করলেও গ্রেফতারকৃতদের সঙ্গে কারাগারে যান।

হরতাল পরবর্তী সমাবেশে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের ঢাকা মহানগরী আমীর এটিএম আজহারুল ইসলাম বলেন, 'বিএনপি এখন চোর, ডাকাত, খুনি সন্ত্রাস-মাস্তানদের নিরাপদ আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়েছে।' তিনি আরো বলেন, "এ সরকারের আমলে প্রশাসনসহ সর্বস্তরে দুর্নীতির বিস্তার ঘটেছে। তাই এ সরকারের মুখে দুর্নীতির বিরুদ্ধে বক্তৃতা শোভা পায় না।"

বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ, মিছিল-সমাবেশ ও বোমাবাজির মধ্য দিয়ে এ হরতালের সমাপ্তি হয়।

Dhaka University Institutional Repository

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে হরতাল

মিছিল-মিটিং, পিকেটিং ও বিক্ষিপ্ত বোমাবাজির মধ্য দিয়ে ২৫ জানুয়ারি ১৯৯৫ ইং বুধবার রাজধানীসহ দেশের অধিকাংশ স্থানে পূর্ণদিবস হরতাল পালিত হয়। সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে অবিলম্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দেয়ার দাবিতে আওয়ামী লীগ, জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় পার্টি এ হরতাল আহ্বান করে। হরতাল চলাকালে পূর্বের হরতালের তুলনায় ২৫ জানুয়ারি পিকেটারের সংখ্যা ছিল বেশি। রাজপথে রিকশা চলাচল করেছে। কিন্তু অন্য কোনো যন্ত্রচালিত যানবাহন দেখা যায়নি। বোমাবাজি ও ভাঙচুরের অভিযোগে পুলিশ নগরীর বিভিন্ন স্থান হতে আটজনকে গ্রেফতার করে।

হরতাল চলাকালে টংগীতে আওয়ামী লীগ ও জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের মধ্যে সংঘর্ষে প্রায় ১০ জন আহত হয়। গাইবান্ধায় হরতাল সমর্থকগণ জেলা দুর্নীতি দমন অফিস ও প্রধান ডাকঘর ভাঙচুর করে। খুলনায় হরতাল সমর্থকদের একটি মিছিল খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়িসহ তিনটি গাড়ি ভাঙচুর করে।

হরতালে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়, যমুনা এক্সপ্রেস মহাখালী স্টেশনে, একতা এক্সপ্রেস ময়মনসিংহের আঠারোবাড়িতে, উত্তরবঙ্গ মেইল ইসলামপুর বাজারে, ফাতেমানগরে মহুয়া এক্সপ্রেস এমনিভাবে তিস্তা এক্সপ্রেস, পদ্মা এক্সপ্রেস বিভিন্ন রেল স্টেশনে পিকেটাররা আটকে দেয়।

মিডিয়া সিন্ডিকেট জানায়, 'মহানগরীর জোড়া গেট এলাকায় রিকশা ও মোটরসাইকেল দশ টাকা, বাইসাইকেল এক টাকা, বড় যানবাহন ২০ থেকে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে পার পেতে হয়েছে আওয়ামী লীগ পিকেটরদের হাত থেকে। টাকা না দিতে চাইলে গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে।'

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী ছাত্রশিবিরের আহ্বানে তিনজন নেতার হত্যার প্রতিবাদে হরতাল

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনজন শিবির নেতার হত্যার প্রতিবাদে ২০ জুন ১৯৯৫ ইং ডিসেম্বর ইসলামী ছাত্রশিবিরের আহ্বানে ছয়টি বিভাগীয় শহর ও ময়মনসিংহ সদরে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। হরতাল চলাকালে পল্টন মোড়ে হরতাল বিরোধী মুক্তিযোদ্ধা ছাত্রকমান্ড ও কেন্দ্রীয় গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্যের কর্মীদের সঙ্গে শিবির কর্মীদের দুইদফা সংঘর্ষে পল্টন এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ এখানে ২৩ রাউন্ড টিয়ার গ্যাস এবং কয়েক রাউন্ড গুলিবর্ষণ করে। এ স্থান হতে পুলিশ ১৫ জন শিবির কর্মীকে গ্রেফতার করে এবং ঢাকা মহানগরী থেকে ৩৫ জন শিবির কর্মীকে গ্রেফতার করে। সংঘর্ষ ও বোমাবাজিতে ৩৫ জন আহত হয়। পুলিশ জিরো পয়েন্ট, মুক্তাঙ্গন এবং কার্মগেইট এলাকায় পিকেটারদের ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে ব্যাপক লাঠিচার্জ করে।

হরতাল চলাকালে রাজধানীতে দোকানপাট বন্ধ ছিল। প্রাইভেট কার, বাস ও মিনিবাস চলাচল করেনি। বাইতুল মোকাররমের উত্তর গেইট হতে ইসলামী ছাত্রশিবিরের একটি মিছিল প্রেসক্লাবের অভিমুখে আসার চেষ্টা করলে উত্তেজনা দেখা দেয়। ছাত্রঐক্য ও ছাত্রকমান্ডের কর্মীরা সম্মিলিতভাবে শিবির কর্মীদের ওপর হামলা করে। শুরু হয়ে যায় দুইদলের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও হাত বোমার বিস্ফোরণ। মাত্র ১০ মিনিটের ব্যবধানে এ এলাকায় শতাধিক বোমা বিস্ফোরিত হয়। পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়ে দুই দলের মধ্যখানে অবস্থান নেয়।

Dhaka University Institutional Repository

এরশাদের মুক্তির দাবিতে হরতাল

মঞ্জুর হত্যা মামলায় ষড়যন্ত্রমূলকভাবে এরশাদকে জড়ানোর প্রতিবাদে ও এরশাদের মুক্তির দাবিতে জাতীয় পার্টি হরতালের ডাক দেয়। হরতাল চলাকালে পুলিশ ও পিকেটারের সঙ্গে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষে ৩৫ জন আহত হয়। ব্যাপক বোমাবাজি, যানবাহন ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও গ্রেফতারের মধ্যদিয়ে হরতালের নির্ধারিত ৮ ঘণ্টা অতিবাহিত হয়। কমপক্ষে ৫টি যানবাহন ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। রাজধানীর সঙ্গে সারা দেশের সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকে। হরতাল চলাকালে রাজধানীর ১৫টি থানা এলাকা থেকে ১৫৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়।

ভোরে হরতালের সমর্থনে পিকেটিং শুরু হলে পুলিশ বাঁধা প্রদান করে। পুলিশের বাঁধাদানের ফলে পুলিশও পিকেটারের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া চলে। বিক্ষিপ্তভাবে রাজধানীর প্রায় সর্বত্র বোমাবাজি, ইট-পাটকেল নিক্ষেপ ও পুলিশের অ্যাকশন দুপুর ১২টা পর্যন্ত চলে। অন্যান্য দিনের হরতালের তুলনায় পুলিশ অনেক বেশি তৎপর ছিল। প্রতিটি ওয়ার্ড ও মহল্লায় খণ্ড মিছিল বের হওয়া মাত্র ত্বরিতগতিতে পুলিশ ছুটে গিয়ে লাঠিচার্জ শুরু করে। অনেক জায়গায় পুলিশ নির্দয়ভাবে জাতীয় পার্টির কর্মীদের ওপর লাঠিচার্জ করে।

জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য সাবেক ফার্স্ট লেডি রওশন এরশাদ বলেন, '১৪ বছর পূর্বে মঞ্জু হত্যা মামলায় ষড়যন্ত্রমূলকভাবে সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মোহম্মদ এরশাদকে জড়িত করার প্রতিবাদের আহূত হরতালকে সফল করার জন্য ঢাকাবাসী আমাদেরকে কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন।' তিনি আরো বলেন, "আমার স্বামী আজ প্রতিহিংসা ও ষড়যন্ত্রের শিকার।" ২৬ জুনের হরতাল ছিল দীর্ঘদিন পরে জাতীয় পার্টির ডাকা হরতাল।

Dhaka University Institutional Repository

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে ২ সেপ্টেম্বর হরতাল

নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে আওয়ামী লীগ, জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় পার্টির ডাকে আহূত ২ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ ইং ৩২ ঘন্টার সর্বাত্মক হরতালের প্রথমদিনে রাজধানীতে সামান্য কিছু রিকশা ছাড়া রাজপথে অন্য কোনো যান মোটেও চলাচল করেনি। যানবাহন শূন্য রাজপথে আওয়ামী লীগ, জামায়াতে ইসলামী এবং জাতীয় পার্টির কর্মী ও সমর্থকরা ব্যাপকসংখ্যক মিছিল, সমাবেশ ও পিকেটিং-এ নেমে আসে। অজস্র সমাবেশে ও মিছিলে সরকারের পদত্যাগের দাবি জানানো হয়। হরতালে দিবাভাগে রাজধানীতে বিভিন্ন ঘটনায় নয়জন গ্রেফতার হয়। আহতের সংখ্যা অর্ধশতাধিক।

হরতালে ট্রেন চলাচল মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। সকালে পূর্বাঞ্চলে উপর্যুপরি ১০টি ট্রেন আটকা পড়ে। টংগীতে ট্রেনের চালককে পিকেটাররা তুলে নিয়ে যায়।

সংবাদপত্রের কিছু যানবাহন পিকেটারদের হাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রাজধানীতে ৬টি গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। গাজীপুরে স্ট্যান্ডার সিরামিক নামের একটি কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের ওপর পিকেটারদের হামলায় আহত হয় ১২ জন। সন্ধ্যার পর আর্মড পুলিশের গাড়িতে ইটপাটকেল বর্ষণের ঘটনায় পুলিশ আহত হয়।

দ্বিতীয় দিন: হরতালের দ্বিতীয় দিনে মিরপুর ১০ নম্বর হতে ১ নম্বর সেকশনের মধ্যে সমস্ত এলাকা জুড়ে সংঘর্ষে আবদুর রহিম নামে একজন গুলিতে প্রাণ হারায়। মিরপুরের ঘটনায় ১১ জন এবং সারাদেশে ১১০ জন আহত হয়। মিরপুরে একজন নিহত হওয়ার প্রতিবাদে আবার মিরপুরে অর্ধদিবস হরতাল আহ্বান করা হয়। বঙ্গবন্ধু এভিনিউর এক বিরাট সভা হতে শেখ হাসিনা মিরপুরের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানায় এবং তিনি বলেন 'যুক্তির কাছে হার মেনে তারা হত্যা ও নির্যাতনের পথে ক্ষমতায় থাকতে চায়।'

Dhaka University Institutional Repository

মিরপুরে হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ৬ সেপ্টেম্বরের হরতাল

৩২ ঘন্টা হরতাল চলাকালে রাজধানীর মিরপুর হত্যাকাণ্ড এবং সংসদ অধিবেশন ডাকার প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ, জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় পার্টির আহ্বানে ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ ইং বুধবার রাজধানী ঢাকা মহানগরীতে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। হরতাল চলাকালে কোনো যান্ত্রিক যানবাহন চলাচল করেনি। এমনকি বিকালের আগ পর্যন্ত রাজধানীর পথে রিকশাও বের হয়নি। খুব কড়াভাবে হরতাল পালিত হয়েছে। দোকানপাট বন্ধ ছিল। আদালতে উপস্থিতি ছিল কম। সকল ব্যাংকের সম্মুখে দরজা বন্ধ ছিল। হরতালের সময় নগরীর বিভিন্ন সড়ক ও মহল্লায় খণ্ড খণ্ড বিক্ষোভ মিছিল বের হয়।

জাতীয় পার্টির একটি মিছিল আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর নেতৃত্বে মিরপুর সড়কে এসে পড়লে পুলিশ চারদিক থেকে এসে মিছিলে লাঠিচার্জ করতে থাকলে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া শুরু হয়। এতে বেশকিছু জাতীয় পার্টির কর্মী আহত হয়। মেডিক্যাল রিপোর্টে জানা গেছে, ১৯ জনকে মেডিক্যালে ভর্তি করা হয়েছে। আওয়ামী লীগেরও একটি মিছিল মিরপুর রোডে ঢুকতে চেষ্টা করলে পুলিশী বাঁধায় থেমে যায়। বাইতুল মোকাররমের উত্তর গেটে জামায়াতের উদ্যোগে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী জোরালো বক্তব্য রাখেন।

হরতাল শেষে সন্ধ্যায় এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ হাসিনা সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে সরকার প্রধান করে ৯০ দিনের মধ্যে অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের রূপরেখা প্রদান করেন।

Dhaka University Institutional Repository

সরকারের পদত্যাগ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে ৭২ ঘন্টার হরতাল

বিএনপি সরকারের পদত্যাগ এবং প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করে অবিলম্বে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবিতে আওয়ামী লীগ, জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় পার্টি একযোগে ১৬, ১৭ ও ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ ইং সারাদেশে ৭২ ঘন্টা হরতাল আহ্বান করে।

হরতালের প্রথম দিন : প্রথমদিনের হবতালে রাজধানীর স্বাভাবিক জীবনযাত্রার মান চরমভাবে ব্যাহত হয়। রাজধানীতে জনপরিবহন ও ব্যক্তিগত যানবাহন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। রিকশাও তেমন চলাচল করেনি। নিথর নিস্তব্ধ জনশূন্য, যানশূন্য রাজধানীতে পিকেটিং ও বিক্ষোভ মিছিল ছাড়া কোনো প্রাণস্পন্দন ছিল না। তিনদিনের টানা এ হরতালের সঙ্গে একদিন শুক্রবার থাকায় হরতালের পূর্বেই কর্মজীবীগণ রাজধানী ত্যাগ করায় নগরজীবনকে আরো বেশি শূন্যতা গ্রাস করেছে। ১৫ সেপ্টেম্বর থেকেই বাজারগুলি পণ্যশূন্য হয়ে পড়েছে। নগর জীবনে প্রাত্যহিক চাহিদা পূরণের জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে যে হাজার হাজার মণ খাদ্য জাতীয় পণ্য সরবরাহ আসে, তা আসেনি। কয়েক হাজার যানবাহন, শতাধিক ট্রেন ও কয়েকশ লঞ্চ জনজীবনের যে সরবরাহ ও যাতায়াতের চাহিদা পূরণ করে, প্রথমদিনের হরতালে জাতীয় জীবনে তার অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

হরতালের দ্বিতীয় দিন : হরতালের দ্বিতীয় দিনে ঢাকার বাইরে বিভিন্ন জায়গায় সংঘর্ষের খবর পাওয়া গেছে। এতে প্রায় ৭৯ জন আহত হয়েছে। এদিকে রাজবাড়ি জেলার পাংশা থানায় হরতাল চলাকালে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয় এবং এতে বেশকিছু লোক আহত হয়। সেখানে ১০টি দোকান ভাঙচুর, লুটপাট এবং দফায় দফায় সংঘর্ষের কারণে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়।

আবার ঢাকা মহানগরীতে হরতাল চলাকালে অফিসে যাওয়ার পথে দুইজন সরকারি কর্মকর্তাকে হরতালকারীরা বিবস্ত্র করে। বিএনপি নেতারা এই বিবস্ত্র করার প্রতিবাদ করে। আজকের হরতালের মধ্যে দিনের মধ্যভাগে ব্যাপক পিকেটিং ও লাঠিচার্জ হয় এবং একটি অ্যাম্বুলেন্সে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে।

হরতালের তৃতীয় দিন : হরতালের তৃতীয় দিনে হরতালের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। রাজধানী ঢাকাসহ দেশের প্রায় সর্বত্রই স্বাভাবিক জনজীবন অচল হয়ে পড়ে। সারাদিন বৃষ্টির মধ্যে তিনদল আহত ৭২ ঘণ্টাব্যাপী হরতালের শেষদিনে ঢাকার মতিঝিল, গুলিস্তান, তোপখানা রোড, ফার্মগেট, আসাদগেট, মিরপুর সড়ক, মহাখালীতে বিক্ষোভ মিছিল, পিকেটিং ও হরতালকালীন সমাবেশে মুখর থাকে। ধানমন্ডি ৩২ নম্বর রোডের সামনে একটি কলেজ প্রাঙ্গণে ও গুলশানে হরতালকারীদের সমাবেশে বিএনপির নেতাকর্মীরা হামলা চালায় এবং গুলিবর্ষণ করে। কচুক্ষেতেও ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। এতে ১২ জন আহত হয় এবং ১৪জনকে পুলিশ গ্রেফতার করে।

Dhaka University Institutional Repository

ফতুল্লায় বিএনপি হরতাল বিরোধী একটি মিছিল বের করে। মিছিল হতে হরতাল বিরোধী স্লোগান দেয়া হয়। একই সময়ে হরতালের সমর্থনে যুবলীগ ও ছাত্রলীগ মিছিল বের করলে ফতুল্লা বাজারের নিকট দুই পক্ষে মুখোমুখি হলে সংঘর্ষ বাঁধে। সংঘর্ষে উভয়পক্ষ বোমা, গুলি, ছোঁড়া ছাড়াও ইটপাটকেল ব্যবহার করে। এই ঘটনায় অর্ধশতাধিক আহত হয় এবং ১৭ জনকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

৭২ ঘণ্টা হরতালের দ্বিতীয় দিনে ঢাকার বাইরে বিভিন্ন স্থানে হরতাল পালনের সংবাদ পাওয়া গেছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষে ও বোমাবাজিতে ৬৯ জন আহত হয়। এই প্রথমবারের মতো সৈয়দপুর রেল কারখানা একটানা ৭২ ঘণ্টা বন্ধ থাকে।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এক সমাবেশে বলেন, 'হরতালের নামে যারা জনগণকে বিবস্ত্র করে অপমান করে জনগণ তাদেরকে ক্ষমা করবে না।' তিনি আরো বলেন, 'প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকারে যা করা সম্ভব সংসদীয় পদ্ধতিতে তা সম্ভব নয়।'

Dhaka University Institutional Repository

সরকারের পদত্যাগ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে ৯৬ ঘণ্টার হরতাল

সরকারের পদত্যাগ, সংসদ বাতিল, নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অবিলম্বে সংসদ নির্বাচনের দাবিতে আওয়ামী লীগ, জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় পার্টি ১৬, ১৭, ১৮, ১৯ ও ২০ অক্টোবর ১৯৯৫ ইং সারাদেশে ৯৬ ঘন্টার হরতাল আহ্বান করে। দেশে ৯৬ ঘণ্টার টানা হরতাল এই প্রথম। ২৮ ডিসেম্বর ১৯৯৪ ইং জাতীয় সংসদ হতে বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্যগণ পদত্যাগ করে আসার পর দাবি আদায়ের জন্য পর্যায়ক্রমে ৮, ১২, ২৪, ৩২, ৪৮, ৫৪ ও ৭২ ঘণ্টা হরতাল পালনসহ বিভিন্ন সময়ে ঘেরাও, অবস্থান ধর্মঘট, গণমিছিল-মহাসমাবেশ অনুষ্ঠানের পর কর্মসূচিকে তারা দিন দিন জঙ্গি করে তুলে।

হরতালের প্রথম দিনঃ

৯৬ ঘণ্টা হরতালের প্রথম দিনে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক শেখ মোঃ শাহনেওয়াজকে গুলি করে হত্যা করা হয়। একই সময় কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে জাতীয় পার্টির মিছিলের ওপর হরতাল প্রতিহতকারী বিএনপি কর্মীদের অতর্কিত বোমা ও গুলিবর্ষণের ফলে জাতীয় পার্টির কর্মী আবদুল মান্নান নিহত হয়। গুলিবিদ্ধ শাহনেওয়াজকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া হাসপাতাল হতে ঢাকায় আনার পথে নরসিংদীর কাছে প্রাণ হারায়। তার লাশ নিয়ে একটি শোক মিছিল বের করা হয়। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা মিছিলটির নেতৃত্ব দেন। শাহনেওয়াজ হত্যাকাণ্ডের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। বিক্ষোভ চলাকালে আওয়ামী লীগ মিছিলকারীদের সঙ্গে হরতাল বিরোধী বিএনপি কর্মীদের সংঘর্ষ বেঁধে যায়। এ সময় বোমা, ককটেল, বিস্ফোরণ, দোকানপাট ভাঙচুর এবং কয়েকটি অফিস ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। শহরে বিস্ফোন্মুখ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষে অর্ধশতাধিক ব্যক্তি আহত হয় এবং পুলিশ ৪৭ জনকে গ্রেফতার করে।

Dhaka University Institutional Repository

হরতালের দ্বিতীয় দিন : ৯৬ ঘন্টা হরতালের দ্বিতীয় দিনে ছাত্রলীগ নেতা শেখ মোঃ শাহনেওয়াজের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ১৭ অক্টোবর ১৯৯৫ ইং তারিখে বিক্ষুব্ধ জনতা ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় জেলা ছাত্রদলের সভাপতি সিরাজুল ইসলামের শিমরাইলকান্দির বাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুর করে। টি.ও রোডস্থ ছাত্রদলের জেলা কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ এবং কলেজ ছাত্র সংসদ কার্যালয় ভাঙচুর করে এবং সেখানকার আসবাবপত্র পুড়িয়ে ফেলা হয়। হরতালকারী জনতা কলেজের সাবেক ভিপি ও ছাত্রদল নেতা আবু শামিম, মোঃ আরিফ, আপেল মাহমুদ ও আসাদুজ্জামান শাহীনের কাদিরপাড়াস্থ বাসভবন পুড়িয়ে ফেলে এবং বিএনপির কাজীপাড়াস্থ কার্যালয়ে ব্যাপক ভাঙচুর করে।

দুপুরের দিকে ঢাকার ফার্মগেইট এলাকায় ব্যাপক সংঘর্ষের খবর পাওয়া গেছে। শ্যামলী থেকে কল্যাণপুর পর্যন্ত ব্যাপক সংঘর্ষের ঘটনায় কল্যাণপুরে বেশকিছু দোকানপাট ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটে। ফেনীর দুই আসনের পদত্যাগকারী এমপি আওয়ামী লীগের জয়নাল হাজারীকে তার মাস্টারপাড়ার বাসা হতে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের উপস্থিতিতে গ্রেফতার করা হয়। হাজারীকে গ্রেফতারের পর হরতালকারীদের সঙ্গে পুলিশের ব্যাপক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

হরতালের তৃতীয় দিন : সারা দেশব্যাপী ৯৬ ঘন্টার হরতাল কর্মসূচির তৃতীয় দিনে রাজধানীতে আরো একটি নিশ্চল দিন অতিবাহিত হয়। সবকিছু বন্ধ থাকায় রাজধানীর স্বাভাবিক জীবনযাত্রার মান ব্যাহত হয়। হরতাল চলাকালে সারাদেশে সংঘর্ষে ৬৮ জন আহত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

পলাশীতে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ ও শ্রমিক লীগের যৌথ একটি মিছিল হরতাল চলাকালে ছাত্রদলের আরেকটি হরতাল বিরোধী মিছিলের মুখোমুখি হয় এবং সংঘর্ষ বেঁধে যায়। সংঘর্ষে আওয়ামী লীগের থানা সভাপতি হাসানুল হক হাসান এবং সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেতা ফারুকুল ইসলাম, শ্রমিক নেতা বাচ্চুর আহত হওয়ার সংবাদ জনতা জুটমিলে পৌছলে শত শত শ্রমিক বের হয়ে এসে ছাত্রদল নেতা মোশাররফ সেলিম ও খোকার বাড়ি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয় এবং তাদের ১০টি দোকান ভাঙচুর করে।

হরতাল চলাকালে শেখ হাসিনা দীর্ঘ পথ হেঁটে একটি বিরাট মিছিলের নেতৃত্ব দানকালে দুইটি স্বত:স্ফূর্ত পথসভা ও একটি সমাবেশে বক্তৃতাকালে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে লক্ষ্য করে বলেন, 'প্রেসিডেন্টকে এখনই সংসদ ভেঙ্গে দিতে বলুন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের ঘোষণা দিন, হরতাল করবো না।'

হরতালের চতুর্থদিন : ৯৬ ঘন্টার হরতালের চতুর্থ দিনে রাজধানীর রাজপথে বিক্ষোভ সমাবেশের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়। মগবাজার মোড়ে আওয়ামী লীগের একটি মিছিলে পুলিশ বাঁধা প্রদান করলে একজন পুলিশ কর্মকর্তাসহ চারজন পুলিশ এবং আওয়ামী লীগের ১০ জন নেতাকর্মী আহত হয়। এই মিছিলটি আবার বাংলামোটর যাওয়ার পথে পুলিশ কর্তৃক বাঁধাপ্রাপ্ত হলে মিছিলকারীরা শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। পুলিশ কর্তৃক দুই রাউন্ড কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে।

নোয়াখালীতে হরতাল চলকালে হরতালকারী জনতা ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধলে পুলিশসহ প্রায় ২০ জন আহত এবং ৫০ রাউন্ড গুলি বর্ষণের ঘটনা ঘটে। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে বিক্ষুব্ধ জনতা সেখানে সমাবেশ করে।

Dhaka University Institutional Repository

৯৬ ঘন্টার হরতালের শেষ দিনে বেগম খালেদা জিয়া সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনাকালে বলেন, 'বাংলাদেশের জনগণ তাদের অপরিসীম দুঃখ-দুর্দশার কারণে বিরোধী দলসমূহের হরতালের নেতিবাচক রাজনীতি প্রত্যাখ্যান করেছে।'

অপরদিকে শেখ হাসিনা ইত্তেফাকের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাতকারে বলেন, 'গণআন্দোলনের মাধ্যমেই প্রধানমন্ত্রীকে ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য করা হবে।'

Dhaka University Institutional Repository

সরকারের পদত্যাগ ও দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির প্রতিবাদে ৬ দিনব্যাপী হরতাল

সরকারের পদত্যাগ, সংসদ বাতিল, নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অবিলম্বে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যের উর্ধ্বগতি রোধ, সন্ত্রাস বন্ধের দাবিতে আওয়ামী লীগ, জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় পার্টি দেশব্যাপী ১১ নভেম্বর হতে ১৬ নভেম্বর ১৯৯৫ ইং পর্যন্ত একটানা ৬ দিনের হরতাল আহ্বান করে। এর আগে গত ১৬, ১৭, ও ১৮ অক্টোবর দেশব্যাপী লাগাতার তিনদিনের হরতাল পালিত হয়েছিল। দেশের ইতিহাসে ছয়দিনের হরতাল সর্বোচ্চ রেকর্ড।

হরতাল সফল করার জন্য হরতালের পূর্বদিন ব্যাপকভাবে মশাল মিছিল বের হয়। হরতালকে সফল করার জন্য হরতালের পূর্বদিন গাইবান্ধায় মিছিল বের হলে হরতাল পক্ষ ও বিপক্ষ দলের মধ্যে সংঘর্ষে বোমার আঘাতে একজন আওয়ামী লীগ কর্মী নিহত হয়।

হরতালের প্রথমদিন : ছয়দিন ব্যাপী হরতালের প্রথমদিন ব্যাপকভাবে মিছিল-মিটিং ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। হরতাল চলাকালে সচিবালয়ের পূর্বপাশের গেইটে ছাত্রলীগের একটি মিছিল বের হয়। মিছিল থেকে পুলিশের ওপর বোমা নিক্ষেপ করলে পুলিশ মিছিলের উপর বেধড়ক লাঠিচার্জ করে। এতে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি এনামুল হক শামীমসহ ৩১ জন আহত হয়। পুলিশ রাজধানী থেকে অর্ধশত পিকেটারকে গ্রেফতার করে। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বিএনপির এক সমাবেশে বলেন, 'দেশ চালাবার নিরপেক্ষ কেহ আছেন বলে মনে হয় না।'

Dhaka University Institutional Repository

হরতালের দ্বিতীয়দিন : আওয়ামী লীগ, জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় পার্টির আহ্বানে ছয় দিনব্যাপী হরতালের দ্বিতীয় দিনে সারাদেশে হরতাল পালিত হয়। হরতাল চলাকালে নারায়ণগঞ্জে ব্যাপক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এই সংঘর্ষে প্রায় অর্ধশতাধিক ব্যক্তি আহত হয়।

হরতাল চলাকালে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে ঢাকা মহানগরীর থানা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের এক সমাবেশে শেখ হাসিনা বলেন, 'আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে সরকারি দলের কোনো আন্তরিকতা নেই।'

হরতালের তৃতীয়দিন : ৬দিন ব্যাপী হরতালের তৃতীয় দিনে দেশের বিভিন্ন স্থানে হরতাল চলাকালে সংঘর্ষে আহত হয় শতাধিক ব্যক্তি। রাজধানীর ফার্মগেট এলাকায় পুলিশের সঙ্গে আওয়ামী ও জাতীয় পার্টির কর্মীদের সঙ্গে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, ইটপাটকেল নিক্ষেপ ও পুলিশের ব্যাপক লাঠিচার্জের ফলে কমপক্ষে ৩০ জন আহত হয়। পুলিশ ২২ জনকে গ্রেফতার করে। সংঘর্ষ চলাকালে পুলিশের ব্যাপক লাঠিচার্জ থেকে নিজ দলের নেতাকর্মীদের আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী রক্ষা করতে গেলে পুলিশ মতিয়া চৌধুরীর ওপরও লাঠিচার্জ করে। এতে তিনি অজ্ঞান হয়ে রাস্তায় পড়ে গেলে তাকে ফার্মগেইট আলরাজি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

এদিকে দেশব্যাপী হরতাল চলাকালে বরগুনা শহরে ৫ ঘণ্টা ব্যাপী সংঘর্ষ চলে। এতে ৫০ ব্যক্তি আহত হয়। এ সময় ব্যাপক বোমাবাজি ও ১০ রাউন্ড গুলির শব্দ শোনা যায়। একটি রাজনৈতিক দলের অফিস এবং একটি হোটেলসহ ২০টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভাঙচুর করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৩ নভেম্বর তৃতীয় দিন হরতাল চলাকালে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব, কৃষি ও খাদ্যমন্ত্রী আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া তাঁর সরকারি বাসভবনে সাংবাদিকদের বলেছিলেন, 'বিরোধী দল না আসলে উপনির্বাচনে যাবার ব্যাপারে সরকারের আগ্রহ নেই আর সমঝোতা না হলে সংসদ ভেঙ্গে দেয়া হবে।'

হরতালের পঞ্চম দিন : ৬দিন ব্যাপী হরতালের তৃতীয় দিনে মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবে সারাদেশে হরতাল পালিত হলেও চতুর্থ দিন দেশের সর্বত্র ব্যাপক বোমাবাজি ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। হরতালের পঞ্চম দিনে রাজধানীতে সরকার প্রথমবারের মতো হরতাল ভাঙ্গার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। পুলিশী প্রহরায় সকাল বেলা ফার্মগেইটে বিআরটিসির বাস চালানোর চেষ্টা করা হয়। বাসগুলো আনন্দ সিনেমা হলের সামনে পৌঁছলে হরতালকারীরা বাসের ওপর অন্তত ২০টি বোমা নিক্ষেপ করে। এতে বাসের জানালার কাঁচ ভেঙ্গে গেলে যাত্রীরা দ্রুত বাস থেকে নেমে পড়ে। এরপর সরকার আর কোনো সরকারি বাস চালানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেনি।

হরতাল চলাকালে রাজধানীতে তোপখানা রোড, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, আজিমপুর, ঝিগাতলা, ফার্মগেট, আসাদগেট, শ্যামলী, লালবাগ, টিকাটুলি, হাটখোলা মোড়, মিরপুর, উত্তরা ও মগবাজারসহ বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগ, জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় পার্টির পৃথক পৃথক মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে কেন্দ্রীয় নেতারা বক্তব্য রাখেন।

বেলা ১১টার দিকে ইসলামী ছাত্র শিবিরের উদ্যোগে ফার্মগেট ওভার ব্রিজের উত্তর পাশে একটি সমাবেশে সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতির বক্তৃতাকালে সমাবেশের কাছে ১০/১২টি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটালে শিবির কর্মীরা দুইজন ককটেল নিক্ষেপকারীকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

হরতালের ষষ্ঠদিন : ছয়দিন ব্যাপী হরতালের শেষদিনে গ্রেফতার, বোমাবাজি, সংঘর্ষ ও পিকেটিং এর মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। রাজশাহী বিভাগ ছাড়া দেশের সর্বত্রই ছিল হরতালের আওতাভুক্ত। হরতাল চলাকালে কয়েকটি স্থানে বোমাবাজির ঘটনা ঘটলে এ থেকে পুলিশ এবং হরতালকারীদের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া শুরু হয়। বিভিন্ন স্থান হতে পুলিশ নয় ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। হরতাল চলাকালে রাজধানীর স্বাভাবিক জীবনযাত্রার মান ব্যাহত হয়। প্রধান প্রধান বিপণী বিতানগুলো এবং সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল। অল্পসংখ্যক রিকশা ছাড়া আর কোনো যানবাহন চলাচল করেনি।

শংকর বাসস্ট্যান্ডে জাতীয় পার্টির একটি মিছিল বের করলে মিছিলকারী নেতাকর্মীরা পুলিশের ব্যাপক লাঠিচার্জের মুখে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।

দেশের ইতিহাসে দীর্ঘমেয়াদি ৬দিন ব্যাপী সরকারের পদত্যাগ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে আওয়ামী লীগ, জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় পার্টি ১১ নভেম্বর থেকে ১৬ নভেম্বর পর্যন্ত দেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করে। এই দীর্ঘমেয়াদী হরতালের শেষ দিনে আওয়ামী লীগ, জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় পার্টি পৃথক পৃথক সাংবাদিক সম্মেলন করে। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, '১৯৮৮ এর স্টাইলের কোনো নির্বাচনে মানুষ অংশগ্রহণ করবে না।' জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় অফিসে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে মতিউর রহমান নিজামী বলেন, '১৯৯০-এর গণআন্দোলনে জনগণের রায় ছিল ১৯৯১ মডেল নির্বাচন। তাই জাতি এখন '৯১ এর মডেল নির্বাচন চেনে।'

Dhaka University Institutional Repository

প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে ৭২ ঘণ্টা হরতাল

আওয়ামী লীগ, জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় পার্টির আহ্বানে প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নির্বাচনের দাবিতে ৯, ১০ ও ১১ ডিসেম্বর সারাদেশে ১৯৯৫ ইং তিন দিনব্যাপী হরতাল আহ্বান করে।

প্রথমদিন : তিন দিনব্যাপী হরতালের প্রথমদিন ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, সংঘর্ষ, অগ্নিসংযোগ ও গ্রেফতারের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। হরতাল চলাকালে হরতালকারীরা চট্টগ্রাম নির্বাচন কমিশন অফিসে অগ্নিসংযোগ করলে অফিসটি সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়। হরতালকারীরা পটিয়ার চক্রশালার নিকটে রেল লাইনের চল্লিশ ফুট অংশ তুলে ফেলে। এবারেই প্রথম হরতালকারীরা বিভিন্ন অফিসে তালা ঝুলিয়ে দেয়। ঢাকায় অসংখ্য বোমা বিস্ফোরণ এবং পুলিশের সঙ্গে পিকেটারদের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষ ইত্যাদি ঘটনা ঘটে। এতে পুলিশসহ অর্ধশতাধিক আহত হয়। পুলিশ ৪৮ জনকে গ্রেফতার করে। চট্টগ্রাম নির্বাচন কমিশন অফিসে আগুনে ৬৬ হাজার আইডি কার্ড পুড়ে যায়। হরতাল চলাকালে রাজধানীতে ১০টি যানবাহন পুড়িয়ে দেয়া হয় এবং অর্ধশতাধিক রিকশা ভাঙচুর করা হয়।

হরতালের পূর্বদিন হরতালের সমর্থনে ব্যাপক গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। মূলত: পান্থপথে আওয়ামী লীগের সমাবেশে ব্যাপক পুলিশী এ্যাকশনের প্রতিবাদে বিরোধী দলগুলো দেশে ৭২ ঘণ্টার হরতাল আহ্বান করে।

Dhaka University Institutional Repository

হরতালের দ্বিতীয়দিন : দেশের প্রধান তিনটি দল আওয়ামী লীগ, জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় পার্টির আহূত ৭২ ঘণ্টা ব্যাপী হরতালের দ্বিতীয় দিনে ১০ ডিসেম্বর ১৯৯৫ ইং রাজধানীর সঙ্গে সারাদেশের সড়ক ও ট্রেন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকে। ব্যাপক বোমাবাজি, স্থানে স্থানে সংঘর্ষ, জিপিও এর অভ্যন্তরে হামলা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষের মধ্যদিয়ে রাজধানীতে হরতালের প্রহর অতিবাহিত হয়। কল্যানপুর, গ্রীনরোড, মিরপুর রোড, বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে শক্তিশালী বোমার প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ২৫ জন আহত হয়। প্রায় অর্ধশতাধিক রিকশা ভাঙচুর, বোমা তৈরি ও বোমার ব্যবহার এবং অগ্নিসংযোগের ঘটনায় পুলিশ ১৬ জনকে গ্রেফতার করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে হরতাল সমর্থকরা অর্ধশত বোমা ও কাঁকা গুলি বর্ষণ করে। সকালে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষকালে ছাত্ররা পলাশীতে ৩০টি বোমা ফাটায়। রাজধানীতে আধাসামরিক বাহিনী ও বিডিআর ছাড়াও পুলিশের ব্যাপক উপস্থিতির মধ্য দিয়ে হরতালের দ্বিতীয় দিন অতিবাহিত হয়।

সন্ধ্যা ৭টা হতে সাড়ে ৭টা পর্যন্ত জিপিওর অভ্যন্তরে ঢুকে ২০ জন বোমাবাজ বেপরোয়া বোমা আক্রমণ শুরু করলে একটি ডাকবাহী গাড়িতে আগুন ধরে যায়। রাজধানীর খিলগাঁও ক্রসিং-এ ময়মনসিংহগামী বলাকা ট্রেনে হরতালকারীরা হামলা করে। হরতালকারীদের আক্রমণে ট্রেনের চালক মহিউদ্দিন খান গুরুতর আহত হন। তাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

সরকারি অফিসসমূহে কর্মচারীদের হাজিরা ২০ শতাংশে নেমে আসে। বেসরকারি ও বাণিজ্যিক অফিস, ব্যাংক, দোকানপাট বন্ধ থাকে। কিছু রিকশা ও দুই একটি বেবিটেক্সি ছাড়া কিছুই চলাচল করেনি।

Dhaka University Institutional Repository

হরতালের তৃতীয়দিন : প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি এবং জামায়াতে ইসলামীর ৭২ ঘন্টা ব্যাপী দেশজুড়ে হরতালের শেষদিন ১১ ডিসেম্বর ১৯৯৫ ইং রাজধানীতে সকাল হতে অনেক রাত পর্যন্ত পুলিশ পিকেটার ও বিএনপি কর্মীদের মধ্যে কয়েকদফা সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। বিরোধী দল হরতাল চলাকালে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিলে রাজধানীর পথ সরগরম করে তোলে। আওয়ামী লীগ কর্মীরা হরতাল চলাকালে মিরপুর রোডে বেগম খালেদা জিয়ার একটি কুশপুত্তলিকা দাহ করে। পান্থপথ ও মিরপুর রোডের সংযোজনস্থলে একটি বৈদ্যুতিক খুঁটিতে প্রধানমন্ত্রীর কুশপুত্তলিকা ঝুলিয়ে একদল হরতালকারী তাতে অগ্নিসংযোগ করে।

হরতাল চলাকালে রাজধানীতে ৬টি বড় বড় সংঘর্ষে শতাধিক লোক আহত হয়। পুলিশ কমপক্ষে আটজনক গ্রেফতার করে। হাসপাতালে ও ক্লিনিকে আহতদের মধ্যে ৮০ জনকে চিকিৎসা দেয়া হয়।

রাত ৮টায় হোটেল সোনারগাঁও এবং হোটেল সুন্দরবনের সড়ক মোহনায় কিছু হরতালকারী লোকের একটি স্কোয়াড রাস্তার ওপর এলোপাথাড়ি গুলিবর্ষণ শুরু করলে চলমান রিকশার যাত্রীরা যে যেদিকে পেরেছে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মরক্ষার জন্য প্রাণপণে দৌড়ে পালিয়েছে। এ সময় অনেকে আহত হয়।

সন্ধ্যার পর তোপখানা রোড ও পুরানা পল্টন মোড়ে জাসদ (রব) এর মিছিলের ওপর পুলিশ আক্রমণ করে টিয়ার গ্যাস ছোঁড়ে এবং ব্যাপক লাঠিচার্জ করে। এতে আসম আব্দুর রবসহ ৫০ জন জাসদ নেতাকর্মী আহত হয়।

হরতাল চলাকালে বাইতুল মোকাররম উত্তর গেইটে জামায়াতে ইসলামী আয়োজিত সমাবেশে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'পদত্যাগে যতো বিলম্ব করবেন দেশ ততো অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হবে।'

Dhaka University Institutional Repository

প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে ৪৮ ঘণ্টার হরতাল

বিএনপি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এককভাবে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। এ নির্বাচন আওয়ামী লীগ ও জামায়াতে ইসলামী বর্জনের সিদ্ধান্ত নেয়। তাই সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্র দাখিলের দিনে ৮ ও ৯ জানুয়ারি ১৯৯৬ ইং সারাদেশে ৪৮ ঘণ্টার হরতাল আহ্বান করে। আওয়ামী লীগ, জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় পার্টির এ হরতালের মাধ্যমে সরকারের পদত্যাগ এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দেয়ার দাবি জানায়।

হরতালের প্রথমদিন : ৪৮ ঘণ্টার হরতালের প্রথমদিনে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ, বোমাবাজি ও রিকশা ভাঙচুরের মধ্য দিয়ে রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে হরতালের প্রথমদিন অতিবাহিত হয়। ঢাকায় দোকানপাট, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক-বীমা ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে। রিকশা ছাড়া রাজপথে কোনো যানবাহন চলাচল করেনি।

শ্রীনগরে হরতাল সমর্থক ও হরতাল বিরোধী বিএনপি কর্মীদের মধ্যে এক সংঘর্ষে সাতজন পুলিশসহ ৪০ জন আহত হয়। মতিঝিলের মধুমিতা সিনেমা হলের নিকট হরতালের সময় পিকেটাররা ২০টি গাড়ি ভাঙচুর করে। এ দিনের হরতালে পিকেটারের উপস্থিতি ছিল কম। সরকার রাজপথে সেনাবাহিনী মোতায়েন করে।

Dhaka University Institutional Repository

হরতালের দ্বিতীয়দিন : ৪৮ ঘণ্টা হরতালের দ্বিতীয় দিনে শান্তিপূর্ণভাবে পালিত হয়। আজকের হরতালে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি। রাজপথে শুধু রিকশা চলাচল করেছে। কোনো যান্ত্রিক যানবাহন চলাচল করেনি।

দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে বিরোধী দলের হরতাল কর্মসূচির ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাস এক সাক্ষাতকারে বলেন, "তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন রাজনৈতিক নেতাদের কাছে ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে অবশ্যই জাতির বৃহত্তর স্বার্থ স্থান পাবে।" জাতীয় পার্টির নেতা ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ মহাখালীর এক সমাবেশে বলেন, "নির্বাহী ক্ষমতার উপদেষ্টার অধীনেই কেবল নির্বাচন হতে পারে।"

Dhaka University Institutional Repository

খুলনায় একজন নিহত হওয়ার প্রতিবাদে হরতাল

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার খুলনা সফরের প্রতিবাদে খুলনাতে বিরোধী দল হরতাল আহ্বান করলে সরকারি দলের বিএনপি কর্মী এবং বিরোধী দলের কর্মীদের মাঝে ব্যাপক সংঘর্ষ বাঁধে। এতে পুলিশের গুলিতে আওয়ামী লীগের এক তরুণ কর্মী মারা যায়। এ ঘটনার প্রতিবাদে ঢাকায় ও খুলনাতে আওয়ামী লীগ, জামায়াতে ইসলামী এবং জাতীয় পার্টি ২৯ জানুয়ারি ১৯৯৬ ইং ৮ ঘণ্টার হরতাল আহ্বান করে। প্রধানমন্ত্রীর কোথাও সফরে যাওয়ার প্রতিবাদে হরতালের নতুন নজির সৃষ্টি হচ্ছে। ইতিপূর্বে সিলেটেও প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সফরকে কেন্দ্র করে হরতাল আহ্বানের ঘটনা ঘটেছিল। সিলেটে এবং খুলনাতে ব্যাপক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছিল।

আট ঘন্টার হরতাল চলাকালে রাজধানীতে শত প্রতিবন্ধকতার মাঝে প্রচুর রিকশা চলাচল করে। রাজপথে পিকেটারের সংখ্যা ছিল অনেক। নির্বাচন প্রতিহত করার ধ্বনি দিয়ে আওয়ামী লীগ, জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় পার্টি শহরের স্থানে স্থানে পিকেটিং ও মিছিল বের করে। অর্ধশতাধিক পথসভা ও সমাবেশ থেকে সরকার পতন ঘটানোর আহ্বান জানানো হয়। হরতালকারীরা বাড্ডায় একটি বাস ও শ্যামলীতে একটি ট্রাকে অগ্নিসংযোগ করে।

Dhaka University Institutional Repository

সংসদ নির্বাচন বন্ধের দাবিতে ৪৮ ঘন্টার হরতাল

প্রথমদিন : আওয়ামী লীগ, জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় পার্টি আহূত ৪৮ ঘন্টার লাগাতার হরতাল চলাকালে প্রথম দিন দেশব্যাপী সহিংসতায় ও জনবিচ্ছিন্ন ঘটনায় কয়েকশত পিকেটার ও কর্মী আহত হয়। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গত কয়েকদিন যাবত রাজনৈতিক পরিস্থিতি বেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ ইং তারিখের হরতাল দেখে মনে হয়েছে শহরে কারফিউ চলছে। রাজধানীতে হরতাল চলাকালে পিকেটিং খুব কম হয়েছে। তারপরও রাস্তায় যান চলাচল প্রায় ছিলই না। সেনাসদস্যের সক্রিয় উপস্থিতি রাজধানীর স্বাভাবিক জীবনে ভীতিকর নতুন মাত্রা যোগ করে। রাজধানীতে হরতাল চলাকালে ব্যাপক বোমাবাজি, কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ ও ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে।

হরতালকারীরা সারাদেশে নির্বাচন প্রতিহত করার চেষ্টা করে। তারা ব্যালট ছিনতাই করে এবং ব্যালট পেপারে অগ্নিসংযোগ করে। রাজপথে সেনা কনভয়, বিডিয়ার ও পুলিশের টহল লক্ষ্যণীয় ছিল। পিকেটাররা দাউদকান্দিতে জ্বালানিমন্ত্রীর বাড়িতে বোমা হামলা করে, বরিশালে সোনালী ও জনতা ব্যাংকে অগ্নিসংযোগ করে। দাউদকান্দির জামায়াত অফিসে বিএনপি কর্মীরা অগ্নিসংযোগ করে। বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা এক বিবৃতিতে বলেন, 'দাতা দেশসমূহের কাছে অনুরোধ অবৈধ নির্বাচনকে স্বীকৃতি দিবেন না।'

Dhaka University Institutional Repository

হরতালের দ্বিতীয়দিন : ৪৮ ঘন্টার হরতালের ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ ইং তারিখে শেষ দিনে রাজধানী খাঁ খাঁ ভুতুড়ে নগরীতে পরিণত হয়। আওয়ামী লীগ, জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় পার্টির আহ্বানে হরতাল চলাকালে রাস্তায় যানবাহন বলতে সেনাবাহিনী, বিডিআর, পুলিশের গাড়ি এবং সাংবাদিকদের স্কুটার ছাড়া আর কোনো যানবাহন চলাচল করতে দেখা যায়নি।

জনসমাগম তো দূরের কথা পথচারীর সংখ্যাও ছিল হাতেগোনা। দুই পাশের সব দোকানপাটে বিশাল তালা ঝুলান ছিল, ফুটপাতে কোনো দোকানপাট খোলা ছিল না। কাঁচা বাজারগুলোতেও ছিল না কোনো ভিড়, সব মিলিয়ে ঢাকা মহানগরী যেনো নিস্পাপ ভুতুড়ে নগরীতে পরিণত হয়েছিল।

স্মরণকালের এ সর্বাত্মক হরতালের ভয়াবহতায় দেশের বিভিন্ন স্থানে জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। প্রতিটি জেলা একেকটি বিচ্ছিন্ন এলাকায় পরিণত হয়। হরতাল চলাকালে রাজধানীর বিভিন্ন পয়েন্টে অবস্থানের পাশাপাশি ভারী অস্ত্র তাক করা যানে সজ্জিত হয়ে অবিরত সেনা টহল, খাঁ খাঁ রাজপথ চারিদিকে পিনপতন নীরবতা, চিরচেনা ঢাকাকে অচেনা নগরীতে রূপ দেয়। হরতাল চলাকালে রাজপথ তো বটেই বিভিন্ন মহল্লার অলি-গলিতেও যান চলাচল করেনি। কোনো মিছিল, পিকেটিং ছিল না। তারপরও জনগণের স্বত:স্ফূর্ত নীরব সমর্থন হরতালকে সফল করে তোলে।

হরতাল চলাকালে সারাদেশে ব্যাপক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এ সংঘর্ষে সারাদেশে বিভিন্ন স্থানে ১১ জন নিহত হয় এবং সহস্রাধিক আহত হয়। মূলত: ১৫ ফেব্রুয়ারি দিনটি একটি ভীতিকর দিন হিসেবে অতিবাহিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

চট্টগ্রামে লাগাতার হরতাল

মেয়র মহিউদ্দিনকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ ২৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬ইং চট্টগ্রামে লাগাতার হরতাল আহ্বান করে আওয়ামী লীগ। তাদের মেয়র মহিউদ্দিনকে ছেড়ে না দেয়া পর্যন্ত লাগাতার হরতাল চলতে থাকবে বলে আওয়ামী লীগ ঘোষণা করে।

হরতাল চলাকালে বন্দর নগরী চট্টগ্রাম এখন ভীতিকর এক আতঙ্কের নগরীতে পরিণত হয়েছে। সমগ্র শহরে থমথমে নীরবতা। নাগরিক জীবনের উৎকণ্ঠা চরমে উঠেছে। রাতে শহরের সিটি কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রিত সকল সড়ক বাতি নিস্প্রদীপ করে রাখা হয়েছে। সন্ধ্যায় শহরে কারফিউ জারি করা হয়েছে বলে ব্যাপক গুজব রটে যায়।

সকাল হতে বেলা ২টা পর্যন্ত শহরের কেন্দ্রস্থ কোতোয়ালি হতে নিউমার্কেট হয়ে স্টেশন রোড পর্যন্ত এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। এখানে পুলিশের গুলিতে শ্যামল দত্ত ও টিংকু নামে দুইজন যুবলীগ কর্মী নিহত হয় এবং অপর ১৫ জন গুলিবিদ্ধ হয়েছে। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে শ্যামল দত্ত, পলাশ ও হাবীব নামে তিনজন নিহত হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে।

হরতাল চলাকালে পিকেটাররা নতুন স্টেশন ভবনসংলগ্ন টেক্সিস্ট্যান্ডে আগুন ধরিয়ে দিলে বিডিআরের একটি লরী, তিনটি জিপ ও একটি পুলিশ ভ্যান নিউমার্কেটের দিক হতে ঝড়ের বেগে গুলিবর্ষণ করতে করতে অগ্রসর হয়। কয়েক মিনিটের একটানা শতাধিক রাউন্ড গুলিবর্ষণে লোকজন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এ গুলিবর্ষণে অনেক লোক গুলিবিদ্ধ হয়। সদর ডিপোতে বিআরটিসির দুইটি বাস জ্বালিয়ে দেয়া হয়। আনোয়ারা টিএনও অফিসে অগ্নিসংযোগ করা হয় এবং লুটতরাজের ঘটনাও কোনো কোনো স্থানে ঘটে।

Dhaka University Institutional Repository

বিএনপির প্রথম হরতাল

বিরোধী দল বিএনপি আহূত ২৩ মার্চের হরতাল ও চার নেতার গ্রেফতার প্রসঙ্গ নিয়ে বিভিন্নমুখী আলোচনা সমালোচনা হয়। রাজধানী, শহর, বন্দর ও গ্রাম সর্বত্র একই কথা নতুন আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার মাত্র নয় মাসের মধ্যে কেনো বিএনপি হরতাল ডাকলো। আর জনগণের মনে এটাও প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে যে, কেনো বিএনপির চার নেতাকে গ্রেফতার করা হলো।

১৯৯৬ ইং সনের ৩০ মার্চ বিএনপি সরকার বিরোধী দলের প্রচণ্ড চাপে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। বিএনপির পদত্যাগের এক বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই বেগম জিয়া অকস্মাৎ হরতালের ডাক দিলেন। বঙ্গভবনে প্রেসিডেন্টের কাছে পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিয়ে বেগম খালেদা জিয়া দলীয় কার্যালয়ের সম্মুখে ১৯৯৬ ইং সনের ৩০ মার্চ এক সমাবেশে তৎকালীন বিরোধী আন্দোলনকারী দল বর্তমান ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ, জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় পার্টিকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, 'তারা যদি জনগণের বন্ধু হতো তাহলে হরতাল অবরোধের মাধ্যমে শিল্প, কলকারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য ধ্বংস করতো না।' তিনি হরতালকারীদের জনগণের শত্রু হিসেবেও আখ্যা দিয়েছিলেন। এ বক্তব্য প্রদানের এক বছরের মধ্যে নিজেই হরতাল আহ্বান করে বসলেন। ২৩ মার্চের হরতালের কারণ হিসেবে বেগম খালেদা জিয়া বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক ট্রানজিট প্রদানের স্মারক চুক্তি, উপ-আঞ্চলিক জোট গঠন. তাঁর ভাষায় আইন-শৃংখলার অবনতি, বিদ্যুৎ সংকটের কথা ও চার বিএনপি নেতাকে গ্রেফতরের কথা উল্লেখ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল আহূত ৮ ঘন্টার ২৩ মার্চ ১৯৯৭ ইং রবিবারের হরতাল চলাকালে রাজধানী ঢাকায় সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আঃ মতিন চৌধুরীসহ ১০০ জন বিএনপি নেতাকর্মী আহত হয়। রাজধানীর সায়েদাবাদ হতে মিরপুর, লালবাগ হতে শাহজাহানপুর পর্যন্ত কয়েকটি স্থানে পিকেটিং ও সংঘর্ষ চলাকালে যানবাহন ভাঙচুরের সময় পুলিশ ১৫১ জনকে গ্রেফতার করে। আহতদের মধ্যে ঢাকা মহানগর পুলিশের একজন এডিসি, তিনজন কর্মকর্তা ও ছয়জন পুলিশ সিপাহীও আছেন। হরতাল চলাকালে ২৯টি গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। সংবাদপত্র বহনকারী গাড়িও ভাঙচুর করা হয়।

সরকার রাজধানীতে রবিবারের হরতালে পাঁচ হাজার পুলিশ ও আর্মি ব্যাটালিয়ন সদস্য মোতায়েন করে। বাইরে পুলিশের লরি, জিপ ও পিকআপের টহল বেশি ছিল। হরতালকারীরা রেললাইন উপড়ে ফেললে চট্টগ্রামগামী ১১২ ডাউন ট্রেনটি হাকিমপুর রেল স্টেশনের নিকট দুর্ঘটনায় পতিত হয়। এতে একজন নিহত হয় এবং ১০ জন আহত হয়। হরতাল চলাকালে কতিপয় পিকেটার মিরপুর ও রামপুরা এলাকায় কয়েকটি রফতানিমুখী পোশাক শিল্প কারখানায় হামলা চালায়। হামলাকারীরা কারখানা ভবনের ক্ষতিসাধন করে এবং অগ্নিসংযোগের প্রচেষ্টা চালায়। ইতিপূর্বে বিএনপির মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়া সরকার বিরোধী আন্দোলন চলাকালে রফতানিমুখী প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা দিতে রাজি হন। কিন্তু তারপরও রফতানিমুখী প্রতিষ্ঠানে হামলা করা হয়। বিজিএমইএ নেতৃবৃন্দ রফতানিমুখী প্রতিষ্ঠানকে ভবিষ্যতে সব রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং হরতালের আওতার বাইরে রাখার আহ্বান জানান।

Dhaka University Institutional Repository

বাজেট প্রত্যাহারসহ বিভিন্ন দাবিতে বিএনপির হরতাল

আওয়ামী লীগ সরকারের গণবিরোধী বাজেট প্রত্যাহার, সারের বর্ধিত মূল্য প্রত্যাহারসহ দেশব্যাপী হত্যা, লুটপাট, নারী নির্যাতন ও বিএনপি নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করে হয়রানি বন্ধের দাবিতে ৩ জুলাই ১৯৯৭ ইং তারিখ বৃহস্পতিবার বিএনপি সারাদেশে অর্ধদিবস হরতাল আহ্বান করে ।

এ হরতাল সফল করার লক্ষ্যে ২ জুলাই রাজধানী ঢাকার ৯০নং ওয়ার্ডসহ দেশের সর্বত্র ব্যাপক সভা-সমাবেশ ও মিছিল-মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন স্থানে স্থানে বিএনপির মিটিং এ আওয়ামী লীগ কর্মীরা হামলা করে ১০৭ জনকে আহত করে।

বিএনপির আহ্বানে সারাদেশে সর্বাত্মক স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালিত হয়। হরতাল চলাকালে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিএনপির নেতাকর্মীসহ হরতাল সমর্থকদের সঙ্গে পুলিশ ও সরকার সমর্থকদের সংঘর্ষ, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ায় প্রায় ১০০ জন আহত এবং ৬০ জন গ্রেফতার ও বেশকিছু যানবাহন ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। বরিশালে সকাল থেকে হরতাল সমর্থকদের সঙ্গে পুলিশের দফায় দফায় সংঘর্ষে ৫০ জন আহত হয়। পুলিশ সংঘর্ষ চলাকালে কমপক্ষে ৫০ রাউন্ড কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে এবং ১৩ জনকে গ্রেফতার করে।

Dhaka University Institutional Repository

রাজধানী ঢাকায় ছাত্রদলের একটি মিছিলের মধ্যদিয়ে পুলিশের গাড়ি চালিয়ে নেয়ার চেষ্টা করা হয়। রাজশাহীতে বিএনপির একটি মিছিলে হাতবোমা বিস্ফোরিত হলে সিটি মেয়র অল্পের জন্য বড় ধরনের দুর্ঘটনার হাত থেকে বেঁচে যান। এদিন চট্রগ্রাম বন্দরের সকল কাজ বন্ধ থাকে।

ঢাকায় সচিবালয়সহ অন্যান্য অফিস আদালতে উপস্থিতির সংখ্যা একেবারেই কম ছিল। হরতালের পরদিন শুক্রবার এবং শনিবার সপ্তাহিক ছুটি থাকায় অনেকেই বুধবারে অফিস থেকে বাড়ি চলে যায়। ফলে ঢাকা মহানগরীর অনেকটা জনচাপ শূন্য নগরীতে পরিণত হয়।

আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনামলে এটা ছিল বিএনপির আহূত দ্বিতীয় হরতাল। ইতিপূর্বে ২৩ মার্চ ১৯৯৭ ইং ট্রানজিটের নামে ভারতকে করিডোর প্রদান, বিদ্যুৎ আমদানি ও উপ-আঞ্চলিক জোটের প্রতিবাদে বিএনপির আহ্বানে প্রথম সারা দেশব্যাপী হরতাল পালিত হয় ।

হরতাল চলাকালে রাজধানী ঢাকায় অধ্যাপক একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, এম.কে. আনোয়ার ও আনোয়ার জাহিদের মতো বয়োবৃদ্ধ নেতাদের সকাল থেকে হরতালের স্বপক্ষে মিছিল সমাবেশ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়। পিজির কাছে পিকেটাররা হামলা করে দুটি বিআরটিসি বাস ভাঙচুর করে। হরতালের সমর্থনে একটি মিছিল মৎস্য ভবনের সামনে পৌছায় সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশের লাঠিচার্জে বেশকয়েকজন আহত হয়।

সারাদেশে ট্রেন চলাচল বেলা ২টা পর্যন্ত বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। পিকেটারদের ইটপাটকেল নিক্ষেপের ফলে ট্রেনের ইঞ্জিন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এতে বেশকয়েকজন আহত হয়।

হরতাল চলাকালে রাজপথে সাড়ে চার হাজার পুলিশ ও বিডিআর মোতায়েন করা হয়। হরতালের সময় আইন-শৃংখলা রক্ষার জন্য দুই শত পয়েন্টে এসব পুলিশ ও বিডিআর মোতায়েন করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

মহানবী (সঃ) ও কোরআন অবমাননার প্রতিবাদে হরতাল

১৪ জুলাই ১৯৯৭ ইং মঙ্গলবার ইসলামের দুশমন ইহুদি গোষ্ঠী কর্তৃক মহানবী (সঃ) ও পবিত্র কোরআন অবমাননার প্রতিবাদে এবং ইহুদি চক্রের এদেশীয় দোসরসহ সকল নাস্তিক মুরতাদদের শাস্তির দাবিতে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ও ইসলামী ঐক্যজোট সারা দেশব্যাপী এ হরতালের আহ্বান করে। অন্যদিকে শায়খুল হাদীস, মাওলানা ফজলুল করীম ও মাওলানা মহিউদ্দিন খান এ হরতালকে সমর্থন করে। বিএনপি, জাতীয় পার্টি ও জাগপা এ হরতাল কর্মসূচির প্রতি সমর্থন জানিয়েছিল।

বিশ্বব্যাপী চক্রান্তে লিপ্ত ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে আহূত এ হরতাল সফল করার লক্ষ্যে গত কয়েকদিন রাজধানী ঢাকাসহ দেশের আনাচে কানাচে হরতালের সমর্থনে মিছিলে মিছিলে মুখরিত ছিল।

গত কয়েকদিন ধরে সরকারি দল আওয়ামী লীগের কয়েকজন উর্ধ্বতন নেতা সরকারি প্রচার মাধ্যম ও কতিপয় চিহ্নিত পত্রিকায় হরতাল বিরোধী প্রচারণা চালাতে থাকে। গতানুগতিক কোনো রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির বা কোনো দাবি আদায়ের লক্ষ্যে সরকারের বিরুদ্ধে এ হরতাল আহ্বান করা হয়নি। এ হরতাল সরকারের বিরুদ্ধে ছিল না। কিন্তু রাজধানী ঢাকায় হরতাল চলাকালে পুলিশ বাহিনী যে ন্যক্কারজনকভাবে হরতালের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় তা সাম্প্রতিককালে অন্য কোনো হরতালে দেখা যায়নি। কোথাও কোথাও হরতাল বিরোধীদের পুলিশী সহায়তা স্পষ্ট হয়ে উঠে। দিনভর এ হরতাল চলাকালে দেশের বিভিন্ন স্থানে পুলিশের লাঠিচার্জ ও হরতাল বিরোধী আওয়ামী লীগ কর্মীদের সঙ্গে সংঘর্ষে আহত হয় পাঁচশত ব্যক্তি আহত হয়। পুলিশ কয়েকশ ব্যক্তিকে আটক করে।

Dhaka University Institutional Repository

ভোর থেকেই রাজধানীর বিভিন্ন মহল্লা, মসজিদ ও মাদ্রাসা থেকে তৌহিদী জনতা "নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার" স্লোগান দিয়ে রাজপথে নেমে আসে। স্লোগানে স্লোগানে ঢাকা মহানগরী কম্পিত হয়ে উঠে। একই সংগে শুরু হয় মিছিলকারীদের ওপর হামলা। শত বাধা উপেক্ষা করে হাজার হাজার হরতালকারী বাইতুল মোকারমের আশেপাশে এসে জড়ো হয়। সকাল ১০টা থেকে ১টা পর্যন্ত দৈনিক বাংলা মোড় রণক্ষেত্রে পরিণত হয়।

হরতাল চলাকালে কোনো যানবাহন চলাচল করেনি। ট্রেন চলাচল ছিল সম্পূর্ণ বন্ধ। স্বতঃস্ফূর্তভাবে সারাদেশে হরতাল পালিত হয়। ৮টা ৩০ মিনিটে যাত্রাবাড়ীতে হরতাল সমর্থকরা ট্রাক ভাঙচুর করে এবং ১১টা ৫০ মিনিটে বায়তুল মোকাররম এলাকার রাস্তার গ্রিল ভেঙ্গে ফেলে।

স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি রিজভী আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, "১৭০ দিন হরতাল পালনকারী আওয়ামী লীগ সরকার মাত্র ১৬ ঘন্টার হরতালে বেসামাল।" ১৪ জুলাই ১৯৯৭ ইং তারিখে ইনকিলাব পত্রিকায় আসে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ হরতালের ব্যাপারে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, 'এ হরতালে দেশের কোনো লাভ হবে না।' বাইতুল মোকাররম উত্তর গেটের এক সমাবেশে জামায়াত নেতা মতিউর রহমান নিজামী বলেন- 'সরকারের রক্ত চক্ষু উপেক্ষা করে তৌহিদী জনতা শান্তিপূর্ণ হরতাল পালন করেছে।'

Dhaka University Institutional Repository

তেলের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে হরতাল

২৪ আগস্ট ১৯৯৭ ইং রবিবার আহূত হরতালকে সামনে রেখে ২৩ আগস্ট হরতাল সমর্থক ও বিরোধীদের হরতালকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন স্থানে মিছিল-মিটিং হয়। অপরদিকে বিশেষ পুলিশী অভিযান পালিত হয়। এ অভিযানে পুলিশ বিএনপি চেয়ারপারসন এর তথ্য উপদেষ্টা জনাব আনোয়ার জাহিদ এবং জাগপা সভাপতি সফিউল আলম প্রধানকে গ্রেফতার করে। নারায়ণগঞ্জ ও টঙ্গীতে হরতাল সমর্থকদের মিছিলের ওপর হরতাল বিরোধীদের হামলায় পাঁচজন আহত হয়।

তেলের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে সারা দেশব্যাপী সর্বাত্মক স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালিত হয়। হরতাল চলাকালে দেশ কার্যত অচল হয়ে পড়ে। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পুলিশের গণপিটুনি, রাবার বুলেট ও টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ, পুলিশ ও হরতাল বিরোধীদের সঙ্গে হরতালকারীদের সংঘর্ষে একজন নিহত, দুই শতাধিক আহত হয় এবং গ্রেফতার হয় শতাধিক।

ঢাকার অদূরে রূপগঞ্জে হরতাল বিরোধী আওয়ামী লীগ কর্মীদের গুলিতে নিহত হন যুবদল নেতা তারিক বিন জামাল। ঢাকায় প্রেসক্লাবের সামনে পুলিশের টিয়ার গ্যাসের শেলের আঘাতে গুরুতরভাবে আহত হন ফটোসাংবাদিক হাবিবুর রহমান হাবিব। হরতাল চলাকালে প্রায় সর্বত্রই পুলিশ মারমুখী ভূমিকা পালন করে। যেখানেই হরতালের স্বপক্ষে মিছিল বের হয় সেখানেই পুলিশ বিনা উস্কানিতে হামলা চালায়। বিভিন্ন পাড়া-মহল্লার প্রবেশ পথে পুলিশ অবস্থান নেয় এবং যখনই কোনো মিছিল বের করার চেষ্টা করে তখনই তাদের ধাওয়া করে ছত্রভঙ্গ করে দেয়া হয়। এমনকি জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে প্রায় প্রতিদিনই যানবাহন পথচারীদের গতিরোধ করে রাজপথ দখল করে ছোটখাটো সংগঠন ও একাধিক সভা সমাবেশ করে, সেখানে হরতালের কোনো মিছিল

Dhaka University Institutional Repository

সমাবেশ করতে দেয়া হয়নি। যেখানেই মিছিল বা সমাবেশ করার চেষ্টা করা হয়েছে সেখানেই পুলিশ বেদম লাঠিচার্জ করেছে, কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করেছে। পুলিশের এ হামলা থেকে বিএনপির অনেক কেন্দ্রীয় নেতাও রেহাই পাননি। আব্দুল মতিন চৌধুরী ও এমকে আনোয়ারের মতো নেতারা পুলিশি হামলার শিকার হন।

হরতাল চলাকালে ট্রেন চলাচল মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। বিভিন্ন স্থানে হরতাল সমর্থকরা ব্যারিকেড দিয়ে ট্রেন চলাচলে বাধা দেয়। চাঁদপুরে হরতালকারীরা ভূমি অফিসে হামলা চালায়। নারায়ণগঞ্জে একজন নিহত হওয়ার ঘটনায় আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে চরম উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। দুই পক্ষের মধ্যে ব্যাপক বোমাবাজি ও ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। কোথাও কোনো যানবাহন চলাচল করেনি। রাজধানী ঢাকায় ইতিপূর্বের হরতালে বেশকিছু রিকশা চলাচল করতে দেখা গেলেও ২৪ আগস্টের হরতালে কোনো রিকশা চলাচল করতে দেখা যায়নি।

প্রেসক্লাবের সামনে পুলিশ এমকে আনোয়ার, আমানউল্লাহ আমান ও নজিবুল বশর মাইজভাণ্ডারীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে এবং লাঠিচার্জ করে। এ সময় কর্মীরা ক্ষুব্ধ হয়ে পুলিশের দিকে তেড়ে গেলে বেশ কয়েক রাউন্ড টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে সবাইকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়া হয়।

সকাল সাড়ে ১০ টায় রমনা থানায় বিএনপির সভাপতি ৫৬ নং ওয়ার্ড কমিশনার চৌধুরী আলমের নেতৃত্বে একটি শান্তিপূর্ণ মিছিল প্রেসক্লাব এলাকায় আসলে পুলিশ সেখানে হামলা চালায়। পুলিশ জনাব আলমকে গ্রেফতার করলে বিএনপি নেতাকর্মীরা বাঁধা দেয়, তখন পুলিশ পিকেটারদের ওপর বেধড়ক লাঠিচার্জ করে। একজন কনস্টেবল জাসাস নেত্রী শারমিন চৌধুরী রাণীর দিকে তেড়ে গিয়ে লাঠিচার্জ করলে বিএনপি নেতারা বাঁধা দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

বিকাল ৪টায় ইডেন কলেজ থেকে প্রেসক্লাবে আগত একটি মিছিলের ওপর পুলিশ লাঠিচার্জ করে। পুলিশের হামলায় ছাত্রদল নেত্রী জুবলী আজমেরী বেগম ছন্দা ও সাইমুম আহত হয়। সকাল ৯টায় বিএনপির একটি মিছিল বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর গেট এলাকায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল করে। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ও ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে উত্তর গেটে একটি মিছিল বের করে কিন্তু আর একটি মিছিল বের করতে গেলে পুলিশ বাঁধা দেয়। হরতাল চলাকালে দুপুরে শাহবাগ থেকে জাতীয় প্রেসক্লাব অভিমুখী ছাত্রদলের একটি মিছিলে পুলিশ হামলা চালালে ছাত্রদল সভাপতি শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি ও সাধারণ সম্পাদক হাব্বিুন্নবী সোহেলসহ ৩০ জন নেতাকর্মী আহত হন।

হরতাল চলাকালে প্রেসক্লাব মিলনায়তনে আওয়ামী আইনজীবী পরিষদের উদ্যোগে শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন চলছিল। আলোচনায় আগত মুজিবকোর্ট পরিহিত আওয়ামী লীগ নেতাদের দেখে বিক্ষুব্ধ কিছু লোক তাদের ধর ধর বলে ধাওয়া করে। এক পর্যায়ে একজন নেতা ধরা পড়ে হেনস্তা হন। বিক্ষুব্ধ লোকজন তার গায়ের মুজিবকোট খুলে নেয়। মুজিবকোট পরিহিত অন্য নেতারা তাদের গায়ের মুজিবকোট খুলে ফেলে দিয়ে দৌড়ে এসে প্রেসক্লাবের ভিতরে আশ্রয় নেয়। বিক্ষুব্ধ লোকজন শেখ মুজিবুর রহমানের আলোচনা সভার কেড়ে নেয়া ব্যানার ও কুড়িয়ে নেয়া মুজিবকোটে অগ্নিসংযোগ করে। এ সময় স্লোগান উঠে যেখানেই মুজিবকোট সেখানেই প্রতিরোধ। মুহুর্মুহু এ স্লোগানে হাততালি দিয়ে মুজিবকোট পোড়ানো হয়। উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে আসার কথা ছিল আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী জিল্লুর রহমানের। কিন্তু তিনি এ ঘটনায় আর আলোচনা সভায় আসেননি।

২৪ আগস্ট ১৯৯৭ ইং হরতাল চলাকালে বিরোধীদলীয় নেতাকর্মীদের ওপর পুলিশী নির্যাতনের প্রতিবাদে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় পার্টি, ইসলামী ঐক্যজোট ও জাগপাসহ বিভিন্ন দল ২৬ আগস্ট মঙ্গলবার দেশব্যাপী বিক্ষোভ দিবস পালনের কর্মসূচি ঘোষণা করে। বিএনপি মহাসচিব আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, "গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ওপর পুলিশের এ নির্মম ভূমিকা অতীতে আর দেখা যায়নি।"

Dhaka University Institutional Repository

পুলিশি তাণ্ডব ও নির্যাতনের প্রতিবাদে হরতাল

২১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭ ইং বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর পূর্ব ঘোষিত বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশকে কেন্দ্র করে রাজধানী ঢাকায় পুলিশ এক নারকীয় তাণ্ডবলীলা চালায়। বিভিন্ন স্থানে পুলিশের ব্যাপক লাঠিচার্জ, অবিরাম টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ, গরম পানি ছিটানো ও গ্রেফতারে রাজধানী ঢাকা পুলিশের রুদ্র রোষের কবলে পড়ে। বিরোধী দলের কোনো কর্মসূচিতে এ ধরনের বাঁধা প্রদান, হামলা ও নির্যাতনের ঘটনা নিকট-অতীতে আর দেখা যায়নি। পুলিশের হামলায় ও লাঠিচার্জে কয়েকশত আহত হয়। গ্রেফতার হয়েছে দুই শত। বিক্ষুব্ধ বিএনপি কর্মীরা পুলিশের প্রতি ইটপাটকেল নিক্ষেপ ও শতাধিক যানবাহন ভাঙচুর করে। পুলিশের এই নজিরবিহীন তাণ্ডব ও নির্যাতনের প্রতিবাদে ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭ ইং সোমবার বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, জাতীয় পার্টি ও জাগপা রাজধানী ঢাকায় অর্ধদিবস হরতাল আহ্বান করে।

রাজধানী ঢাকায় স্বত:স্ফূর্ত সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। অত্যন্ত স্বল্প সময়ের ঘোষণায় বস্তুত কোনো পিকেটিং ছাড়াই এই হরতাল পালিত হয়। এ সময়ের হরতাল মানেই পুলিশের মারমুখী ভূমিকা পালন। যেখানেই হরতালের সপক্ষে মিছিল বা পিকেটিংয়ের চেষ্টা চালানো হয়েছে সেখানেই পুলিশ চালিয়েছে পিটুনি অভিযান। হরতাল সমর্থকদের ধাওয়া দিয়ে অলিগলি থেকে ধরে এনে তাদেরকে পুলিশ ভ্যানে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পুলিশের বেপরোয়া পিটুনি এবং গ্রেফতারি অভিযানের ফলে হরতালের সময় নগরীর মূল কেন্দ্রগুলোতে কার্যত তেমন কোনো মিছিল-মিটিং হতে পারেনি।

Dhaka University Institutional Repository

হরতাল চলাকালে পুলিশী অভিযান মূলত: বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়কে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়। বিএনপি অফিসকে লক্ষ্য করে এবং তার আশেপাশের অলিগলিতে হরতাল সমর্থকদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য দফায় দফায় কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করা হয়। বিভিন্ন স্থানে পুলিশের সঙ্গে হরতালকারীদের বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। বিক্ষোভকারীরা বেশ কিছু যানবাহন ভাঙচুর করে এবং তারা সংবাদপত্রবহনকারী গাড়িও ভাঙচুর করে। দিনব্যাপী সংঘটিত এসব ঘটনায় শতাধিক লোক আহত হয় আর গ্রেফতার করা হয় অগণিত।

অত্যন্ত অল্প সময়ের ঘোষণায় আহূত এ হরতালে ভোর ৬টার দিকে কিছু বাস-ট্রাক রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে; কিন্তু হরতালের কথা শুনে এসব পরিবহন চালক দ্রুত সংশ্লিষ্ট টার্মিনালে তাদের যানবাহন নিয়ে চলে যায়। তবে হরতালের সময় রিকশা চলাচল করে অন্যান্য হরতালের তুলনায় একটু বেশি। সকাল থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত মহানগরী হতে কোনো যানবাহন বাইরে যেতে পারেনি। বিকেল ৫টার দিকে কিছু কিছু বাস টার্মিনাল হতে ছেড়ে যেতে দেখা যায়। ঢাকায় আগত দূরপাল্লার অনেক পরিবহন রাজধানীর আশেপাশের এলাকায় আটকা পড়ে।

জাতীয়তাবাদী ওলামা দলের আহ্বায়ক সৈয়দ নজিবুল বশর মাইজভাণ্ডারী, জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি রিজভী আহমদ ও জাগপা সাধারণ সম্পাদক আনিসুর রহমানসহ বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের গ্রেফতারের সময় পুলিশ অত্যন্ত আপত্তিকর আচরণ করে এবং কর্মীদের গ্রেফতারের সময় পুলিশ কঠোর নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করে। মহানগরীর অনেক এলাকার মতো জাতীয় প্রেসক্লাব এলাকাতেও পুলিশ পিকেটিং করতে দেয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

বিএনপি চেয়ারপার্সন, জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এক বিবৃতিতে সরকারের হিংস্র দমন-নিপীড়ন ও হয়রানি উপেক্ষা করে মাত্র ১০ ঘণ্টার নোটিশে ঢাকা মহানগরীতে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল করায় জনগণকে আন্তরিক ও অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, সরকার দেশের চরম সর্বনাশ করে এখন জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

শান্তিচুক্তি ও ভারতকে করিডোর প্রদানের প্রতিবাদে হরতাল

পার্বত্য চট্টগ্রামকে নিয়ে গভীর ষড়যন্ত্র ও ভারতকে করিডোর প্রদানের অভিযোগসহ জাতীয় অর্থনীতির ধ্বংস সাধন, জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি, সভা সমাবেশ-মিছিলের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের প্রতিবাদে বিএনপি, জাতীয় পার্টি জাগপা, ডিএল ও জনতা পার্টি ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭ ইং বৃহস্পতিবার সারাদেশে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল আহ্বান করে। হরতালের কর্মসূচিকে প্রতিহত করার জন্য সরকার হরতালের পূর্বদিন কয়েক হাজার বাস ট্রাক রাজধানীর ওসমানী উদ্যানসহ বিভিন্ন পার্ক ও মাঠে জড়ো করে। হরতালের দিন আওয়ামী লীগ কর্মীরা এসব যানবাহন নিয়ে হরতাল প্রতিহত করার জন্য মাঠে নামে।

দেশের বিভিন্ন স্থানে গুলি, বোমা, পুলিশের কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ, লাঠিচার্জ, হরতাল বিরোধী ও পুলিশের সঙ্গে হরতাল সমর্থকদের সংঘর্ষ, ভাঙচুর, রেলপথে ব্যারিকেড সৃষ্টি সর্বোপরি সরকারি দল আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের হরতাল বিরোধী তীব্র প্রতিরোধের মুখে হরতাল পালিত হয়।

হরতাল চলাকালে যশোহরের ঝিকরগাছায় আওয়ামী লীগ ও বিএনপি কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের জের ধরে হরতাল শেষে বাড়ি ফেরার পথে বিএনপি কর্মী মুজিবরকে আওয়ামী লীগ কর্মীরা পিটিয়ে হত্যা করে। রাজধানী ঢাকায় সহিংস ঘটনায় ও সংঘর্ষে জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় হুইপ আবু ইউসুফ মোঃ খলিলুর রহমান, সংসদ সদস্য সাবেক মন্ত্রী আব্দুল আলীম এবং সংসদ সদস্য ডা. মোহাম্মদ আলীসহ পাঁচ শতাধিক নেতাকর্মী আহত হয়। পুলিশ বিভিন্ন স্থান থেকে প্রায় দুইশত জনকে গ্রেফতার করে।

Dhaka University Institutional Repository

হরতালের সময় রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে হরতাল সমর্থকদের সঙ্গে পুলিশ ও ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের কর্মীদের সঙ্গে দিনব্যাপী সংঘর্ষে কোথাও কোথাও খণ্ড যুদ্ধের রূপ নেয়। বিভিন্ন স্থানে পুলিশ শতাধিক রাউন্ড কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। রাজধানী ঢাকায় কার্যত কোনো পিকেটিং ছাড়াই সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। বিএনপি নেতাকর্মীরা মিছিল নিয়ে বের হবার চেষ্টা করলেই পুলিশ ও হরতাল বিরোধিরা তাদেরকে ধাওয়া করে, কোথাও কোথাও টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়া হয়। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা রাজধানীর প্রধান প্রধান সড়কসহ বিভিন্ন স্থানে দলীয় এমপি ও মহানগরীর গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের নেতৃত্বে হরতাল বিরোধী জঙ্গি মিছিল বের করে।

হরতাল চলাকালে আওয়ামী লীগ কর্মীরা হরতালের বিরুদ্ধে মাঠে নামে। হরতালের বিরুদ্ধে সরকারি দলের নেতাকর্মীদের মাঠে নামার এ ঘোষণার ফলে নগর জীবনে ভয়াবহ আতঙ্ক বিরাজ করে। ফলে রাজপথে লোকজনের চলাচল কম ছিল। অফিস-আদালতে অন্যান্য দিনের তুলনায় উপস্থিতি ছিল কম।

বিশেষ ব্যবস্থায় গুলিস্তান, ফার্মগেট ও সায়েদাবাদ রুটে মিনিবাস চালানো হয়। এসব গাড়িতে সাধারণ যাত্রীদের উঠানোর চেষ্টা চালানো হলেও অনেকে হেঁটে চলাচল করে। কিন্তু বাসে উঠেনি। কারণ এ বাসগুলোর যাত্রীরা ছিল হরতাল বিরোধী। বিভিন্ন জায়গায় বিএনপি কর্মীরা এসব বাসে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে ক্ষতিসাধন করে। মোটরসাইকেল আরোহী সশস্ত্র তরুণরা মহাখালীতে বিএনপির মিছিল সমাবেশে হামলা চালায়। মৌচাকে আওয়ামী লীগ কর্মীরা সশস্ত্র অবস্থায় হরতাল বিরোধী রিকশা মিছিল বের করে।

Dhaka University Institutional Repository

নয়াবাজারে টানা তিন ঘন্টা ব্যাপী বিএনপি ও হরতাল বিরোধী আওয়ামী কর্মীদের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এই সংঘর্ষে পুলিশ অর্ধশতাধিক রাউন্ড কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। থেমে থেমে সংঘর্ষকালে ঘটনাস্থলের চারপাশে বৃষ্টির মতো ইটপাটকেল পড়ে। এই সংঘর্ষ ধীরে ধীরে সাউথ রোডের দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

কোতোয়ালি থানার ৭৮ নং ওয়ার্ডের বিএনপির একটি মিছিল হাজী আব্দুল আজিজের নেতৃত্বে ধোলাইখালের গোয়ালঘাট মসজিদের মোড়ে পৌছলে সরকারি দলের হরতাল বিরোধীরা এ সময় মিছিলটিতে হামলা করে। এতে সংঘর্ষের রূপ নিলে হরতালকারীরা পার্কিং করা ১৪টি গাড়ি ভাঙচুর করে।

বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা, বিশিষ্ট পার্লামেন্টারিয়ান জনাব সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপারে এক বিবৃতিতে বলেন, "দেশের প্রাণপ্রিয় সেনাবাহিনীর সদস্যদের হত্যাকারী শান্তিবাহিনীর নেতাদের রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনে নিয়ে বর্তমান সরকার যে গোপন চুক্তি করছে তার ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বাধীনতা আর থাকবে না।"

Dhaka University Institutional Repository

নির্যাতনের প্রতিবাদে হরতাল

বগুড়ায় বিএনপি আহূত ৬ অক্টোবর ১৯৯৭ ইং এর সকাল-সন্ধ্যা হরতাল স্বত:স্ফূর্ত ও সর্বাত্মকভাবে পালিত হয়। হরতাল চলাকালে আওয়ামী লীগ সমর্থকদের গুলিতে আনোয়ার হোসেন নামে এক ছাত্রদল কর্মী নিহত হয়। পুলিশের ছত্রছায়ায় আওয়ামী লীগ কর্মীরা হামলা করলে নদীতে সাঁতার কেটে পালানোর সময় গুলি করে আনোয়ার হোসেনকে হত্যা করা হয়। পুলিশও সশস্ত্র আওয়ামী লীগ কর্মীদের হামলায় বিএনপির চারজন সংসদ সদস্যসহ বহুসংখ্যক নেতাকর্মী আহত হয়। আহতদের মধ্যে বগুড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান ও সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট জহুরুল ইসলামের অবস্থা আশঙ্কাজনক। পুলিশ ১৭ জনকে গ্রেফতার করে। পুলিশ বিএনপি অফিসের চারদিকে ঘিরে ফেললে বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী আটকা পড়ে। এ অবস্থায় বেপরোয়াভাবে টিয়ার গ্যাস, রাবার বুলেট ও গুলিবর্ষণ করে। গোটা শহরে মোড়ে মোড়ে পুলিশ অবস্থান নিয়ে বিএনপির কাউকে বের হতে দেয়নি। তা সত্ত্বেও বগুড়ায় নজিরবিহীন হরতাল পালিত হয়।

শাসকদলের সশস্ত্র ক্যাডার ও পুলিশ বাহিনীর এই নারকীয় তাণ্ডবের প্রতিবাদে ৭ অক্টোবর ১৯৯৭ ইং মঙ্গলবার আবার সকাল-সন্ধ্যা হরতাল আহ্বান করে বিএনপি।

বিজিএমই'র চেয়ারম্যান জনাব মোস্তফা গোলাম কুদ্দুস এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, "রফতানিমুখী তৈরী পোশাক শিল্পকে অর্ধদিবস হতালের আওতামুক্ত রেখে খালেদা জিয়া একটি ঐতিহাসিক ঘোষণা দেন।" তিনি বলেন, "বিরোধীদলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার এ ঘোষণা কেবল শিল্প উদ্যোক্তাদেরই উৎসাহিত করেনি। দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে এক আধুনিক গঠনমূলক নতুন ধারার সূচনা করেছে।"

Dhaka University Institutional Repository

সরকারের নির্যাতন ও মিছিল-মিটিং করার দাবিতে হরতাল

অবিলম্বে সরকারের নির্যাতন নিপীড়ন বন্ধ জনগণের দাবি-দাওয়া আদায়ের কথা বলা ও মিছিল মিটিং করার অধিকার আদায় এবং জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের সঠিক ভূমিকা পালনের সুযোগ নিশ্চিত করার দাবিতে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় পার্টিসহ সাতটি রাজনৈতিক দল যৌথভাবে ৪ নভেম্বর ১৯৯৭ ইং তারিখে রাজধানী ঢাকায় অর্ধদিবস হরতাল আহ্বান করে।

হরতাল সমর্থকদের সঙ্গে পুলিশ ও আওয়ামী লীগ কর্মীদের ব্যাপক সংঘর্ষ, বিক্ষিপ্ত বোমাবাজি, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, পুলিশের রাবার বুলেট ও টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপের মধ্য দিয়ে রাজধানী ঢাকায় বিরোধী দল আহূত আধাবেলা হরতাল সর্বাত্মকভাবে পালিত হয়। হরতাল চলাকালে পুলিশ ও সশস্ত্র আওয়ামী কর্মীদের হামলায় বিএনপি ও জামায়াতের দুই শতাধিক কর্মী আহত হয়। হরতালের সময় পুলিশ শতাধিক বিরোধী কর্মীকে গ্রেফতার করে। রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় আওয়ামী লীগ হরতাল বিরোধী মিছিল বের করে। সব এলাকায় পুলিশ মারমুখী ভূমিকা রাখে। পুলিশ বিএনপি ও জামায়াত কর্মীদের কোথায়ও সংগঠিত হতে দেয়নি। ৭ ঘণ্টার হরতালের প্রায় গোটা সময়ই রাজধানীর নর্থ সাউথ রোড, বংশাল ও নয়াবাজার এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। পুলিশ হরতাল সমর্থকদের ওপর বেপরোয়া লাঠিচার্জ, টিয়ার গ্যাস ও রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে।

পল্টন মোড়ে জামায়াতের মিছিলের ওপর বোমা হামলায় তিনজন জামায়াত কর্মী আহত হয়। জামায়াতে ইসলামীর মিছিলে বোমা হামলা করতে গিয়ে আওয়ামী লীগের একজন সন্ত্রাসীর হাতে বোমা বিস্ফোরিত হলে তার একটি হাত উড়ে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

হরতালে রাজধানীর জীবনযাত্রা অচল হয়ে পড়ে। রিকশা ছাড়া কোনো যানবাহন চলাচল করেনি। তবে মহাখালী ও সায়েদাবাদ এলাকায় কিছুসংখ্যক মিনিবাস পুলিশ স্পটে যাত্রীবেশী কতিপয় যুবকদের নিয়ে চলাচল করে। পিকেটারদের হাতে বেশ কিছুসংখ্যক যানবাহন ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। পুলিশ বিএনপি কেন্দ্রীয় কার্যালয় ঘেরাও করে রাখে। শাহবাগে ছাত্রদলের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়।

দেশের সংঘাতময় রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে উদ্বিগ্ন দাতাদেশগুলো তাদের সহযোগিতা বন্ধ করে দেয়ার হুমকি দিয়েছে। ৪ নভেম্বর ১৯৯৭ ইং এর অর্ধদিবস হরতালের মধ্যে ঢাকায় বাংলাদেশের সাহায্য দাতা গ্রুপের বৈঠক শুরু হওয়ার প্রেক্ষাপটে ১৫টি দাতা দেশের প্রতিনিধিরা এক যৌথ বিবৃতিতে এই হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে। কনসোর্টিয়াম বৈঠকের প্রথম দিনের অধিবেশনে দাতারা আরো অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, "উন্নয়নের জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, সামাজিক শান্তি ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকা প্রয়োজন।"

403643

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

খালেদা জিয়ার প্রাণনাশের চেষ্টার প্রতিবাদে হরতাল

চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজে খালেদা জিয়ার প্রাণনাশের চেষ্টার প্রতিবাদে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় পার্টি, ডিএল, জাগপা, পিএনপি ও এনডিএ ৩০ নভেম্বর ১৯৯৭ ইং বিভাগীয় শহরে অর্ধদিবস হরতাল আহ্বান করে। সকল বিভাগীয় শহরে ভোর ৬টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত স্বত:স্ফূর্ত হরতাল পালিত হয়।

হরতাল চলাকালে রাজধানী ঢাকায় বোমার আঘাতে এক ব্যক্তি নিহত হয়। ঢাকা ও চট্টগ্রামে হরতাল সমর্থকদের সঙ্গে পুলিশ ও সরকার সমর্থক হরতাল বিরোধীদের সংঘর্ষ, গুলি, বোমাবাজি, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও পুলিশের লাঠিচার্জে প্রায় দুশ' লোক আহত হয়। পুলিশ শতাধিক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। ঢাকায় সুরিটোলা, তোপখানা রোড ও বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় হরতাল সমর্থকদের সঙ্গে হরতাল বিরোধী আওয়ামী লীগ কর্মী ও পুলিশের কয়েক দফা সংঘর্ষে বিপুলসংখ্যক বোমা বিস্ফোরণ ও গুলিবর্ষিত হয়। পুলিশও প্রচুর কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। হরতাল চলাকালে রাজধানী ঢাকায় তেমন পিকেটিং হতে দেখা যায়নি।

মহাখালী ও ফার্মগেট এলাকায় আওয়ামী কর্মীরা ভোরেই অবস্থান গ্রহণ করে এবং বিএনপি কর্মীদেরকে পুলিশের ছত্রছায়ায় প্রহিতহ করে। নগরীর বিভিন্ন এলাকায় আওয়ামী লীগ কর্মীরা হরতাল বিরোধী মিছিল বের করে। হরতালের সময় বিএনপিসহ হরতাল আহ্বানকারী দলগুলোর কোনো শীর্ষস্থানীয় নেতাকে রাজপথে দেখা যায়নি।

Dhaka University Institutional Repository

চট্টগ্রামে নজিরবিহীন হরতাল পালিত হয়। হরতালে রাজপথ বিএনপি ও জামায়াত কর্মীদের দখলে থাকে। ঢাকার সুরিটোলা এলাকায় ব্যাপক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এই সংঘর্ষ সকাল ১০টা থেকে একটানা বেলা ১টা পর্যন্ত চলতে থাকে। পুলিশ সংঘর্ষ থামাতে একশ' রাউন্ডেরও বেশি টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে। বিএনপি ও আওয়ামী লীগের এই সংঘর্ষ তাঁতীবাজার মোড় থেকে নয়াবাজর, বংশাল, গুলিস্তান ও ফুলবাড়িয়া এলাকা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। জনজীবনে অসহনীয় দুর্ভোগ নেমে আসে। টিয়ার গ্যাসের কড়া ঝাঁঝে বাসা-বাড়ির নারী-পুরুষ ও শিশুরা সবচেয়ে বেশি কষ্ট পায়।

সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরির গেটে ছাত্রদলের একটি মিছিলকে পুলিশ বাঁধা দিলে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁধে। পুলিশ টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে এবং ব্যাপক লাঠিচার্জ করে। এতে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় নেতা মোস্তফা খান সফরী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতা আসাদুজ্জামান লালন ও মনজু আহত হন।

ঢাকা মহানগরীর বিএনপি সভাপতি সাদেক হোসেন খোকা মিন্টু রোডে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, "খালেদা জিয়ার প্রাণনাশের চেষ্টার বিচার বিভাগীয় তদন্ত না হলে শিগগিরই আরো কর্মসূচি দেয়া হবে।"

Dhaka University Institutional Repository

শান্তিচুক্তির প্রতিবাদে হরতাল

বিএনপি, জামায়াত ও জাতীয় পার্টিসহ ৭ বিরোধী দলের আহ্বানে ৭ ডিসেম্বর ১৯৯৭ ইং সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দেশব্যাপী স্বত:স্ফূর্তভাবে হরতাল পালিত হয়। বিদ্রোহী শান্তিবাহিনীর সঙ্গে সরকারের সংবিধান ও জাতীয় স্বার্থ বিরোধী চুক্তি স্বাক্ষরের প্রতিবাদে আহূত এই হরতালে রাজধানী ঢাকাসহ সমগ্র বাংলাদেশ কার্যত অচল হয়ে পড়ে। জনজীবন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে হরতাল সমর্থকদের সঙ্গে পুলিশ ও পুলিশের ছত্রছায়ায় হরতাল বিরোধী আওয়ামী লীগের সশস্ত্র মাস্তানদের সংঘর্ষ, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, গুলি, বোমা, টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ ও পুলিশের লাঠিচার্জে শিশু মহিলা ও চারজন জাতীয় সংসদ সদস্যসহ কয়েকশত আহত হয়। পুলিশ দুই শতাধিক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে।

রাজধানী ঢাকায় পুলিশ ও সশস্ত্র আওয়ামী লীগ মাস্তানদের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত বেশ কিছু বাস হরতাল সমর্থকদের ইট-পাটকেল ও বোমা হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঢাকা শহরের যেখানেই হরতাল সমর্থকরা মিছিল বের করার চেষ্টা করে সেখানেই পুলিশ তাদের বাঁধা দেয়।

সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো বিভিন্ন স্থানে হরতাল বিরোধী, সরকার সমর্থক সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে হরতাল সমর্থকদের মিছিলে হামলা চালায়। কোথাও কোথাও পুলিশ ন্যক্কারজনকভাবে হরতাল বিরোধী সন্ত্রাসী হরতাল সমর্থকদের ওপর আক্রমণ চালাতে দেখা যায়। ঢাকার মহাখালীতে সাবেক মন্ত্রী লুৎফর রহমান খান আজাদ এমপি, সংসদের বিরোধীদলীয় হুইপ জয়নাল আবেদীন ফারুক, নাজিম উদ্দিন আলম এমপি ও এহসানুল হক মিলন এমপি আহত হন। পুলিশ এ চারজন এমপির ওপর লাঠিচার্জ করে।

Dhaka University Institutional Repository

দিনভর পুরনো ঢাকার নয়াবাজারে বিএনপির মহানগরী অফিস এলাকা দৃশ্যত রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। গুলি ও বোমার বিস্ফোরণ চলে প্রায় সারাদিন। পুলিশ চারদিকে বেপরোয়া টিয়ার গ্যাস ছুঁড়ে। পুলিশ বিএনপি অফিসের ছাদে অবস্থান নেয়।

বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনেও পুলিশ মারমুখী ভূমিকা পালন করে। হরতালকারী দলগুলোর মধ্যে মতিউর রহমান নিজামী পল্টনে এক সমাবেশে বলেন, 'সারাদেশে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালনের মধ্য দিয়ে দেশবাসী পার্বত্য কালোচুক্তির বিরুদ্ধে ম্যান্ডেড দিয়েছে। সরকারের উচিত জনতার সঙ্গে ওর প্রতি সম্মান দেখানো।'

হরতাল চলাকালে বিকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে বলেন, "অশান্তি, যুদ্ধ ও সংঘাতে থাকে বিচ্ছিন্নতার আশংকা, শান্তিচুক্তি হবার পর আর কি সম্ভাবনা থাকে।"

হাক্কিউন নবী সোহেল হরতালের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সমাবেশে বলেন, "বিশাল পার্বত্য অঞ্চল ভারতের হাতে তুলে দেয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে জনতার কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হবে।"

Dhaka University Institutional Repository

পল্টন ময়দান ব্যবহার না করতে দেয়ার প্রতিবাদে হরতাল

পল্টন ময়দান কোনো রাজনৈতিক প্রোগামের জন্য বিরোধী দলকে ব্যবহার করতে না দেয়ার প্রতিবাদে ১৮ অক্টোবর ১৯৯৮ ইং তারিখে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় পার্টিসহ ৭ বিরোধী দল এই হরতালের আহ্বান করে।

হরতাল চলাকালে রাজধানী ঢাকায় হরতালকারীদের মিছিল হতে বিজয় নগরে গাড়ি ভাঙচুর করা হয় এবং সেখানে বেশ কিছু বোমার বিস্ফোরণ ঘটান হয়। ধানমন্ডি ও মোহাম্মদপুরে মিছিল হতে গাড়ি ভাঙচুর করে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে।

নয়াবাজারে পিকেটাররা পুলিশের ওপর বোমা নিক্ষেপ করে। হরতাল চলাকালে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে দুইজন বিরোধী দলের কর্মী নিহত হয়। হত্যাকাণ্ডের পর ব্যাপক আকারে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় হরতালকারীরা পুলিশের গাড়িসহ ৩০টি গাড়ি ভাঙচুর করে। গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় দুইজন পুলিশ আহত হয়। পুলিশ ৩০ রাউন্ড টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে এবং ১০০ জনকে গ্রেফতার করে। দুপুরে কলাবাগানে আওয়ামী লীগের ও বিএনপি কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ চলাকালে ইনকিলাবের ফটোসাংবাদিকসহ আটজন গুলিবিদ্ধ হয়। পল্টন ময়দান ব্যবহারের লক্ষ্যে হরতাল পালিত হয়। মিছিল ও সমাবেশে সংঘর্ষ বাঁধে জনগণের জানমালের ক্ষতিসাধিত হয়। কিন্তু পল্টন ময়দান ব্যবহারের অনুমতি লাভে বিরোধী দল ব্যর্থ হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বেগম খালেদা জিয়ার প্রাণনাশের চেষ্টার প্রতিবাদে হরতাল

বেগম খালেদা জিয়ার প্রাণনাশের চেষ্টার অভিযোগসহ বিভিন্ন দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ৪৮ ঘন্টার হরতাল আহ্বান করে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীসহ চারদলীয় জোট।

প্রথমদিনের হরতাল : প্রথমদিনের হরতালে বিএনপি কর্মী ফারুক ও সালাম নিহত হয় এবং ১৫০ জন আহত হয়। পুলিশ ৫০ রাউন্ড কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। ছয়টি যানবাহনে অগ্নিসংযোগসহ ১৪টি গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। পুলিশ ১৭৮ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। সিলেট ও ভোলায় বিভিন্ন সংঘর্ষে ৮০ জন আহত হয়, কুমিল্লায় ১০ জন এবং ময়মনসিংহে ১০ জন আহত হয়।

হরতালের দ্বিতীয় দিন : দ্বিতীয় দিনের হরতালে আহত হয় দুই শতাধিক এবং পুলিশ গ্রেফতার করে ৩শ' জনকে। এর মধ্যে ঢাকায় ২৩৫ জন এবং চট্টগ্রামে ৪৩ জনকে গ্রেফতার করে। ঢাকায় সংঘর্ষ চলাকালে পুলিশ ৩০ রাউন্ড কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে।

হরতাল চলাকালে সর্বমোট নিহত হয় ছয়জন এবং ৬০ ঘন্টার হরতালে আহত হয় ৩৫০ জন। পুলিশ ৭০ জন বিরোধীদলীয় নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করে। ৭ নভেম্বর পল্টন ময়দানের জনসভাকে পণ্ড করা এবং সেই সঙ্গে বেগম খালেদা জিয়ার প্রাণনাশের চেষ্টায় ঢাকায় পাঁচজন নিহত হয় এবং বন্দরনগরী খুলনায় প্রাণ হারায় একজন। এই মোট ছয়জন বিএনপির কর্মী নিহত হয়। তিনদিনের হরতালে ডিসির গাড়িসহ ৪০টি গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। ব্যাপক সংঘর্ষ এবং প্রাণহানীর মধ্যদিয়ে এই হরতাল পালিত হয়। বলা যায়, হরতালের পুরো সময় মানুষ আতঙ্কের মধ্যে অতিবাহিত করে। বিভীষিকাময় এ ৬০ ঘন্টা বাংলাদেশের জনগণ মনে রাখবে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৯ ইং সালে হরতাল

উদাহরনস্বরুপ ১৯৯৯ ইং সালের হরতালের একটি ছক নিম্নে দেয়া হল-

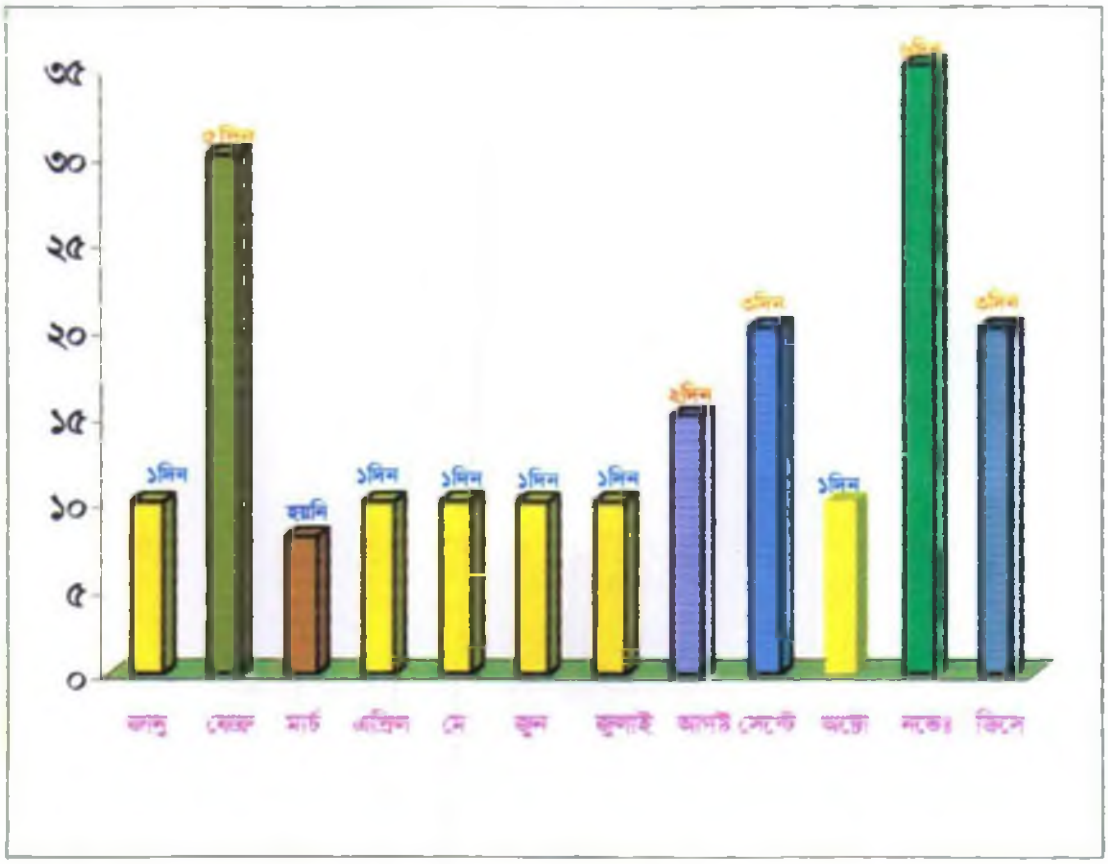

১৯৯৯ ইং সালে মোট ২৫দিন হরতাল হয়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রধান নির্বাচন কমিশনরারের পদত্যাগের দাবিতে হরতাল

১) প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগ।

২) সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী সকল রাজনৈতিক দলের সম্মতিক্রমে নতুন প্রধান নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন ।

৩) পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের ভোটারদের পরিচয়পত্র প্রদান

৪) বর্তমানে কারাবন্দি সকল রাজনৈতিক নেতাকর্মীর মুক্তি এবং তাদের ও অন্যান্য নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে আনীত সকল মিথ্যা মামলা তুলে নিয়ে গ্রেফতার ও হয়রানি বন্ধের দাবি জানায় বিরোধী দল এ হরতালের মাধ্যমে।

২৬ জানুয়ারি ১৯৯৯ ইং ছিল পৌরসভা নির্বাচনের মনোনয়ন দাখিলের দিন, বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় পার্টি ও ইসলামী ঐক্যজোটের আহ্বানে মঙ্গলবার সকাল-সন্ধ্যা ১৮ ঘণ্টা হরতাল পালিত হয়।

হরতাল চলাকালে নগরীর বিভিন্ন স্থানে পুলিশ এবং হরতাল বিরোধীদের সঙ্গে হরতাল আহ্বানকারীদের সংঘর্ষ হয়। পুলিশ প্রায় দুই শতাধিক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। ১২ জন পুলিশসহ অর্ধশতাধিক ব্যক্তি আহত হয়। নগরীর বিভিন্ন স্থানে প্রায় ৩৫টি গাড়ি ভাঙচুর ও দুইটি গাড়িতে অগ্নিসংযোগ ঘটানো হয়। যশোহরের হরতাল চলাকালে দুই ব্যক্তি নিহত হয়। পাশাপাশি সরকারি দল আওয়ামী লীগ ও উহার অঙ্গ সংগঠনগুলো হরতাল বিরোধী মিছিল, স্লোগান দেয়। সংসদ সদস্য এম রহমত উল্লাহর নেতৃত্বে প্রায় ১০০টি রেন্ট-এ কার, প্রাইভেটকার ও মোটরসাইকেলের একটি দীর্ঘ হরতাল বিরোধী মিছিল মহাখালী, পুরাতন বিমান বন্দর, সড়ক ও প্রেসক্লাব প্রদক্ষিণ করে।

Dhaka University Institutional Repository

বিএনপির মহাসচিব আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া সরকারের প্রতি পৌরসভা নির্বাচনের তফসিল বাতিল ও চার দফা দাবি জানিয়ে বলেন, আগামীতে আরো কঠিন কর্মসূচি দেয়া হবে এবং এই আন্দোলন এক দফার আন্দোলনে পরিণত হবে। সন্ধ্যায় মিন্টুরোডে এক সাংবাদিক সম্মেলনে আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করে তিনি বলেন, পৌরসভা প্রহসনের নির্বাচন বর্জনের জন্য দেশের সর্বত্র সভা, সমাবেশ ও মিছিলের আয়োজন করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

চারদফা দাবি আদায়ের জন্য হরতাল

৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ ইং চারদফা দাবি আদায়ের জন্য বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় পার্টি ও ইসলামী ঐক্যজোট আহূত ৪৮ ঘণ্টা কর্মসূচির ৯ ফেব্রুয়ারির প্রথম দিবসেই গুলিতে নিহত হয় সজল চৌধুরী নামে এক ছাত্র। নগরীতে পক্ষ-বিপক্ষ পুলিশসহ কমপক্ষে শতাধিক ব্যক্তি আহত হয়েছে। পুলিশ কনস্টেবল তাজউদ্দীন বোমায় আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে এবং আশঙ্কাজনক অবস্থায় সিএমএইচ ইনটেনসিভ কেয়ারে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। পুলিশ ১৭৫ জনকে গ্রেফতার করেছে। অপরদিকে নিহত ছাত্র বিএনপির কর্মী বলে তার হত্যাকাণ্ড এবং সরকার সমর্থকদের সহিংশতার অভিযোগ উত্থাপন করে বিরোধী দল হরতালের সময়সীমা বাড়িয়ে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত নির্ধারণ করে।

চট্টগ্রাম মহানগরীতে হরতালের প্রথম দিনে মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত হয়। যানবাহন চলাচল বন্ধ ছিল। সেই সঙ্গে বন্দরের সকল কাজ বন্ধসহ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, অভিজাত বিপণী কেন্দ্র ও বেসরকারি দফতরসমূহ অচল থাকে। ব্যাংক-বীমা ও দফতরে আর্থিক লেনদেন হয়নি। হরতালের কারণে রেলওয়ের ঢাকাগামী এক্সপ্রেস ট্রেন বাতিল করা হয়। ফলে জনজীবন ছিল অচল।

এদিকে ঢাকার বাইরে মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল পালিত হয়। তবে অনেক স্থানে হরতাল পালিত হয় নাই। সন্ধ্যার পর ঢাকায় ব্যাপক বোমাবাজি হয় এবং সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত ব্যাপক বোমাবাজির সংবাদ পাওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

দিবসের পূর্বভাগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের মধ্যে সংঘর্ষে একজন ছাত্রদল নেতা আহত হন। এ দুই দলের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার সময় ছাত্রলীগের অবস্থান হতে কয়েক রাউন্ড গুলি বর্ষিত হলে ছাত্রদল ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। পরে ছাত্রলীগ কর্মীরা তাদের ধাওয়া করে নীলক্ষেতের দিকে নিয়ে যায়। ভিসি ভবনের সম্মুক হতে আরো কয়েক রাউন্ড গুলি বর্ষণের ঘটনা ঘটে।

সার্বিকভাবে হরতালের প্রথম দিনে পক্ষ-বিপক্ষ উভয়েই রাজপথে ছিল। বিএনপিসহ সমমনা বিরোধী দল ও তার অঙ্গ সংগঠনগুলোর মিছিল, সভা সমাবেশের পাশাপাশি হরতাল বিরোধী সরকারি দল ও আওয়ামী এবং অঙ্গ সংগঠনগুলো হরতাল বিরোধী মিছিল সভা সমাবেশ অব্যাহত রেখেছে। সব দলের প্রথম সারীর নেতাকর্মীসহ সর্বস্তরের নেতাকর্মীরাই মাঠে ছিল।

হরতালের দ্বিতীয়দিন : ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ বিএনপিসহ সমমনা চারদলের আহূত হরতালের দ্বিতীয় দিন। হরতালের এদিনে রাজধানীতে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষে আহত হয় অর্ধশতাধিক, গ্রেফতার হয় ১০৯ জন। হরতালের পক্ষ-বিপক্ষ লোকদের মধ্যে সংঘর্ষ এড়াবার জন্য পুলিশ শতাধিক রাউন্ড টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে। হরতাল সমর্থক ও বিরোধীদের বহুসংখ্যক মিছিল বের হয়। দূরপাল্লার যান চলাচল করে নাই। তবে লঞ্চ ও বিমান চলাচল স্বাভাবিক ছিল। প্রধান প্রধান বিপনী কেন্দ্রগুলো বন্ধ ছিল। অফিস আদালতের উপস্থিতি ছিল কম।

অপরদিকে হরতালে সাভার, ভোলা ও বগুড়ার রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে আহত হয়েছে দুই শতাধিক ব্যক্তি। তবে খুলনায় একজন ও ফেনীতে একজন গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সার্বিকভাবে দ্বিতীয় দিনের হরতাল প্রথম দিনের তুলনায় অনেক অনেক বেশি সংঘর্ষ ও রক্তাক্ত হয়েছে। কেননা হরতাল সমর্থকদের মিছিলের জবাব হরতাল বিরোধী মিছিলের মাধ্যমে হওয়ায় সংঘর্ষ ও হতাহতের পরিমাণ বেড়েছে।

প্রথমদিন হরতাল চলাকালে বিকেলে পল্টন মোড়ে জামায়াতের এক সমাবেশে জামায়াত নেতা মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বলেন, "সরকার রাষ্ট্রীয়ভাবে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে পুলিশ বাহিনী লেলিয়ে দিয়ে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করলে হরতালের মেয়াদ আরো বৃদ্ধি পাবে।"

বিএনপির চেয়ারপার্সন ও জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন, "জনগণের ওপর অত্যাচার, রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের হত্যা ও নিপীড়ন করে জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলন দাবিয়ে রাখা যাবে না। সরকারের নিপীড়ন ও নির্যাতন যতোই বাড়বে আমরা ততোই আন্দোলনে কঠোর হতে কঠোরতর কর্মসূচি দিবো। এতে সরকার দাবি মেনে না নিলে হত্যা, নির্যাতন ও গ্রেফতার বন্ধ না করলে আমরা জনগণকে নিয়ে সরকার পতনে একদফা আন্দোলন শুরু করবো। এর পরিণতির জন্য সরকারকেই দায়ী থাকতে হবে।"

হরতালের তৃতীয়দিন : ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ ইং প্রধান বিরোধী দল বিএনপিসহ সমমনা চারদলের আহূত লাগাতার তিনদিনের ৬০ ঘন্টা হরতালের শেষ ১২ ঘন্টার রাজধানীতে হরতালকারী ও হরতাল বিরোধীদের মধ্যে বোমাবাজি, গুলিবিনিময়, সংঘর্ষ ও পুলিশের অ্যাকশনে অর্ধশতাধিক ব্যক্তি আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে ১৫ জন পুলিশ আর গ্রেফতার হয়েছে ৯৮ জন। এদিন

Dhaka University Institutional Repository

রিকশা চলাচল প্রায় স্বাভাবিক ছিল, বড় বড় দোকানপাট ও অফিস-আদালত বন্ধ ছিল, ব্যাংকে কোনো লেনদেন হয়নি, ট্রেন, লঞ্চ ও বিমান চলাচল স্বাভাবিক ছিল।

হরতালের শেষদিন চট্টগ্রাম মহানগরের বিভিন্ন স্থানে হরতালকারী ও হরতাল বিরোধীদের মধ্যে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষে অর্ধশতাধিক আহত হয়। বাঁশখালীতে একজন ছাত্রদল নেতা গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন। এই নিহতকে কেন্দ্র করে আগামী সোমবার দক্ষিণ চট্টগ্রামে পূর্ণদিবস হরতাল আহ্বান করেছে। হরতালে চট্টগ্রামে অচলাবস্থা বিরাজ করছে। এছাড়াও দেশের সর্বত্র হরতালে বহু সংঘর্ষ হয়েছে।

উল্লেখ্য হরতালের প্রথম দিন আহত পুলিশ কনস্টেবল মোঃ তাজউদ্দিন ৯ ও ১০ইং নভেম্বর ১৯৯৯ ইং সিএমএইচে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে দুপুরে মারা যান। তার বয়স ২০ বছর। ১৯৯৭ সনের ১৪ ডিসেম্বর পুলিশ বিভাগে যোগদান করে।

এদিকে সরকার ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও পেশাজীবীদের নিয়ে হরতালের বিরুদ্ধে সম্মিলিত অবস্থান নেয়ার কথা ব্যক্ত করে।

অন্যদিকে জাতীয় সংসদের বিরোধী ও বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, "জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।" তিনি সরকারকে চার দফা দাবি মেনে নিয়ে পৌরসভা নির্বাচনের নতুন তফসিল ঘোষণা, হরতাল চলাকালীন পুলিশ ও আওয়ামী সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহতদের বিচার অনুষ্ঠান ও নিহতদের পরিবারকে ক্ষতি-পূরণের দাবি জানান।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশেষে বলা যায় যে, ৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারি এবং আরো একদিনের বাড়তি ৬০ ঘন্টা হরতালের জনসমর্থন, সাড়া জাগানো মিছিল, পাল্টা মিছিল, উত্তপ্ত রাজপথ, জানমালের ক্ষয়-ক্ষতিসহ সরকারি ও বিরোধী দলের সক্রিয় অংশগ্রহণ এটাই প্রতীয়মান হয় যে, হরতাল খুব ভালো ফলাফল বয়ে আনেনি।

Dhaka University Institutional Repository

চারদফা দাবি আদায়ের জন্য দ্বিতীয় হরতাল

বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় পার্টি ও ইসলামী ঐক্যজোটসহ সমমনা দলগুলো প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগ ও পৌরসভা নির্বাচন স্থগিত রাখাসহ চার দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে সারাদেশে ৩ দিনের ৬৬ ঘণ্টা হরতাল আহ্বানের ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ মঙ্গলবার ছিল প্রথমদিন। ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত একটানা এই হরতাল পালিত হয়।

মঙ্গলবার হতে তিনদিন ব্যাপী পৌরসভা নির্বাচন শুরু হয়। প্রথমদিনে পৌরসভা নির্বাচন ও হরতালে রাজধানীতে একজন নিহত এবং নয়জন পুলিশসহ শতাধিক লোক আহত হয়। গ্রেফতার হন সফিউল আলম প্রধানসহ দুই শতাধিক নেতাকর্মী। রাজশাহীতে আহত হয় ৫০ জন। রাজধানীতে রিকশা চলাচল প্রায় স্বাভাবিক ছিল। সরকারি অফিস-আদালত এবং সচিবালয়ের স্বাভাবিক কাজ-কর্ম চলে।

চট্টগ্রামে ব্যাপক বোমাবাজির মধ্যদিয়ে হরতাল পালিত হয়। এই বোমাবাজি সকালে ও সন্ধ্যায় নগরীর বিভিন্ন স্থানে ঘটে। তাছাড়া শহরের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে হরতালকারী, হরতাল বিরোধী আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ-সংগঠনসমূহ অবস্থান গ্রহণ করলেও কোনো সহিংসতা ঘটেনি। পূর্ণ অচল জনজীবনে রিকশা ছাড়া অন্য কোনো যান ছিল না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্যিক এলাকার প্রধান প্রধান বিপনী কেন্দ্র বন্ধ থাকায় ব্যাংক, কাস্টম হাউজ, ট্রেজারিতে লেনদেন হয়নি। তবে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি পতেঙ্গায় ভারী শিল্প কারখানা, ইপিজেড এবং সার কারখানার উৎপাদন অব্যাহত ছিল। হরতালে বিএনপি-ছাত্রদল ও জামায়াত-শিবির শহরের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক পিকেটিং সভা সমাবেশ করে।

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় সংসদের বিরোধী নেত্রী ও বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া এক বিবৃতিতে বলেন, "গণবিরোধী সরকারের নীল-নকশার প্রহসনের পৌরনির্বাচন দেশবাসী প্রত্যাখ্যান করেছে। তিন দিনের হরতালের প্রথম দিন সর্বাত্মক সফল হরতাল পালন করে জনগণ সরকারের ষড়যন্ত্রে রুখে দাঁড়িয়েছে।"

হরতাল চলাকালে জনগণসহ দলীয় নেতাকর্মীর ওপর সরকারের দমন-নিপীড়ন, গ্রেফতার ও হয়রানির তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং তিনি আগামী দুই দিনের সর্বাত্মক হরতাল পালন ও নির্বাচন বর্জনের মাধ্যমে সরকারের নীল-নকশার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য দলীয় নেতাকর্মী ও দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

এদিকে জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল ও সংসদীয় দলের সাবেক নেতা মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলেন, "চারদফাকে পাশ কাটিয়ে সরকার এক গুঁয়েমির নির্বাচন অনুষ্ঠান করে দেশে নতুন রাজনৈতিক সংকটের সৃষ্টি করে যাচ্ছে।" তিনি আরো বলেন, "এক গুঁয়েমির পরিণতি ভালো হয় না। সন্ত্রাসী লেলিয়ে দিয়ে পুলিশের পেটোয়া বাহিনী দিয়ে গায়ের জোরে আন্দোলন দমন করা যায় না।" তিনি সারাদেশে হরতাল সফল করায় দেশবাশীকে ধন্যবাদ জানিয়ে আরো দুইদিনের শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল পালন করার আহ্বান জানান।

আবার জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ এক বিবৃতিতে জাতীয় পার্টিসহ চরদলের উপস্থিতিতে চরদফা দাবিতে আহূত ৬৬ ঘণ্টা লাগাতার হরতালের প্রথম দিনে জনগণ

Dhaka University Institutional Repository

স্বত:স্ফূর্তভাবে সাহসিকতার সঙ্গে হরতাল পালন করায় অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, হরতাল চলাকালে সরকারের পুলিশ ও প্রাইভেট বাহিনী নজিরবিহীন সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে। বিরোধী দলের সমাবেশ ও মিছিলে বাঁধা প্রদান করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, যে সন্ত্রাসের কারণে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটলে ও জনগণের জানমালের ক্ষতিসাধিত হলে সরকারকেই দায়-দায়িত্ব বহন করতে হবে।

হরতালের দ্বিতীয়দিন : চারদলের সমমনা বিরোধী দলগুলো প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগ ও পৌরসভা নির্বাচন স্থগিত রাখাসহ চারদফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে সারাদেশে তিন দিনের হরতাল আহ্বানের ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ সালের বুধবার দ্বিতীয় দিনের হরতালে দুইজন নিহত, সাংবাদিকসহ আহত ৩০ জন এবং গ্রেফতার হয় ৭৩ জন। পক্ষ-বিপক্ষ ও পুলিশ-সাংবাদিকদের বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে।

রাজধানীতে জাতীয় প্রেসক্লাবের নিকট বোমা বিস্ফোরণের পর সাংবাদিকদের ওপর পুলিশ লাঠিচার্জ করে। যাত্রাবাড়ীতে হরতাল বিরোধী কর্মীদের হাতে কয়েকজন সাংবাদিক প্রহৃত হন এবং তাদের ক্যামেরা ছিনিয়ে নিয়ে ভেঙ্গে ফেলা হয়। এছাড়াও রাজধানীতে বিক্ষিপ্তভাবে বোমাবাজি ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। হরতালে পুরনো ঢাকার জনজীবন অচল হয়ে পড়ে। রিকশা চলাচল করে খুবই কম। পাড়া-মহল্লায় দোকানপাট খোলা থাকলেও বড় বড় বিপনী কেন্দ্র ও মার্কেট বন্ধ থাকে। যোগাযোগ ব্যবস্থা ও আর্থিক ক্রয়-বিক্রয় কম থাকায় ব্যাংকসমূহে লেনদেন কম হয়। দূরপাল্লার যানচলাচল বন্ধ থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

হরতালের ভয়াবহতা প্রথম দিনের তুলনায় দ্বিতীয় দিনের সাংঘাতিক রূপলাভ করে। বোমাবাজি এবং পক্ষ-বিপক্ষদের মিছিল বের করে।

পূর্ত মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মচারী আহত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে সচিবালয়ের কর্মচারীদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি এবং সেখানে মিছিল ও সমাবেশ হয়। দৈনিক ইত্তেফাকের কর্মী বহনকারী দুটি বেবিটেক্সিতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। এ ছাড়া রাজধানীতে তেমন কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

রাজধানীর অধিকাংশ এলাকায় দোকানপাট খোলা ছিল এবং ব্যাংকে স্বাভাবিক লেনদেন হয়। রিকশা চলাচল স্বাভাবিক থাকায় জনজীবন মোটামুটি সচল থাকে। তবে দূরপাল্লার বাস চলাচল করেনি। ট্রেন, লঞ্চ, স্টিমার এবং বিমান চলাচল স্বাভাবিক থাকে।

সকাল সাড়ে ৭টায় অফিস যাত্রীদের নিয়ে একটি টেম্পো শ্যামপুর ঢাকা ম্যাচ ফ্যাক্টরীর নিকট পৌঁছলে টেম্পোর ওপর একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে টেম্পোটি উল্টে যায়। এ সময় একজন গার্মেন্টস শ্রমিক ঘটনাস্থলেই নিহত হন এবং সচিবালয়ের পূর্ত বিভাগের কেয়ার টেকার ইউনিটের একজন মহিলা কর্মচারীও নিহত হয়।

তাছাড়া সারাদেশে তৃতীয় দিনে শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল পালিত হয়। প্রধান প্রধান জেলা শহর ও বিভাগীয় শহরে বিচ্ছিন্নভাবে বোমাবাজি ও পক্ষ-বিপক্ষের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। টানা ৬৬ ঘণ্টা হরতালের তৃতীয় দিনে চট্টগ্রামে কোনো ধরনের অঘটন ছাড়াই হরতাল পালিত হয়। এদিনই শহরের জনাকীর্ণ আবাসিক এলাকাসমূহে কিছুসংখ্যক দোকানপাট খোলা দেখা যায়। তবে হরতাল

Dhaka University Institutional Repository

বিরোধীরা সাংবাদিকদের ওপর যে হামলা করে তা জঘন্য, বর্বরোচিত, অমানবিক, অগণতান্ত্রিক হরতালের দ্বিতীয় দিন, সাংবাদিকদের প্রতি সরকার ও সরকারি দলের পুলিশের আচরণ গণতান্ত্রিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় প্রশ্নবোধক।

বিএনপি চেয়ারপার্সন ও সংসদের বিরোধীদলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া হরতালের দ্বিতীয় দিনে দেশব্যাপী সফল হরতাল পালন, প্রহসনের পৌরনির্বাচন বর্জনের জন্য দেশবাসীকে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, "সর্বাত্মক হরতাল পালনের মাধ্যমে জনগণ ভোট চোর সরকারের প্রহসনের পৌরনির্বাচনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে এবং সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা জানিয়েছে।" বিবৃতিতে বলা হয়, সরকারের কর্মকাণ্ডে গণতন্ত্রের কোনো চিহ্ন নেই। আরো বলা হয়, এই চারদফা দাবি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন ও স্বাধীন ভোটাধিকার প্রয়োগ নিশ্চিত করার দাবি। এ দাবি মানলে সরকারের পতন ঘটবে না। মানুষের ভোটাধিকার নিশ্চিত হবে।

হরতালের তৃতীয়দিন : ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ ইং বৃহস্পতিবার বিএনপিসহ চারটি সমমনা দলের আহূত হরতালের তৃতীয় ও শেষদিনে বিচ্ছিন্ন ঘটনায় দুইজন নিহত, আহত হয় ৩৫ জন এবং গ্রেফতার হয়েছে বিএনপি চারনেতাসহ ৫৮ জন। রাজধানীর কিছু কিছু স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে চোরাগুপ্তা হামলা হয়। তবে প্রধান নগর কেন্দ্র, বাণিজ্য ও বিপণী কেন্দ্রসমূহ নিস্তব্ধ থাকে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যাংক ও অর্থ লেনদেনকারী অফিসসমূহে কাজ-কর্ম চলেনি। সরকারি অফিস-আদালত কার্যত অচল থাকে। অবশ্য গার্মেন্টস, ইপিজেড এবং সার কারখানাসহ প্রত্যেক বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে উৎপাদন অব্যাহত থাকে। বন্দর কার্যক্রমে স্থবিরতা দেখা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

এদিকে হরতাল চলাকালে শহরের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোতে বোমাবাজির ঘটনা ঘটে। হরতালকারী ও হরতালের বিরোধী পক্ষ-পৃথক পৃথক স্থানে সভা-সমাবেশ ও খণ্ড মিছিল অব্যাহত রাখে।

পরিশেষে বলা যায় যে, সারাদেশে একটানা তিন দিনের হরতাল সফলভাবে পালিত হলেও দেশের কোথাও কোথাও হরতাল পালিত হয়নি। তবে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বেশ পিছিয়ে গেল এবং বর্তমান সরকারের আমলে রাজনৈতিক গতি অন্যদিকে মোড় নিল।

Dhaka University Institutional Repository

পানি ও বিদ্যুৎ সংকট এবং দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির প্রতিবাদে হরতাল

১৮ এপ্রিল ১৯৯৯ ইং তারিখ বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী ঐক্যজোটসহ সমমনা দলগুলো পানি, বিদ্যুৎ গ্যাস সংকট সমাধানের দাবিতে এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির প্রতিবাদে এবং সরকারের পদত্যাগের দাবিতে হরতাল আহ্বান করে। বোমাবাজি, সংঘর্ষ, পিকেটিং ও পুলিশের কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপের মধ্যদিয়ে আহূত সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। হরতালে সকালের রাজধানী নিরব ও নিথর হয়ে পড়ে। বিভিন্ন স্থান হতে প্রাপ্ত খবরে জানা যায় দেশে মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল পালিত হয়। হরতাল চলাকালে ঢাকায় হরতালের সমর্থক ও বিরোধীদের মধ্যে সংঘর্ষ ও বোমাবাজিতে ছয়জন পুলিশসহ ৩৫ জন আহত হয় এবং পুলিশ ৭২ জনকে গ্রেফতার করেছে। নগরীর কয়েকটি স্থানে গাড়ি ভাঙচুর ও পোড়ানোর খবর পাওয়া গেছে।

বেলা পৌনে এগারোটার দিকে শিশুপার্কের সামনে বিআরটিসিরি বাসে বোমা নিক্ষেপ করলে বাসের হেলপার মারাত্মকভাবে জখম হয়ে পঙ্গু হাসপাতালে ভর্তি হয়। মহাখালীতেও বাসে বোমা নিক্ষেপের ফলে দুইজন আহত হয়।

সকাল-সন্ধ্যা হরতাল চলাকালে ডেমরা থানাধীন উত্তর যাত্রাবাড়ী শহীদ ফারুক সড়কে হরতালের পক্ষ বিপক্ষর মধ্যে সংঘর্ষ এবং সেখানে পুলিশের লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। এছাড়া পুরনো ঢাকায় কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটে। সেখানে পিকেটাররা একটি রিকশায় আগুন ধরিয়ে দেয় এবং বেশ কিছু বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। এর পর পরই হরতাল বিরোধিরা তাদের ধাওয়া করলে শুরু হয় উভয়পক্ষের সংঘর্ষ। ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া এবং বোমাবাজির ঘটনা

Dhaka University Institutional Repository

ঘটায়। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কয়েক রাউন্ড টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে। হরতাল পক্ষের কর্মীরা বিভিন্ন গলি পথে ঢুকে পড়ে। মিনিট দুয়েক পরে পুনরায় বোমাবাজি শুরু হলে পুলিশ ধাওয়া করে পিকেটারদের কিছুদূর নিয়ে যায়। পিকেটিং ও ব্যাপক বোমাবাজি শুরু হলে পুলিশ পিছনে হটে যায় এবং অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়। এভাবে পুলিশ ও হরতাল সমর্থকদের মধ্যে দীর্ঘ সময় ধরে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া চলে।

এরপর বেলা দেড়টায় পিকেটাররা শহীদ ফারুক সড়কে এসে অবস্থান নেয় এবং তারা সেখানে টায়ারে আগুন ধরিয়ে দেয়। দনিয়া কলেজের সম্মুখে কয়েকজন পিকেটার একটি বেবিটেক্সিকে ধাওয়া করলে বেবিটেক্সিটি উল্টে যায়। ঘটনাস্থলে বেবিটেক্সিচালক আহত হয়।

পিকেটিং এর পাশাপাশি হরতাল বিরোধী মিছিল হয়। সরকারি দল ও এর অঙ্গ সংগঠনগুলো মিছিল, বোমাবাজি ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটায়। এদিকে দেশের অন্যত্র হরতালে বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনা ছাড়া মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল পালিত হয়েছে। চট্টগ্রামে হরতাল চলাকালে বহদ্দারহাটে হরতাল সমর্থক ও বিরোধীদের এক সংঘর্ষে দুইজন গুলিবিদ্ধ ও ১৪ জন আহত হয়। এ ঘটনা ছাড়া শহরে মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল পালিত হয়। তবে নগরীর জনজীবনে অচলাবস্থা বিরাজ করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও অফিস আদালত অচলসহ ব্যাংক বীমায় কোনো লেনদেন হয়নি। এমনকি বন্দরে কোনো মালামাল প্রবেশ করেনি এবং বন্দর হতে কোনো মালামাল ডেলিভারী হয়নি।

প্রধান প্রধান সড়কে হাতেগোনা কয়েকটি রিকশা ছাড়া কোনো যান্ত্রিক যানবাহন চলাচল করেনি। এছাড়া লালদীঘিসহ প্রধান প্রধান পয়েন্টে বিরোধী দলের সভা সমাবেশ শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

খুলনায় হরতাল চলাকালে নগরীতে কোনো অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটেনি। তারপরও হরতালে খুলনায় অচল অবস্থা বিরাজ করে। এদিকে রাজশাহীতে হরতাল সফলভাবে পালিত হয়েছে। একমাত্র ট্রেন ছাড়া অন্য কোনো যানবাহন চলাচল করেনি। বিরোধী দলগুলো পৃথকভাবে মিছিল, সভা-সমাবেশ করেছিল। সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, অফিস আদালত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে। হরতালে বরিশাল ও সিলেটে একই অবস্থা বিরাজ করে।

চার বিরোধী দল আহূত হরতাল সফলভাবে পালিত হওয়ায় স্ব স্ব দলের প্রধান দেশবাসীকে অভিনন্দন জানান। বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন, "আওয়ামী লীগ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর মুখের গণতন্ত্রের কথা শোভা পায় না।" তিনি আরো বলেন, "গাছের আগা কেটে গোড়ায় পানি ঢালার মতো আওয়ামী লীগ মুখে গণতন্ত্রের কথা বলে, কার্যত জনগণের সকল গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করেছে।"

আবার জামায়াতের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম এক বিবৃতিতে হরতাল সফল করায় দেশবাসীকে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, স্বত:স্ফূর্ত হরতাল পালন করায় দেশবাসী প্রমাণ করলো এ সরকারের প্রতি তাদের কোনো সমর্থন নেই। বিবৃতিতে তিনি সরকারকে অবিলম্বে পদত্যাগ করার আহ্বান জানান এবং অন্যথায় জনগণ এক দফার আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করা হবে বলে উল্লেখ করেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, হরতাল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে দেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তুলছে। আর এই ক্ষতির পরিমাণ ও হরতাল সমান্তরালভাবে ঘটছে।

Dhaka University Institutional Repository

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতির প্রতিবাদে হরতাল

১১ মে ১৯৯৯ ইং তারিখ সারাদেশে ৬টা থেকে ২টা অর্ধদিবস হরতাল সফলভাবে পালিত হয়। বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি সংকট, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি এবং সরকারের ব্যর্থতার প্রতিবাদে বিএনপি, জাপা (এরশাদ), জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ঐক্যজোটসহ সমমনা চার বিরোধী দল এই হরতাল আহ্বান করে।

হরতাল চলাকালে নগরীতে অন্তত ৩০ জন আহত হয়। আহতদের মধ্যে কয়কজন সংসদ সদস্যসহ ফটোসাংবাদিক রয়েছেন। বিভিন্ন স্থান হতে পুলিশ ২৫ জনকে গ্রেফতার করেছে। মিছিলে অংশগ্রহণকারী এক মহিলা পুলিশের হাতে লাঞ্ছিত হন। হরতাল চলাকালে রাজধানীর পরিবেশ প্রায় নিরুত্তাপ থাকে। পিকেটিং এ তেমন তীব্রতা ছিল না। তবে সকাল ১০টার দিকে বিএনপির পল্টনস্থ প্রধান কার্যালয়ের সামনে নেতাকর্মীদের জটলা হয়। এরই মধ্যে বিপরীতে অবস্থিত নাইটেঙ্গেল রেস্তোরাঁর সামনে দুটি বোমা বিস্ফোরিত হলে পুলিশ বিএনপির কার্যালয়ের দিকে টিয়ার সেল নিক্ষেপ করে। ফলে বিএনপি নেতাকর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এবং তারা একটি মিছিল বের করে। মিছিলটি বিজয়নগর পৌঁছলে পুলিশ বাঁধা দেয়। এ সময় বিএনপির নেতা সাদেক হোসেন খোকা পুলিশের উদ্দেশে বলেন, আমাদের গতিরোধ করছেন কেন? সামনে কি ১৪৪ ধারা জারি আছে? এ সময় পুলিশ মিছিলকারীদের সামনে অগ্রসর হওয়ার পথ করে দেয়। মিছিলটি আরো কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর প্রীতম ভবনের সামনে পুলিশের কাটা তারের ব্যারিকেডের সম্মুখ দিয়ে ঘুরে উত্তর দিকে ফিরে যাওয়ার সময় হঠাৎ মিছিলের মধ্যে বোমা বিস্ফোরিত হলে পুলিশ মিছিলকারীদের ওপর কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে ও লাঠিচার্জ করে। পুলিশের ব্যাপক লাঠিচার্জ

Dhaka University Institutional Repository

টিয়ার গ্যাস ও গুলিবর্ষণে কর্মীরা দিকবিদিক ছুটাছুটি করতে থাকে। কিন্তু পুলিশ বেস্টনী থেকে কেউ বের হতে পারেনি। পুলিশের বেস্টনী ভেঙ্গে পালানোর চেষ্টা করলে পুলিশ সূত্রাপুর থানার বিএনপি নেত্রী সনি বেগমসহ বেশকয়েকজন মহিলা নেত্রীকে বেদম প্রহার করে। পুলিশ সনি বেগমের শাড়ি সম্পূর্ণ খুলে ফেলে বিবস্ত্র করে ফেলে। এ ঘটনায় সাংবাদিকরা ফটো তোলা শুরু করলে সাংবাদিকদের ওপর রমনা থানার ওসি হানিফের নির্দেশে পুলিশ ব্যাপক লাঠিচার্জ করে। এতে অনেক সাংবাদিক আহত হয় ও গুরুতর আহত ১৫ জনকে মেডিক্যালে ভর্তি করানো হয়। পুলিশের ব্যাপক লাঠিচার্জ ও গুলিবর্ষণের ঘটনায় বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা আবদুল্লাহ আল নোমান, সাদেক হোসেন খোকা এমপি, মেজর অব. হাফিজ উদ্দিন এমপি, অধ্যাপক এম এ মান্নান এমপি ও জয়নাল আবেদীন ফারুক এমপি আহত হন। এ ঘটনায় চারজন এমপিসহ ১৫ জন সাংবাদিকসহ প্রায় শতাধিক বিএনপি নেতাকর্মী আহত হন।

সকাল ৯টার দিকে একটি বিআরটিসির বাস থেকে প্রেসক্লাবের সামনে বোমা বিস্ফোরণ ঘটাতে ঘটাতে আওয়ামী লীগ কর্মীরা শাহবাগের দিকে চলে যায়। সকাল ১০টায় কলাবাগানে বিএনপির একটি মিছিল বের হলে একটি টাটা বাস দ্রুত মিছিলে ঢুকে পড়ে কয়েকজনকে চাপা দিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায়। এতে তিনজন বিএনপি কর্মী গুরুতর আহত হয়। সারাদেশে ছোটখাটো সংঘর্ষের মধ্যে ১১ মে ১৯৯৯ ইং তারিখের হরতাল পালিত হয়। এই হরতালে ২/১ টি রিকশা ছাড়া আর কোনো ধরনের যানবাহন চলাচল করেনি।

Dhaka University Institutional Repository

বাজেটের প্রতিবাদে চারদলীয় জোটের হরতাল

বাজেটের প্রতিবাদে বিএনপি, জাতীয় পার্টি (এরশাদ), জামায়াতে ইসলামী ও ঐক্যজোট ১৩ জুন ১৯৯৯ ইং তারিখ রবিবার সারাদেশে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল আহ্বান করে। হরতালের পূর্বে ১২ জুন ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন জায়গায় ১৩ জুনের হরতালকে সফল করার জন্য মিছিল বের হয়।

নবাব ইউসুফ মার্কেটের সম্মুখে বিএনপির মশাল মিছিল পূর্ব সমাবেশে ঢাকা মহানগরীর বিএনপির আহ্বায়ক সাদেক হোসেন খোকা বলেন, আমরা শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল পালন করবো। তবে আমরাও রামকৃষ্ণ মিশন খুলে বসেনি যে, আমাদের ওপর হামলা হলে ছেড়ে দেবো।

সকাল ১০টায় পিকেটাররা বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে যাত্রাবাড়ী আসার চেষ্টা করলে পুলিশ বাঁধা দেয়। এরপর শুরু হয় পিকেটারদের সঙ্গে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া। একটানা ১২টা পর্যন্ত এই সংঘর্ষ চলে। সংঘর্ষে ইটপাটকেল নিক্ষেপ ও প্রচুর বোমাবাজির ঘটনা ঘটে। দুপুর ১২ টার পর হতে থেমে থেমে বোমাবাজি ও ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। মঝে মাঝে পুলিশের সঙ্গে পিকেটারদের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া হয়। এ অবস্থা বিকাল ৪টা পর্যন্ত চলে। এখানে চারটি মিনিবাস ও কয়েকটি রিকশা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বেশকয়েকজন আহত হয় এবং গ্রেফতারের ঘটনা ঘটে। পুলিশ ঘটনা নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য পাঁচ রাউন্ড টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে। দুপুরে শাহজাহানপুরে রেল ক্রসিং এলাকায় হরতাল সমর্থনকারীরা একটি টেম্পোকে অগ্নিসংযোগ করে। এটি দীর্ঘক্ষণ ধরে রাস্তার মধ্যে জ্বলতে থাকে। বোমা বিস্ফোরণ ও বিচ্ছিন্ন ঘটনায় পুলিশসহ ২৫ জন আহত হয় এবং ২১ জনকে পুলিশ গ্রেফতার করে। টুকিটাকি ঘটনা ছাড়া শান্তিভাবে হরতাল পালিত হয়। তাই এক পুলিশ অফিসারকে বলতে শোনা যায় "আজকের হরতালে রিলাক্স মুডে ছিলাম। কোনো ধরনের টেনশন ছিল না।"

Dhaka University Institutional Repository

গণবিরোধী বাজেট ও গ্যাস বিক্রির প্রতিবাদে হরতাল

গণবিরোধী বাজেট, গ্যাস বিক্রি, করিডোর প্রদানের ষড়যন্ত্র, সব স্তরে সরকারের দুর্নীতি, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি, বিদ্যুৎ ও পানি সংকট, সরকারের দু:শাসন, লুটপাট ও মিথ্যাচারের প্রতিবাদে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় পার্টি ও ইসলামী ঐক্যজোট ৪ জুলাই ১৯৯৯ ইং বৃহস্পতিবার সারাদেশে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল আহ্বান করে।

৩ জুলাই হরতালকে সফল করার জন্য মশাল মিছিল বের করে। এই মিছিল জিরো পয়েন্টের কাছে পুলিশকে লক্ষ্য করে একটি বোমা নিক্ষেপ করলে একজন পুলিশ কনস্টেবল নিহত হয় এবং ১৩ জন আহত হয়।

৪ জুলাই হরতাল চলাকালে সকাল ১০টায় কেন্দ্রীয় কারাগারের নিকট পিকেটারদের বোমা নিক্ষেপের ফলে এক ফেরিওয়ালা আহত হয়। তাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বেলা সাড়ে ১১টার সময় কলেজ গেটের নিকট একটি মিনিবাসে পিকেটাররা ইটপাটকেল নিক্ষেপ করলে এক বাসযাত্রী নিহত হয়। বিকাল ৩টায় মৌচাক মোড়ে বেবিটেক্সিতে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করলে এক ব্যবসায়ী গুরুতর আহত হয়। এদিন রাজধানী ঢাকায় ব্যাপক বোমাবাজির ঘটনা ঘটে। সকাল ১০টায় উত্তর যাত্রাবাড়ী শহীদ ফারুক সড়কে পিকেটাররা কয়েকটি বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। তাঁতীবাজার ও নয়াবাজার মোড়ে কয়েকটি বোমা বিস্ফোরিত হয়। বংশাল নতুন রাস্তার মোড় ও নর্থ সাউথ রোডেও কয়েকটি বোমা বিস্ফোরিত হয়। পোস্তগোলা মোড়েও সকাল ১১টার দিকে

Dhaka University Institutional Repository

দুইটি বোমার বিস্ফোরণ ঘটে। সকাল সাড়ে ১১টার সময় নীলক্ষেত ও নিউমার্কেট ট্রাফিক পয়েন্টে পিকেটাররা পর পর কয়েকটি বোমা নিক্ষেপ করলে এখান থেকে কয়েকজনকে কর্তব্যরত পুলিশ গ্রেফতার করে। দুপুর একটায় গুলশান শুটিং কমপ্লেক্সের কাছে বোমা বিস্ফোরণে এক রিকশাওয়ালা গুরুতর আহত হয়। বিকাল পৌনে ৪টায় তোপখানা রোডেও বোমার বিস্ফোরণ ঘটে। বিকাল সাড়ে ৪টায় তোপখানা রোডের নিকট বেবিটেক্সি থেকে বেশ কয়েকটি বোমা নিক্ষেপ করে এর আগে শিশুপার্কের কাছেও বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। এই বোমাগুলো বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হলে জনগণের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। এরপর পুলিশ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে চেকপোস্ট বসিয়ে বেবিটেক্সি তল্লাশি শুরু করে। ঢাকা শহরের মতো অন্যান্য এলাকাতেও কিছু কিছু বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।

Dhaka University Institutional Repository

ভারতকে ট্রানজিট প্রদানের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে হরতাল

ভারতকে ট্রানজিট প্রদানের সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামী ও ঐক্যজোট ২ আগস্ট ১৯৯৯ ইং তারিখে সকাল ৬টা হতে ৩ আগস্ট ১৯৯৯ ইং তারিখ দুপুর ১২টা পর্যন্ত একটানা ৩০ ঘণ্টা হরতাল আহ্বান করে।

দেশব্যাপী ৩০ ঘণ্টা হরতালের প্রথম দিন রাজধানীর যাত্রাবাড়ী ও পল্টন এলাকায় পিকেটার এবং পুলিশ ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া হতে দেখা যায়। পরে পুলিশ রাবার বুলেট ও কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করে।

বেলা ১২টায় বিএনপির কার্যালয়ের সম্মুখ হতে মিছিল শুরু হয়ে রাজমণি সিনেমা হলের কাছে গেলে কিছু গাড়ি ভাঙচুর করে। মিছিলটি বিজয়নগর এসে প্রিতম ভবনের কাছে আসলে পুলিশ মিছিলটিকে বাঁধা প্রদান করে। পুলিশ কর্তৃক বাঁধাপ্রাপ্ত হওয়ার পর এখানে কাঁটা তারের বেড়ার ওপর বক্তব্য রাখেন সাদেক হোসেন খোকা, আমান উল্লাহ আমান ও হাবীবুন্নবী সোহেল। মেয়র হানিফ এবং রহমতুল্লাহ এমপির নেতৃত্বে পৃথক পৃথক হরতাল বিরোধী মিছিল বের করা হয়।

সকালে একটি জামায়াতের মিছিল তোপখানা হতে পল্টন মোড়ের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ মিছিলকে বাঁধা প্রদান করে এবং মিছিল হতে পাঁচজনকে গ্রেফতার করে।

সকাল পৌনে ১০টায় মালিবাগ মোড়ে পিকেটাররা ২টা টেম্পো ভাঙচুর করে। পৌনে ১১টায় নাইটেংগেল মোড়ে একটি বাস, একটি টেম্পো এবং একটি রিকশা ভাঙচুর করে। বেলা ১১টা ৪০

Dhaka University Institutional Repository

মিনিটে পল্লবীতে পিকেটাররা একটি বাস ভাঙচুর করে। বোমা নিক্ষেপের ফলে ড্রাইভার আহত হয়। বেলা ১২টায় কমলাপুর স্টেশন হতে ছেড়ে যাওয়া যাত্রীবাহী ট্রেন তেজগাঁও রেল ক্রসিং অতিক্রম করার সময় পিকেটাররা একটি হাতবোমা নিক্ষেপ করে। এতে তিনজন আহত হয়।

এদিকে চট্টগ্রামে বিভিন্ন সংঘর্ষে ১৫ জন আহত এবং ২০ জন গ্রেফতার হয়। আবার মুন্সীগঞ্জে ছয়জন গুলিবিদ্ধসহ ১৩ জন আহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এছাড়া দেশের আরো কয়েকটি স্থানে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন আহত হওয়ার সংবাদ পাওয়া গেছে।

হরতালের দ্বিতীয় দিনেও ব্যাপক বোমা বাজিতে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। সনি হলের সম্মুখে পিকেটাররা পুলিশকে লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপ করলে কর্তব্যরত পুলিশের একজন নায়েক গুরুতর আহত হয়। শাহবাগ মোড়ে কয়েকটি শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরিত হয়। যাত্রাবাড়ী শহীদ ফারুক হোসেন সড়কে অবস্থিত আওয়ামী লীগ অফিসে পিকেটাররা বোমা নিক্ষেপ করে বোমায় একজন মহিলা আহত হয় এবং ধাওয়া ও পাল্টা ধাওয়া শুরু হয়। পুলিশ এখান থেকে ১৬ জনকে গ্রেফতার করে।

Dhaka University Institutional Repository

বিরোধী দলের কর্মসূচিতে বাধা প্রদানের প্রতিবাদে তিনদিনের হরতাল

বিএনপিসহ চারদলীয় জোট সারাদেশে ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ একটানা মোট তিন দিনব্যাপী হরতাল আহ্বান করে। শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান ধর্মঘট কর্মসূচিতে হামলার প্রতিবাদে ও বিরোধী দলের পূর্ববর্তী দাবি আদায়ের লক্ষ্যে হরতাল আহ্বান করে।

বিএনপিসহ চার বিরোধী দলের সচিবালয়ের নিকটে অবস্থান ধর্মঘট চলাকালে সকাল ১০টা ২৫ মিনিটে বেগম খালেদা জিয়া অবস্থান ধর্মঘট স্থান বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে আসেন এবং দুপুর ১টা পর্যন্ত ঐ স্থানে অবস্থান করেন। ১টা ৩ মিনিটে খালেদা জিয়া বক্তব্য দিতে উঠলে কিছুক্ষণ পর খালেদা জিয়ার সামনে এক পুলিশের গায়ের ওপর এসে একটি বোমা পড়ে আর কয়েকটি বোমা বিস্ফোরিত হয়। পুলিশ টিয়ার গ্যাস ছোঁড়ে মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত এলাকায় আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং বেশকিছু লোক আহত হয়। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তুমুল সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। সমস্ত এলাকা জুড়ে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। এতে দলীয় কর্মীরা চরম ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে ব্যাপক ভাঙচুর আরম্ভ করে। এ ঘটনায় পাঁচটি পেট্রল পাম্পে আগুন ধরিয়ে দেয়। এতে প্রায় অর্ধশতাধিক গাড়ি ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। দৈনিক বাংলা পত্রিকা অফিস, দুটি ব্যাংকসহ বেশকিছু অফিস ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য পুলিশ ব্যাপক কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ ও শতাধিক রাউন্ড গুলি বর্ষণ করে। এসব ঘটনায় ১০ জন পুলিশসহ প্রায় দেড় শতাধিক ব্যক্তি আহত হয়। পুলিশ ১১৮ জনকে গ্রেফতার করে। উপরোক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে চারদলীয় জোট ১৩, ১৪ ও ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ ইং তারিখ সারা দেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করে। বার্তা সংস্থা ইউএনবি সূত্র জানায়, বেগম খালেদা জিয়া (১) ভারতকে করিডোর প্রদানের সিদ্ধান্ত বাতিল (২)

Dhaka University Institutional Repository

জননিরাপত্তার নামে গণতন্ত্রের মৌলিক অধিকার ও নিপীড়নমূলক কালো আইন প্রণয়নের সিদ্ধান্ত বাতিল (৩) বিচার বিভাগের ওপর হস্তক্ষেপ বন্ধ (৪) মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের ষড়যন্ত্র প্রতিহত করা (৫) চাঁদাবাজিসহ আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নতি বিধান করা (৬) নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম কমানোর আহ্বান জানান।

হরতালের প্রথমদিনে নাটোরে আওয়ামী লীগের সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁধলে আওয়ামী লীগ কর্মীদের ছুরিকাঘাতে যুবদল নেতা মবিদুল ইসলাম নিহত হয়। এদিন ১০ জন পুলিশসহ মোট ৩৫ জন আহত হয়। পুলিশ বিএনপির কেন্দ্রীয় অফিসের সম্মুখ থেকে ১১৬ জনকে গ্রেফতার করে।

বেলা ১১টার দিকে সাদেক হোসেন খোকা এমপি, মেজর জেনারেল (অব:) মাহবুবুর রহমান, লুৎফর রহমান খান আজাদ এমপি এবং মেজর জেনারেল (অব.) জেড এ খান এর নেতৃত্বে একটি মিছিল কাকরাইল মোড়ের দিকে এগিয়ে যেতে থাকলে পুলিশ প্রথমে বাঁধা দেয় পরে বেদম প্রহার ও লাঞ্ছিত করে। মেজর জেনারেল (অব.) জেড এ খান অন্যদের চেয়ে বেশি আক্রান্ত হন। এ সময় সাবেক সেনা প্রধান মেজর জেনারেল (অব.) মাহবুবুর রহমানকে একজন গোয়েন্দা লাঞ্ছনার হাত থেকে রক্ষা করেন। তবে তার হাতঘড়ি ও মানিব্যাগ হারিয়ে যায়। পুলিশ এ স্থান হতে ৩০ জনকে গ্রেফতার করে।

হরতালের দ্বিতীয়দিনে পুরনো পল্টন মোড়ে পিকেটাররা এক বেবিটেক্সিতে বোমা নিক্ষেপ করলে চালকসহ তিনজন আহত হয়। সায়েদাবাদেও রিকশায় বোমা নিক্ষেপ করলে দুইজন রিকশা যাত্রী আহত হয়। বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষে একজন পুলিশসহ ২৫ জন আহত হয়। পুলিশ ৪৩ জনকে গ্রেফতার করে। চট্টগ্রামে বিএনপির মিছিলে হামলা হলে এক বিএনপির কর্মীর হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ

Dhaka University Institutional Repository

হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। এ ঘটনায় চট্টগ্রামে সংঘর্ষ বেঁধে যায় এতে ১০ জন আহত হয় এবং পুলিশ আটজনকে গ্রেফতার করে।

হরতালের তৃতীয় দিনে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ কর্মীদের মধ্যে ধোলাইখাল এলাকায় আধ ঘণ্টা ধরে বন্দুক যুদ্ধ চলে। যাত্রাবাড়ী ফারুক সড়কেও থেমে থেমে সংঘর্ষ চলে। ধোলাইখালে সংঘর্ষের সময় দুই পক্ষের মধ্যে গুলিবিনিময় হয় এবং বোমাবাজিও চলতে থাকে প্রায় ৩০/৩৫ রাউন্ড গুলি বিনিময়ের পর পুলিশ টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে সংঘর্ষ বন্ধ করতে সক্ষম হয়। বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষে ৩০ জন আহত এবং গুলিবিদ্ধ ৮৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়। তিন দিনের হরতালে নগরীতে পুলিশ ২৭৭ জনকে গ্রেফতার করে। এরমধ্যে শুধু মতিঝিল থানাই ২০৩ জনকে গ্রেফতার করে।

Dhaka University Institutional Repository

সরকারের পদত্যাগ ও জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দাবিতে হরতাল

বিএনপি, জামাত, জাতীয় পার্টি এবং ইসলামী ঐক্যজোটের আহ্বানে সরকারের পদত্যাগ ও জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দাবিতে ৩ অক্টোবর ১৯৯৯ ইং তারিখ রবিবার দেশব্যাপী সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়।

হরতাল চলাকালে শেরপুরে একজন নিহত ও অর্ধশতাধিক আহত হয়। নেত্রকোনায় ১০ জন, যশোর কেশবপুরে ২০ জন, পিরোজপুরের নাজিরপুরে ২০ জন, ঢাকায় ১৫ জন আহত হয়। ভাঙচুর ও প্রহারের ঘটনা ঘটে বরিশালে ও রাঙ্গামাটিতে।

শেরপুর এক আসনের সংসদ সদস্য আতিউর রহমান আতিক ও পৌরসভা চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আব্দুল সামাদের নেতৃত্বে আয়োজিত শান্তি মিছিল নিউমার্কেটের নিকট আসলে অপরদিক থেকে আসা চারদলীয় ঐক্যজোটের মিছিলের সঙ্গে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে শেরপুরের জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহবায়ক বিদ্যুৎ নিহত হয়। বিএনপি নেতা নিহত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বেশকিছু দোকানে অগ্নিসংযোগ করা হয়। পুলিশ সংঘর্ষ থামাতে ৫৩ রাউন্ড কাঁদানে গ্যাস, ৮০ রাউন্ড রাবার বুলেট ও ৪ রাউন্ড গুলি বর্ষণ করে।

এদিন পুলিশ বিএনপির কেন্দ্রীয় অফিসে কাউকে ঢুকতে দেয়নি। বিএনপি নেতারা অফিসের সামনে প্রতিবাদ সমাবেশ করে। রাজধানীতে বিভিন্ন জায়গায় সংঘর্ষে বেশকিছু লোক আহত হয়। রাজধানী থেকে ৫৭ জনকে গ্রেফতার করা হয় এবং ৫৩টি বোমা উদ্ধার করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন তফসিল বাতিলের দাবিতে হরতাল

সহিংসতা, চোরাগোপ্তা, হামলা, বোমাবাজি এবং পুলিশি অ্যাকশনের মধ্য দিয়ে ১ নভেম্বর ১৯৯৯ ইং রবিবার বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় পার্টি ও ইসলামী ঐক্যজোটসহ চারদলীয় জোট আহূত দেশব্যাপী সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়।

পুলিশের টিয়ার গ্যাস, রাবার বুলেট, লাঠিচার্জ এবং চোরাগোপ্তা হামলা ও বোমাবাজিতে দুইজন ফটোসাংবাদিকসহ ঢাকায় ৩০ জন আহত হয়। পুলিশ মোট ৯১ জনকে গ্রেফতার করে। এছাড়া ঠাকুরগাঁয়ে সংঘর্ষে আহত হয় ১৪ জন। জয়পুরহাটে উভয়পক্ষে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ায় সংঘর্ষ আরো তীব্রতর হয়।

ঢাকার নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সম্মুখে দুপুরে পুলিশ টিয়ার গ্যাস ও রাবার বুলেট ছুঁড়লে দুইজন ফটোসাংবাদিক বুলেটবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হয়। আহত ডেইলি স্টারের ফাটোসাংবাদিক আনিছুর রহমান, ইন্ডিপেনডেন্ট -এর সানাউল্লাহকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বিএনপির কার্যালয়ের সম্মুখে টিয়ার গ্যাস ও রাবার বুলেট নিক্ষেপের পর বিএনপির একটি সমাবেশ পণ্ড হয়ে যায়।

সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের তফসিল বাতিল এবং সরকারের পদত্যাগের মাধ্যমে অবিলম্বে সংসদ নির্বাচনের দাবিতে বিএনপিসহ চারদল আহূত এ হরতাল চলাকালে রাজধানীর স্বাভাবিক জীবনযাত্রা চরমভাবে ব্যাহত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

তবে বিমান চলাচল স্বাভাবিক ছিল। বিদেশ হতে আগত বিমানযাত্রীদের অনেকেই বেবিটেক্সিযোগে বিমান বন্দর ত্যাগ করে। তবে ঢাকার বাইরের যাত্রীরা হরতাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিমান বন্দরে অপেক্ষা করে।

এ হরতালে একটি মিনিবাস ভাঙচুর করা হয় এবং পত্রিকা বোঝাই দুইটি বেবিটেক্সি আগুনে জ্বালিয়ে দেয়া হয়। এদিকে উক্ত ঘটনায় ৫/৬টি টিয়ার গ্যাসে শেল এবং ৬/৭ রাউন্ড রাবার বুলেট নিক্ষেপ করা হয়। এরপর বেশকিছু বোমা বিস্ফোরিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সরকারের পদত্যাগের দাবিতে হরতাল

সিটি কর্পরেশনের নির্বাচন বাতিল ও সরকারের পদত্যাগের দাবিতে বিএনপি, জামায়াত এবং ইসলামী ঐক্যজোট সারাদেশে ৭ ও ৮ নভেম্বর ১৯৯৯ ইং রবিবার ও সোমবার একটানা দুই দিনব্যাপী হরতাল আহ্বান করে।

হরতালের প্রথম দিন : হরতালের প্রথমদিনে পুলিশের সঙ্গে পিকেটারদের এবং হরতালের পক্ষে ও বিপক্ষে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষে ঢাকায় দুইজন নিহত এবং অন্যান্য স্থানে প্রায় দুই শতাধিক আহত হয়েছে। চোরাগুপ্তা হামলা, বোমাবাজি এবং বিচ্ছিন্ন সহিংসতার ঘটনায় রাজধানী ঢাকায় তিনজন পুলিশসহ অর্ধশতাধিক লোক আহত হয় এবং গ্রেফতার হয় ৫০ জন। বিকাল সাড়ে পাঁচটায় যাত্রাবাড়ী শহীদ ফারুক সড়কে বিএনপি কর্মীরা রিকশা আটক করে ভাঙচুর শুরু করে। ওই সময় পুলিশ ধাওয়া করলে তারা পুলিশকে লক্ষ্য করে বোমা ও ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। শুরু হয় উভয়পক্ষের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, বোমাবাজি ও গুলিবর্ষণ। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য প্রায় ২৫/৩০ রাউন্ড কাঁদানে গ্যাস এবং শর্টগান ব্যবহার করে। পুলিশের গুলিবর্ষণের ফলে সবুজ গুলিবিদ্ধ হয়ে রাস্তায় পড়ে যায়। স্থানীয় লোকজন তাকে ঢাকা মেডিকেলে নেয়ার পর মারা যায়। পুলিশ ও বিএনপি কর্মীদের সংঘর্ষকালে এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। আতঙ্কিত লোকজন চিৎকার করে দিগ্বিদিক ছুটতে থাকে। পরে আরো কয়েক প্লাটুন পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। সংঘর্ষে কয়েকজন পথচারীও আহত হয়।

সন্ধ্যায় শ্যামপুর থানার মেরাজনগর এলাকায় বিএনপি ও আওয়ামী লীগের সংঘর্ষকালে মোটরসাইকেল যোগে বাবুল ও আনোয়ার হোসেন নামে বিএনপির দুই কর্মী যাওয়ার সময়

Dhaka University Institutional Repository

আওয়ামী লীগ কর্মীরা গুলি বর্ষণ করলে বাবুল গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। আনোয়ার হোসেন কোনো রকমে পালিয়ে আত্মরক্ষা করে। আওয়ামী লীগ কর্মীরা তাদের মোটরসাইকেলে আগুন লাগিয়ে দেয়। নিহত বাবুল শ্যামপুর ইউনিয়নের বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।

যাত্রাবাড়ী ও ধোলাইখালে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ ছাড়াও শাহজাহানপুর রেলওয়ে কলোনি এলাকায় ব্যাপক বোমাবাজির পর পুলিশ এলাকা ঘেরাও করে ৬নং ভবনের ছাদ হতে ৬৪টি তাজা শক্তিশালী বোমা উদ্ধার করে।

বরিশালেও আওয়ামী লীগ বিএনপি কর্মীদের মধ্যে সংর্ঘষ হয়। আওয়ামী লীগ কর্মীরা বিএনপির অফিস জ্বালিয়ে দেয়। সংঘর্ষে দারোগাসহ সাতজন পুলিশ আহত হয়। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ২৫ রাউন্ড টিয়ার গ্যাস ও ১৭ রাউন্ড রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে এবং ১০/১২ রাউন্ড গুলি বর্ষণ করে।

হরতালের দ্বিতীয় দিন : বিএনপিসহ চারদলের আহূত সোমবারের হরতাল চলাকালে রবিবারের হাঙ্গামার সূত্রপাত হয়। পুলিশের সঙ্গে ব্যাপক সংঘর্ষকালে রাবার বুলেটে ঢাকা মহানগর বিএনপির আহবায়ক সাদেক হোসেন খোকা এমপি, দলের যুগ্ম মহাসচিব আবদুল্লাহ আল নোমান ও জয়নাল আবেদীন ফারুক এমপি আহত হন। ঢাকাসহ সারাদেশে হরতাল চলাকালে সংঘর্ষে আহতের সংখ্যা দুই শতাধিক । যাত্রাবাড়ীতে সংঘর্ষের সংবাদ বিএনপির কেন্দ্রীয় অফিসে এসে পৌঁছলে উত্তেজনা চরমে উঠে এবং পুলিশের সঙ্গে ব্যাপক সংঘর্ষ বাঁধে।

Dhaka University Institutional Repository

সরকারের পদত্যাগ, দমন ও নিপীড়নের প্রতিবাদে হরতাল

চারদলীয় জোটের আহূত ২৬ নভেম্বরের ১৯৯৯ ইং বৃহস্পতিবারের সকাল-সন্ধ্যা সারাদেশে সর্বাত্মকভাবে হরতাল পালিত হয়। হরতাল চলাকালে রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে মিছিলে বহু লোক অংশ নেয়। হরতাল চলাকালে যুবলীগ ও ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা বিরোধী দলের মিছিলে সশস্ত্র হামলা চালায়।

মতিঝিলের পীরজঙ্গী মাজারের কাছে ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালের সামনে ট্রাকে নিক্ষিপ্ত পেট্রল বোমায় ট্রাক ড্রাইভার আহমেদ নিহত হয় এবং ট্রাকের দুইজন হেলপার গুরুতর আহত হয়। মগবাজারে আওয়ামী লীগের এমপি ডা. ইকবালের নেতৃত্বে সরকারি দলের সন্ত্রাসীরা জামায়াতে ইসলামীর শান্তিপূর্ণ মিছিলে গুলি বর্ষণ করলে ১০ জন জামায়াত কর্মী গুলিবিদ্ধ হয়। বিজয়নগর নাইটিংগাল মোড়ে পুলিশ বিএনপির সমাবেশে গুলি ও টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে। একই সঙ্গে সরকারি দলের সন্ত্রাসীরা বোমা হামলা চালালে মিছিলে অংশগ্রহণকারী বন্যা নামের এক কিশোরের নাড়িভুড়ি বেরিয়ে পড়ে।

রাজারবাগ এলাকায় ছাত্রদলের মিছিলে পুলিশ হামলা চালায় এবং ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন আহমেদ পিন্টুকে প্রচণ্ড মারধর করে ও তার জামা কাপড় ছিঁড়ে ফেলে। যাত্রাবাড়ীতে আওয়ামী লীগ এমপি হাবিবুর রহমান মোল্লার নেতৃত্বে বিএনপির মিছিলে হামলায় বেশকয়েকজন আহত হয়। পুলিশ ও আওয়ামী লীগ কর্মীদের সঙ্গে মোহাম্মাদপুর, ধানমন্ডি, তেজগাঁও, উত্তরা, যাত্রাবাড়ী ও ধোলাইখাল মোড়ে চারদলীয় জোটের কর্মীদের সংঘর্ষ বাঁধে। বোমাবাজি, গুলি, টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ ও লাঠিচার্জে রাজধানীতে দুইশতাধিক বিরোধী দলীয় নেতাকর্মী আহত হয়। পুলিশ রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা থেকে শতাধিক বিরোধী নেতাকর্মী গ্রেফতার

Dhaka University Institutional Repository

করে। সরকার পদত্যাগের একদফা দাবিতে আন্দোলনের ধারাবাহিক কর্মসূচি হিসেবে ২৬ নভেম্বর ১৯৯৯ ইং রোজ বৃহস্পতিবার বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় পার্টি, ইসলামী ঐক্যজোট আহূত সারাদেশে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। হরতাল চলাকালে রাজধানীতে বিরোধী দলগুলো মুহুর্মুহু মিছিল বের করে।

বংশালে বোমা তৈরি করতে গিয়ে যুবলীগের ৬৮ নং ওয়ার্ডের সাধারণ সম্পাদক শামস উদ্দীনসহ পাঁচজন যুবলীগ কর্মী নিজেদের বোমায় আহত হয়। খবর পেয়ে পুলিশ এদের গ্রেফতার করে।

Dhaka University Institutional Repository

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের প্রতিবাদে হরতাল

২০০০ সালে অর্থাৎ বিশ শতাব্দীর প্রথম হরতাল আহবান করে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় পার্টি, ইসলামী ঐক্যজোট, জাগপা, পিএনপি, এনডিএ ও ডিএলসহ আন্দোলনরত বিরোধী দলগুলো চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের একদলীয় নির্বাচনী প্রহসন, জুলুম, নির্যাতন এবং চট্টগ্রাম, ঢাকা ও সিলেটসহ সারাদেশে রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করার প্রতিবাদে ৩ জানুয়ারি ২০০০ ইং সোমবার সারাদেশে অর্ধদিবস হরতাল আহবান করে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের প্রতিবাদে ২ জানুয়ারি ২০০০ ইং তারিখেও চট্টগ্রামে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়।

৩ জানুয়ারি ২০০০ ইং তারিখের অর্ধদিবস হরতাল চলাকালে চট্টগ্রামে ব্যাপক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। হরতালকারীরা নির্বাচন বাতিল করে দেবার জন্য সব রকম চেষ্টা চালায়। ব্যাপক সংঘর্ষে ১০ জন পুলিশসহ অর্ধশতাধিক লোক আহত হয়।

হরতাল চলাকালে রাজধানী থেকে দূরপাল্লার কোনো বাস চলেনি। অফিস-আদালত ও ব্যাংক ছিল ফাঁকা। সচিবালয়ে উপস্থিতি ছিল কম। দোকানপাট বিপণী কেন্দ্র বন্ধ ছিল। হরতালের সময় নয়াপল্টন, বিজয়নগর ও পুরানা পল্টন এলাকায় নজিরবিহীন পুলিশ প্রহরার মধ্যেও বিএনপি নেতাকর্মীরা মিছিল সমাবেশ করে। বিএনপির একটি মিছিল কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে জোনাকি সিনেমা হলের নিকট পৌঁছলে আওয়ামী লীগ কর্মীরা বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আতংকের সৃষ্টি করে।

Dhaka University Institutional Repository

সকাল ১০টার দিকে বিএনপি অফিসের সামনে সমাবেশ চলাকালে মেট্রোপলিটন স্কাউট মার্কেটের সামনে হরতাল বিরোধী আওয়ামী লীগ কর্মীরা বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে সমাবেশ ভণ্ডুল করার চেষ্টা চালায়। জাতীয় পার্টিও রাজধানীতে খণ্ড খণ্ড মিছিল বের করে। জামায়াতে ইসলামীর একটি মিছিল মহানগরী কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে পল্টন, বিজয়নগর ও কাকরাইল এলাকা প্রদক্ষিণ করে।

Dhaka University Institutional Repository

জননিরাপত্তা আইন বাতিলের দাবিতে হরতাল

জননিরাপত্তার নামে সরকারের পাস করা বিবর্তনমূলক কালো আইনের প্রতিবাদে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশসহ বিরোধী দলগুলো ২ এবং ৩ ফেব্রুয়ারি ২০০০ ইং সারাদেশে ৩৬ ঘন্টার হরতাল আহ্বান করে।

হরতালের প্রথম দিন : ২০০০ সনের বিরোধী দলের আহ্বানে দ্বিতীয় মাসে দ্বিতীয় হরতাল সরকারের দমন অভিযান এবং পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র উপেক্ষা করে সারাদেশে সর্বাত্মকভাবে পালিত হয়। হরতালে সারাদেশ অচল হয়ে পড়ে। হরতাল চলাকালে রাজধানী ঢাকায় সরকারের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও ত্রাসের সৃষ্টি করে। বিরোধী দলের মিছিল এবং পিকেটিং বন্ধ করার জন্য ভোর থেকেই রাজধানীতে হাজার হাজার আর্মি, পুলিশ, বিডিআর ও আনসার মোতায়েন করা হয়। বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়, মহানগর কার্যালয়, ওয়ার্ড কার্যালয় এবং বিএনপির মিছিলকে টার্গেট করে পুলিশি অভিযান চলে।

বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ ব্যাপক লাঠিচার্জ, টিয়ারগ্যাস ও রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে মিছিল ভেঙ্গে দেয়। বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয় পুলিশ সকাল থেকেই ঘেরাও করে রাখে। শত শত পুলিশ যুদ্ধসাজে বিএনপি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নেয়। বিকেলে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে বিএনপি নেতারা মিছিল বের করার চেষ্টা করলে পুলিশ বাঁধা দেয় এবং কোনো নেতাকর্মীকে বিএনপি অফিসে ঢুকতে দেয়নি। পুলিশের নির্যাতনের পাশাপাশি সরকারি দলের ক্যাডার বাহিনী দ্বারা সন্ত্রাস চালান হয়। সন্ধ্যায় খিলগাঁয়ে সন্ত্রাসীরা রিকশায় বোমা নিক্ষেপ করলে একজন নিহত

Dhaka University Institutional Repository

হয় এবং সারাদেশে শতাধিক লোক আহত হয় । পুলিশ হরতালের সময় দুই শতাধিক বিএনপি ও জামায়াতের নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করে।

হরতাল চলাকালে রাজধানীর সর্বত্রই লক্ষ্য করা গেছে এক ব্যতিক্রমধর্মী দৃশ্য। ঢাকা শহর জনমানবহীন, দোকানপাট, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিপনী কেন্দ্র, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক-বীমা অফিস সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। ট্রেন চলাচল শুরু হলে হরতালকারী জনতা বন্ধ করে দেয়। চট্টগ্রামে হরতাল চলাকালে ডিসির গাড়ি লক্ষ্য করে হরতালকারীরা বোমা নিক্ষেপ করে।

আওয়ামী লীগের হরতাল বিরোধী সমাবেশে দলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ বলেছেন, 'খালেদা জিয়া, এরশাদ এবং গোলাম আযমদের ভয় পাইয়ে দেয়ার জন্য নতুন আইন করেছেন শেখ হাসিনা।' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাসিম বলেন, 'জননিরাপত্তা আইনে বিএনপিকে শায়েস্তা করা দরকার।'

বিএনপির এক প্রেস ব্রিফিং এ বলা হয়, 'কালো আইন জায়েজ করতেই গভীর রাতে দলীয় কার্যালয়ে বোমা হামলা চালানো হয়েছে।'

হরতালের দ্বিতীয় দিন : ৩৬ ঘণ্টা হরতালের দ্বিতীয় দিন দেশব্যাপী সর্বাত্মক সফলভাবে হরতাল পালিত হয়। বিবর্তনমূলক কালো আইনের বিরুদ্ধে হরতাল আহ্বানের মধ্য দিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে সারাদেশে গণঅসন্তোষ সৃষ্টি হওয়ায় সরকার তা দমন করার জন্যে জেল-জুলুম, নির্যাতনের হিংস্র ও বন্য পথ বেছে নেয়। বিরোধী দলের হরতাল চলাকালে দুইদিন ঢাকায় বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয় সময়ে ও অসময়ে অবরুদ্ধ করে রাখে। দুইদিনে পুলিশ যখন তখন বিএনপির কেন্দ্রীয়

Dhaka University Institutional Repository

কার্যালয়ে অভিযান তল্লাশি ও কুড়াল দিয়ে তালা ভাঙ্গা ইত্যাদি ঘটনার নজির সৃষ্টি করে। ১৪৪ ধারা জারির কোনো ঘোষণা সরকার রেডিও-টিভি কিংবা পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে দেয়নি। কিন্তু দুইদিনের হরতাল চলাকালে ঢাকার রাজপথে এমনি অঘোষিত ১৪৪ ধারা জারি থাকে।

সকাল ১১ টায় জাসাসের একটি সমাবেশে পুলিশ ব্যাপক টিয়ার গ্যাস ও লাঠিচার্জ করে। এ সময় ২০ জন বিএনপি নেতাকর্মী আহত হয়। সকাল সাড়ে ১১টায় আব্দুল মতিন চৌধুরীর নেতৃত্বে বেশ কয়েকজন সংসদ সদস্যের মিছিল বের করে এবং তা বিএনপি অফিসের সামনে এসে শেষ হয়। কলাবাগানে বিএনপির একটি মিছিলে পুলিশ টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে এবং লাঠিচার্জ করে। আওয়ামী লীগ নেতা তোফায়েল আহমেদ এক সভায় বলেন, 'হরতাল দিয়ে জননিরাপত্তা আইন বাতিল করা যাবে না।'

অপরদিকে বিএনপির এক সমাবেশে নেতারা হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন- 'বিবর্তমূলক আইন প্রত্যাহার না করলে সরকারের পরিণতি ভয়াবহ হবে।'

জননিরাপত্তা আইন নিয়ে যখন আলোচনা সমালোচনা হচ্ছিল, সে সময়ে জননিরাপত্তা আইন নিয়ে আলোচনার জন্য প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ জামায়াতের ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযমকে কোনো সময় দেয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

অ্যাডভোকেট হাবিবুর রহমান হত্যার প্রতিবাদে হরতাল

ঢাকা মহানগরীর বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট হাবিবুর রহমান মণ্ডলের হত্যাকাণ্ড ও ক্ষমতাসীন দলের হত্যা, সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের প্রতিবাদে ২৩ আগস্ট ২০০০ ইং সকাল ৬টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, জাতীয় পার্টিসহ ৭ বিরোধী দল এ হরতাল আহ্বান করে।

হরতাল চলাকালে সংঘর্ষে তিন পুলিশ কনস্টেবল আহত হয়। একটি বেবিটেক্সিতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয় এবং কয়েকটি গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। দনিয়ায় হরতাল সমর্থক ও আওয়ামী লীগ কর্মিদের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ায় সংঘর্ষের রূপ নেয়।

বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় পার্টি ও ইসলামী ঐক্যজোটসহ সমমনা দলগুলোর আহ্বানে এ হরতাল পালিত হয়। এ হরতালে জাগপা, ডিএল, পিএনপি ও এনডিএ পিকেটিং-এ নামে। তবে সার্বিকভাবে হরতালের সময় বিরোধী জোটের নেতাকর্মীদের ব্যাপকভাবে রাজপথে দেখা যায়নি। হরতাল চলাকালে অফিস আদালতে উপস্থিতির হার কম ছিল। দোকাপাট ও বড় বড় বিপণী কেন্দ্র বন্ধ ছিল। একজন ব্যক্তির হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদের এ হরতাল ডাকা হয়। এ লোকটি কোনো সাধারণ লোক ছিলেন না। মরহুম অ্যাডভোকেট হাবিবুর রহমান ছিলেন, বিএনপির মহানগরী যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক। তাঁর হত্যাকাণ্ডের জন্য বিএনপিসহ বিরোধী জোট সরকারি দলের লোকদেরকে দায়ী করে। এ জন্যে হরতাল আহ্বান করে। এ হরতাল থেকে দেশের জন্য কোনো উপকার বয়ে আনেনি বরং আর একটি ক্ষতির পরিমাণ যোগ হলো।

Dhaka University Institutional Repository

জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে হরতাল

৩০ আগস্ট ২০০০ ইং তারিখ সকাল-সন্ধ্যা সারাদেশে জ্বালানি তেল, গ্যাস ও বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে বিরোধীদলীয় জোটের আহ্বানে হরতাল পালিত হয়। হরতালের সমর্থনে মিছিল করতে গিয়ে রাজশাহীতে ১০ জন আহত হয়।

রংপুরে হরতালকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে কমপক্ষে ৪০ জন আহত হয়। ঢাকায় হরতালের সময় বিভিন্ন স্থান থেকে পুলিশ ৮০ জনকে গ্রেফতার করে। সকাল ১১টায় ধানমন্ডির ৩ নং রোডের মাথায় হরতাল বিরোধী একটি মিছিল অতিক্রমের সময় ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। বেলা ১১টায় হরতালকারীরা একটি যাত্রীবাহী বাস ভাঙচুর করে।

বেলা ৪টায় হরতালকারীদের বোমায় একজন আহত হয়। পান্থপথে বিএনপির মিছিলকারীরা একটি দোকান ভাঙচুর করে। দুপুর ১২টায় লালবাগ কেল্লার মোড়ে হরতালকারীরা একটি টেম্পো ভাঙচুর করে। সার্বিকভাবে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষের মধ্যদিয়ে হরতাল পালিত হয়। জ্বালানি তেল, গ্যাস ও বিদ্যুতের সংকটের জন্য হরতাল আহ্বান করে মূলত: এর সমস্যার সমাধান না হয়ে, জনগণের ভোগান্তিই বাড়ল মনে হয়।

Dhaka University Institutional Repository

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির প্রতিবাদে হরতাল

বিংশ শতাব্দীর সর্বশেষ হরতাল। আমার থিসিসেও দশ বছরে হরতালের বিবরণের সর্বশেষ হরতাল এটিই। ২ অক্টোবর ২০০০ ইং সোমবার দেশব্যাপী সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। অবশ্য বন্যাকবলিত আট জেলাকে হরতালের আওতামুক্ত রাখা হয়। হত্যা, অপহরণ, গুম, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস ও দখলসহ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতির প্রতিবাদের এবং জনগণের জান-মালের নিরাপত্তা বিধানে ব্যর্থ, অযোগ্য সরকারের পদত্যাগের দাবিতে বিরোধী জোট এ হরতাল আহ্বান করে। ২৫ সেপ্টেম্বর ২০০০ ইং তারিখে ময়মনসিংহে বিরোধী জোটের মহাসমাবেশে জোটের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া হরতালের এ কর্মসূচি ঘোষণা করেন। বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী ঐক্যজোট, জাতীয় পার্টি, জাগপা, ডিএল ও পিএনপির আহ্বানে এ হরতাল পালিত হয়।

রাজধানীর মধ্যাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলে ঘটনা বিহীনভাবে হরতাল সফল হয়। এসব এলাকায় রিকশা ছাড়া অন্য কোনো যানবাহন চলাচল করেনি। বিরোধী দলের তৎপরতা হরতাল চলাকালে প্রধানত নয়াপল্টন, বিজয়নগর, কাকরাইল, মালিবাগ, শাহাজানপুর এলাকায় সমাবেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

দিনাজপুরের কাহারোল বাজারে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ ও পুলিশের লাঠিচার্জে ১০ জন আহত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

হরতালের সময় ঢাকার সঙ্গে আন্ত:জেলা সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকে। রাজধানী ঢাকাসহ দেশের মহানগরী জেলা শহরের বেশির ভাগ দোকানপাট বন্ধ থাকে। সরকারি অফিসে কাজ-কর্ম হলেও বেসরকারি অফিস ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কাজ হয়নি। গার্মেন্টসহ অধিকাংশ কলকারখানায় কাজ-কর্ম স্বাভাবিকের চেয়ে কম হয়। শহীদ ফারুক রোড এবং ধোলাইখাল এলাকায় সংঘর্ষে কয়েকটি বেবিটেক্সি ভাঙচুর করা হয়।

সকাল ১০টায় সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মতিন চৌধুরী এবং মির্জা আব্বাস ও ফজলুল হক মিলনের নেতৃত্বে একটি মিছিল পল্টন মোড়ে আসলে পুলিশ বাঁধা প্রদান করে। পুলিশের কাঁটা তারের বেড়া উপড়ে ফেলে প্রেসক্লাব পর্যন্ত গেলে পুলিশ আর অগ্রসর হতে দেয়নি। প্রেসক্লাবের সামনে তাৎক্ষণিক এক প্রতিবাদ সমাবেশে আব্দুল মতিন চৌধুরী বলেন, "চার বছর এ সরকার দেশ চালাতে একের পর এক ব্যর্থ হয়ে হত্যা, সন্ত্রাস, গুম, নৈরাজ্য ও লুটপাটের রাস্তা বেছে নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নিজেই খুনের অনুমতি দেন তার নেতাকর্মীদের।" তিনি আরো অভিযোগ করে বলেন, "এ সরকারের কতিপয় মন্ত্রীর নির্দেশেই পীর মুজিবুর রহমান চিশতীকে হত্যা করা হয়েছে।"

জামায়াতে ইসলামীর এক সমাবেশ এটিএম আজহারুল ইসলামের সভাপতিত্বে পল্টনে অনুষ্ঠিত হয়। এতে জামায়াত নেতা মুহাম্মদ কামরুজ্জামান বলেন, 'আওয়ামী লীগের সাড়ে চার বছরের দুঃশাসন, খুন, গুম, রাহাজানি, নৈরাজ্য ও সন্ত্রাস নাৎসী বাহিনীর বর্বরতাকেও হার মানিয়েছে।'

আজকের হরতালে খুব বেশি পিকেটিং হয়নি। বিরোধী দলের কর্মীরা হরতাল পালনের ব্যাপারে ততোটা তৎপরতা ছিল না। ঢিলেঢালাভাবে হরতাল পালিত হয়। হরতাল মানেই ক্ষতি। আজকের হরতালের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতির ক্ষয়-ক্ষতি ও জনগণের কষ্ট এবং যন্ত্রণার মাত্রা যোগ হলো।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

হরতালে ক্ষতি বা জাতীয় অর্থনীতিতে এর প্রভাব

২ নভেম্বর ১৯৯৯ ইং সনে বিজিএমইএ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে বেগম খালেদা জিয়া বলেন, '১৯৯৪ ইং সন থেকে ১৯৯৬ ইং সালের মার্চ পর্যন্ত তৎকালীন বিরোধী দলের হরতালের আন্দোলনে পোশাক শিল্পসমূহ প্রায় ১৭০ কর্মদিবস বন্ধ ছিল। ফলে ১৯৯৫-৯৬ ইং সালে পোশাক শিল্প খাতে প্রায় ৭ হাজার ১১১ কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে।'

অর্থমন্ত্রী শাহ এসএমএস কিবরিয়া এক বক্তৃতায় বলেন, 'একদিনের হরতালে প্রায় ১২০ কোটির টাকা ক্ষতি হয়।' এ বক্তব্যের জবাবে ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ বলেন, '১৯৯১ সন থেকে ১৯৯৬ সন পর্যন্ত যে হরতাল হয়েছে তাতে ৬৬ হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে।'

১৯৯৯ ইং সনে হরতালের কারণে শুধু বঙ্গবন্ধু সেতুতে চার মাসে দেড় কোটি টাকার ক্ষতি হয়। জাতীয় সংসদের কার্যবিবরণীতে ৮ সেপ্টেম্বরের ১৯৯৯ ইং এ দেখা যায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, '১৯৯৭ ইং থেকে ১৯৯৯ ইং পর্যন্ত তিন বছরে হরতালের আন্দোলনে ৩৫ জন মারা গিয়েছে। এরমধ্যে ২১ জনই রাজধানীতে। একই সময়ে ৩৯২টি গাড়ি ভাঙচুর হয়েছে। এরমধ্যে রাজধানীতে ২০৮টি গাড়ি ভাঙচুর করা হয়।' ২২ জুন ২০০১ ইং তারিখে যুগান্তর পত্রিকায় দেখা যায়, বিশ্বব্যাংক এক পর্যালোচনায় বলেছে, 'হরতালে প্রতিদিন প্রায় পাঁচ কোটি ডলার ক্ষতি হয়।' উপরের কয়েকটি চিত্র থেকে বলা যায় যে, হরতাল জাতীয় অর্থনীতির ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে চলেছে।

Dhaka University Institutional Repository

হরতাল ও অর্থনীতি

হরতালে অর্থনীতির ক্ষতি হয় এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের কর্মসূচি আহ্বানের একটি প্রধান লক্ষ্য থাকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যাহত করে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি। স্বাধীন দেশে এর আবশ্যকতা নিয়ে বিভিন্ন সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় কলামে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। ২০০০ সালের ১৩ মে প্রথম আলোর 'হরতালের বিপক্ষে' শিরোনামের সম্পাদকীয়তে লেখা : 'হরতাল যে আমাদের জাতীয় উন্নয়নের গতিকে বিপুলভাবে বাধাগ্রস্ত করছে এ সত্য কারো পক্ষেই অস্বীকার করা সম্ভব নয়। শুধু উন্নয়নের গতি নয়, সমগ্র সমাজের কার্যক্রমই হরতাল বাধাগ্রস্ত করে এবং জনজীবন দুর্বিষহ করে তোলে।"

দৈনিক বাংলায় ১৯৯৪ সালের ২৮ এপ্রিল 'উন্নয়নের জন্য শান্তি-শৃংখলা' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে লেখা হয়: 'বিদেশি বিনিয়োগকারীরা কিন্তু চুরি-ডাকাতিকে ভয় পায় না, তারা ভয় পায় হরতাল।'

সংবাদ-এ ১৯৯৮ সালের ২৪ অক্টোবর 'রাজনীতি, বিনিয়োগ ও হরতাল সংস্কৃতি শীর্ষক' সম্পাদকীয়তে লিখেছে : 'গণতান্ত্রিক সমাজে হরতাল, ঘেরাও নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু এর যদেচ্ছ ব্যবহার অর্থনীতির মেরুদণ্ডই ভেঙ্গে দেয় না, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকেও ব্যাহত করে। সরকারি দল ওয়াদা করতে পারে তারা বিরোধী দলে গেলেও হরতাল ডাকবে না। বিরোধী দল এখন হরতাল সংস্কৃতি ত্যাগ করতে পারে। এতে কোনো দলের জনপ্রিয়তা কমবে না, বরং বাড়তে পারে।'

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয়ভিত্তিক হরতালের বেশির ভাগের ইস্যু থাকে রাজনৈতিক। কিন্তু হরতালে অর্থনীতিরই সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত সবাই এ সমস্যা বিশেষভাবে উপলব্ধি করে। এ কারণে হরতাল তাদের জন্য সর্বদাই বিশেষ উদ্বেগের কারণ। যখন যারা ক্ষমতায় থাকে তারাও হরতালের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির জন্য এ সমস্যার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। সংবাদপত্রের হরতালচিত্র : ১৯৪৭-২০০০ গ্রন্থে হরতাল ও অর্থনীতি শিরোনামে লেখা হয়েছে : 'আশির দশকে এইচ এম হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের শাসনামলে বলা হয়, একদিনের হরতালে অর্থনীতির ক্ষতি হয় দেড়শত কোটি টাকা। বেগম খালেদা জিয়ার প্রথম দফা শাসনামলে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও পূর্তমন্ত্রী ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া বলেছেন, বিরোধী দলের হরতাল দেশে একদিনেই ক্ষতি হয় ২৫০ কোটি টাকা। শেখ হাসিনার শাসনামলে তার অর্থমন্ত্রী এসএমএস কিবরিয়া বলেছেন, একদিনের হরতালে অর্থনীতির ক্ষতি হয়, ৩৮৬ কোটি টাকা।

তিন আমলের হিসেবের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে সেটা স্পষ্ট। আমাদের অর্থনীতির আকার ক্রমে বড় হচ্ছে। এ কারণে সময়ের ব্যবধানে হরতালে অর্থনীতির ক্ষতির পরিমাণ বাড়ছে। সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় কলামে সে বিষয়টি যথার্থভাবে তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু হরতাল আহ্বানকারী রাজনৈতিক দলগুলো এ বিষয়টিকে যে গুরুত্ব দিচ্ছে না, সেটা হরতালের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা থেকে স্পষ্ট।

Dhaka University Institutional Repository

হরতাল বিরোধী মতামত

৩০ অক্টোবর ১৯৯৯ ইং এক সংবাদ সম্মেলনে হরতালের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত গড়ে তোলার জন্য বিজিএমইএ নেতারা সংবাদপত্রের প্রতি আহ্বান জানান। বাটেক্সপো ১৯৯৯ উপলক্ষে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে বিজিএমইএ নেতারা এ আহ্বান জানিয়ে বলেন, হরতাল কর্মসূচি গার্মেন্টস খাতকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। অপরদিকে বিদেশে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করছে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃবিজ্ঞান বিভাগে অনুষ্ঠিত বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে হরতাল শীর্ষক এক সেমিনারে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি ড. এইচএম জেহাদুল করিম তার গবেষণা প্রবন্ধে ৩০ নভেম্বর তথ্য প্রকাশ করেন, দেশের শতকরা ৯৯ ভাগেরও বেশি লোক মনে করেন হরতাল দেশের জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত ক্ষতিকর। শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশি মানুষ হরতাল চায় না। ওই সেমিনারে বক্তারা উল্লেখ করেন, রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতার লোভে ৪২.৯২% নিজেদের স্বার্থে ১৯.৬৫% দলীয় কারণে ১৭.৭০% সাধারণত হরতাল আহ্বান করে। ওই সেমিনারে আরো উল্লেখ করা হয় যে, ১৯৯৯ সালের ২৬ জানুয়ারি, ৯ থেকে ১১ ফেব্রুয়ারি ও ২৩ থেকে ২৪ ফেব্রুয়ারি হরতালের কারণ সম্পর্কে দেশের শতকরা ৭৬ ভাগ মানুষ জানেন না।

Dhaka University Institutional Repository

হরতাল বিরোধিতা : দৈনিক বাংলা ও ডেইলি স্টারের দৃষ্টিভঙ্গি

দৈনিক বাংলা ও ডেইলি স্টার উভয় দৈনিকই হরতালের বিরোধিতা করেছে। কিন্তু তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে ভিন্নতা সহজেই ধরা পড়ে। দৈনিক বাংলা সরকারের সমর্থক হিসেবে সরকার বিরোধীদের ডাকা হরতালের বিরোধিতা করেছে। আর ডেইলি স্টার হরতালের বিরোধিতা করেছে, 'অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর, আইন-শৃংখলার অবনতির কারণ ঘটানো এবং জনজীবনে দুর্ভোগ সৃষ্টিকারী কর্মসূচি হিসেবে।' ১ অক্টোবর ২০০০ তারিখে তাদের প্রকাশিত সম্পাদকীয় শিরোনাম ছিল Withdraw the Hartal Fully. বন্যার কারণে কয়েকটি জেলা থেকে হরতাল প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত উল্লেখ করে পত্রিকাটি গোটা দেশ থেকে হরতাল প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়েছে। এতে বলা হয় The decision of the 4-party opposition alliance to spare the flood-affected districts from monday's (2-10-2000) hartal call has been thoughtful of them. If they could adopt a no-hartal resolution for the flood affected areas why should not they by the same token withdraw hartal for the rest of the country? We have consistently tried to dissuade the opposition from hartal to save huge losses it causes the national economy. The opposition this time wants register the protest against the deteriorating law and order in the country. True the law and order worsening by the day with ruesome incidents taking place. But does it meanthat every time a law and order incident occurs the opposition

Dhaka University Institutional Repository

would go for hartal? Can this issue be not deliberated inside the Jatiya Sangsad?'

১৯৯৪ সালের ২৪ নভেম্বর প্রকাশিত তাদের আরেকটি সম্পাদকীয়র শিরোনাম ছিল A Timely Message. হরতালের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতিসমূহের ফেডারেশন ছুটির দিনে দোকান খোলা রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে এ সম্পাদকীয় লেখা হয়। এটাকেই হরতাল আহ্বানকারী দলগুলোর জন্য সময়োপযোগী বার্তা হিসেবে অভিহিত করা হয়। কিন্তু নব্বইয়ের দশকের হরতালের আধিক্য থেকে স্পষ্ট যে এই আহ্বানের প্রতি কোনো সাড়া মেলেনি। এটা ঘটলে ১৯৯৮ সালের ১০ নভেম্বর একই পত্রিকাকে We oppose hartal শীর্ষক সম্পাদকীয় লিখতে হতো না। এই সম্পাদকীয়তে তারা Hartalocracy শব্দটিও ব্যবহার করে।

দৈনিক বাংলায় ১৯৯৩ সালের ১২ জুলাই এক সম্পাদকীয়তে লেখা হয় : 'বিরোধীদলীয় নেত্রী তো জনসমক্ষেই বলেছেন, সরকারকে একদিনও শান্তিতে থাকতে দেবেন না। ঘেরাও, হরতাল, অবরোধ, ধর্মঘট, ইত্যাদি সব কিছুই চলবে। সরকারকে একদিনও শান্তিতে না থাকতে দেয়ার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার অন্তর্গত।

১৯৯৪ সালের ২১ জুন দৈনিক বাংলায় 'হরতালের এ রাজনীতি' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে বলা হয় : 'যে জনসাধারণ হরতালের মতো ধ্বংসাত্মক কর্মসূচি চায় না তাদের ওপর হরতালের এ কর্মসূচি চাপিয়ে দেয়ার জন্য হুমকি সৃষ্টি করা কতোটা যৌক্তিক ?'

Dhaka University Institutional Repository

ডেইলি স্টারের ২০০০ সালের ১১ জুনের Unjustified As Ever শীর্ষক সম্পাদকীয়তেও জনসাধারণ কিভাবে হরতাল গ্রহণ করবে সেটা বিবেচনায় না নেয়ার জন্য হরতাল আহ্বানকারীদের সমালোচনা করা হয়। এতে বলা হয় "Once again the opposition has called a country wide dawn-to-dask hartal without giving much thought to how people might take it. The pretend is the new budget." ১৯৯৫ সালের ২০ সেপ্টেম্বর Hartal Fall-out শীর্ষক সম্পাদকীয়তে হরতালের কারণে জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি এবং ময়লা-আবর্জনা অপসারণে সমস্যার বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

হরতাল পালনের জন্য হরতাল আহ্বানকারীরা যে হুমকি সৃষ্টি করে সে বিষয়টি বিভিন্ন সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়তে প্রতিফলিত হয়েছে। এ হুমকি সরকারের দিক থেকেও দেখা যায়।

১৯৯৯ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি সংবাদ-এ 'হরতাল, পুলিশ ও জননিরাপত্তা' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে লেখা হয় "হরতাল পালনের বিষয়টি জনসাধারণের ওপর ছেড়ে না দিয়ে জোরপূর্বক যানবাহন চলাচল বন্ধ রাখা, গাড়ি ভাঙচুর করা, সম্পত্তি ক্ষতি করাকে কোনোভাবেই গণতান্ত্রিক অধিকার বলা যায় না। এমনকি সংবাদপত্র ও সাংবাদিক বহনকারী গাড়ি যাদেরকে হরতালের আওতা থেকে ছাড় দেয়া হয়েছে। সেগুলোর ওপরও হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হচ্ছে। এর নামই কী গণতান্ত্রিক অধিকার? আবার সরকারি দল হরতাল বিরোধিতার নামে রাস্তায় তথাকথিত শান্তি মিছিল বের করে যে অশান্তির বার্তা বয়ে নিয়ে আনছে সেটাও কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।"

Dhaka University Institutional Repository

ডেইলি স্টার ১৯৯৯ সালের ৩ নভেম্বর সম্পাদকীয়তেও হরতালের সময় সাংবাদিকদের ওপরে আক্রমণের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছে। Press Attack Again শিরোনামে লেখা হয় : "ফটোসাংবাদিকরা আবারো পুলিশ এবং বিরোধীদলীয় কর্মীদের হামলার শিকার হলো। তাদের বহনকারী বেবিটেক্সির ওপর পিকেটাররা হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করেছে।"

সংবাদ-এ ১৯৯৮ সালের ১৪ নভেম্বর প্রকাশিত এ সংক্রান্ত সম্পাদকীয় শিরোনাম ছিল : ত্রিমুখী আক্রমণের টার্গেট সাংবাদিক। এতে বলা হয় 'হরতালের সময় কর্মরত সাংবাদিকদের হরতাল আহ্বানকারী দল বিএনপি, ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ এবং সরকারের পুলিশ বাহিনীর আক্রমণের শিকার হতে হয়।

Dhaka University Institutional Repository

হরতালের আরো প্রতিক্রিয়া

হরতালে অর্থনীতি ছাড়াও সমাজজীবনে নানাভাবে প্রতিক্রিয়া হয়। হরতাল সংক্রান্ত বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে এ বিষয়ে ধারণা পাওয়া যায়। হরতালে শিক্ষাজীবন ব্যাহত এবং জরুরি চিকিৎসা কার্যক্রম বিঘ্নিত হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয় এবং জনজীবনে নানাভাবে বিঘ্নিত হয়। ১৯৯৬ সালের ২৪ মার্চ দৈনিক বাংলা 'অমানবিক' শীর্ষক এক সম্পাদকীয়তে লিখেছে : অসহযোগের ফলে দুই কোটি শিশুর পোলিও টিকা খাওয়ানো থেকে বঞ্চিত হবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

ওই সময়ে বিএনপি সরকারের পদত্যাগ এবং ১৫ ফেব্রুয়ারির (১৯৯৬) নির্বাচনে গঠিত জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার দাবিতে অসহযোগ আন্দোলন চলছিল।

একই ধরনের সমস্যা দেখা দেয় ১৯৯৭ সালে। সে সময়ে ক্ষমতায় ছিল আওয়ামী লীগ। বিএনপি ৭ ডিসেম্বর হরতাল আহ্বান করেছিল এবং ওই দিন ছিল দুই কোটি শিশুকে পোলিও টিকা খাওয়ানোর নির্ধারিত দিন। এ কর্মসূচি যেন ব্যাহত না হয় সে জন্য সংবাদ-এ ৬ ডিসেম্বর বিএনপির প্রতি আবেদন : হরতাল একদিন পিছিয়ে দিলে শীর্ষক সম্পাদকীয় লেখা হয়।

হরতালের কারণে নিরীহ, সাধারণ মানুষের জীবন কতটা বিপন্ন ও বিপর্যস্ত হতে পারে তার প্রমাণ মিলবে সংবাদ-এর একটি সম্পাদকীয় থেকে। ১৯৯৫ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত এ সম্পাদকীয়র শিরোনাম ছিল 'নিন্দনীয়'। এতে লেখা হয় : 'গত শনিবার (১৬ সেপ্টেম্বর) একটানা

Dhaka University Institutional Repository

তিনদিন হরতালের প্রথম দিন জনৈক অফিসগামী কর্মকর্তাকে লাঞ্ছিত ও বিবস্ত্র করার ঘটনাটি সর্বমহলে নিন্দা কুড়িয়েছে। পিকেটিংয়ের নামে এ ধরনের ঘটনা বরদাশত করা যায় না। সরকার ব্যর্থ-এ নিয়ে আজ বিতর্কের অবকাশ নেই। বিরোধী দল ক্ষমতায় এলে এর চেয়ে ভালো করবে এ মর্মে জনমনে আস্থা প্রতিষ্ঠাই এখন সবচেয়ে বড় কাজ।' এ ধরনের ঘটনায় জনমত বিরোধীদের বিরুদ্ধে যাবে বলে সম্পাদকীয়তে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

হরতালের পক্ষে সুপ্রিমকোর্টের রায়

সুপ্রিমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ হরতালকে সংবিধান অনুযায়ী গণতান্ত্রিক ও মৌলিক অধিকার বলে রায় দেন। হরতালের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বহুল আলোচিত রিট মামলার দীর্ঘশুনানি শেষে তিন বিচারপতির সমন্বয়ে গঠিত একটি বৃহত্তর বেঞ্চে ২৫ অক্টোবর ২০০০ ইং বুধবার এ রায় ঘোষণা করে মামলাটি খারিজ করে দিয়ে বলেন, হরতাল সংবিধানের পরিপন্থী নয়। তবে বল প্রয়োগ অপরাধ। বিচারপতি মইনুর রেজা চৌধুরী, বিচারপতি জেআর মোদাচ্ছির হোসেন ও বিচারপতি এমএ আজিজ সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চে এ রায় দেন।

Dhaka University Institutional Repository

দাতাদের মতামত

কমনওয়েলথ মহাসচিব এমেকা অ্যানিয়াকু ১৯৯৪ ইং সালের সেপ্টেম্বরে ঢাকা সফরে এসে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে বিরোধ প্রশমনে তিনদফা প্রস্তাব করেছিলেন। তার মধ্যে একদফা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যার জন্য তখনকার বিরোধী দলগুলো হরতাল করেছিল। বিরোধী দল এই দফা সমর্থন করেন। এরপর আবার কমনওয়েলথ মহাসচিবের বিশেষ দূত হিসেবে ১৯৯৪ ইং সালের অক্টোবরে আসেন অস্ট্রেলিয়ার সাবেক গভর্নর স্যার স্টেফিন, তিনিও সরকার এবং বিরোধী দলের মধ্যে সমঝোতার চেষ্টা করেন।

১৯৯৮ ইং সালের ১৩ এপ্রিলে হরতাল ডাকা হয়। এ হরতাল মার্কিন রাষ্ট্রদূতের অনুরোধে বিরোধীদলীয় নেত্রী ৫ এপ্রিল পেছানোর ঘোষণা দেন এবং তিনি বলেন যে, ১৩ এপ্রিলের পরিবর্তে ১৫ এপ্রিল হরতাল পালন করা হবে।

১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ ইং তারিখে সফররত মার্কিন জ্বালানি প্রতিনিধি দল বিরোধীদলীয় নেতা বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করে বলেন, জনগণের দুঃখ দূর করতে হরতাল কোনো যুক্তিসঙ্গত পথ নয়। ১০ মার্চ ১৯৯৯ ঢাকায় দাতাদেশগুলো রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলের নেতার প্রতি রাজনৈতিক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্যে হরতাল নয় সংসদকে বেছে নেয়ার পরামর্শ দেন।

২৪ ডিসেম্বর ১৯৯৯ ইং তারিখ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় ঢাকাস্থ বৃটিশ রাষ্ট্রদূত ডেভিড ওয়াকারের ইউএনবিতে প্রদত্ত সাক্ষাতকার। এতে রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরো অবনতি ঘটলে বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগ বন্ধ হয়ে যেতে পারে বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন। এ অবস্থায় সৃষ্টি

Dhaka University Institutional Repository

হলে দাতাদেশগুলোর পক্ষে কোনরূপ সহায়তা করা সম্ভব নাও হতে পারে বলে মন্তব্য করেন। বিরোধী দলের বারবার হরতাল ডেকে সরকার পতনের আন্দোলন সম্পর্কে বলেন, সংসদীয় গণতন্ত্রে সরকার পতনের একটাই রাস্তা সেটা হচ্ছে সরকারের প্রতি অনাস্থা ভোট আনা। তিনি বলেন, হরতাল চলতে থাকলে দরিদ্র দূরীকরণের ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাবে। ডেভিড ওয়াকার আরো বলেন, বিদেশিরা মনে করছে বিদ্যমান দুইপক্ষ অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

শেখ হাসিনার অঙ্গীকার

১৯৯৮ সালের ১৫ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থার সম্পাদকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে বলেন, তার দল আওয়ামী লীগ আর কখনো হরতাল ডাকবে না। তিনি বলেন, "আমি প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সভানেত্রী হিসেবে একতরফাভাবে এ ঘোষণা দিচ্ছি। আমার দল কখনো হরতাল করবে না। অতীতে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আওয়ামী লীগ হরতাল ডাকতো কিন্তু এখন হরতাল ডাকার প্রয়োজন নেই।" হরতাল না ডাকার সিদ্ধান্ত যে শর্তহীন সেটাও তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন।

এর কয়েকদিন আগে ১০ নভেম্বর অর্থমন্ত্রী এসএমএস কিবরিয়া এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, "বিরোধী দল হরতাল আহ্বান না করার প্রতিশ্রুতি দিলে তার দলও ভবিষ্যতে হরতাল করবে না।" তার এ শর্তাধীন প্রস্তাব নিয়ে প্রশ্ন উঠলে প্রধানমন্ত্রী শর্তহীনভাবেই তার দলের পক্ষ থেকে কখনো হরতাল না করার প্রতিশ্রুতি দেন।

বিএনপি এ আহ্বানকে বিন্দুমাত্র গুরুত্ব দেয়নি। দলের চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া ১৬ নভেম্বর ঢাকায় এক সমাবেশে বলেন, 'সরকার বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের ওপর নির্যাতন বন্ধ না করলে এক, দুই বা তিন দিন নয় প্রয়োজনে লাগাতার হরতাল চলবে।'

প্রধানমন্ত্রী এই ঘোষণাকে Congrates To PM শিরোনামে সম্পাদকীয়তে ডেইলি স্টার অভিনন্দন জানায়। সম্পাদকীয়তে বলা হয়, "Pm Sk. Hasikna caught the runaway

Dhaka University Institutional Repository

Hartal problem by the scruff at her sunday meeting with editors of national dailies and news agencies. In a major political policy decision of great topical importance to national economy, stable order, public welfare and international goodwill, the PM has categorically forsaken hartal option for her party when it would be in the opostion. The battle against hartal seems half-own Opposition leader Begum Khalade Zia needs to be immediately seized the opportunity and expects now to make a similar tatement abjuring the use of Hartal. For it is she who originally floated the idea not long ago."

সংবাদ-এ ১৯ নভেম্বর সম্পাদকীয় লেখা হয় 'হরতালমুক্ত স্বদেশ চাই' শিরোনামে। এতে লেখা হয়, "দেশবাসীর আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা সঙ্গতিপূর্ণ হলেও বিরোধী দল ঘোষণা করেছে তারা হরতাল বর্জন করবে না। হরতাল এখন জাতীয় শত্রুতে পরিণত হয়েছে। কেউ এখন আর দাবি আদায় করার জন্য হরতাল করে না, ইস্যু তৈরির জন্য হরতাল করে। বাংলাদেশের জন্য হরতালের কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনেকরি না। চাই হরতালমুক্ত স্বদেশ।"

Dhaka University Institutional Repository

একটি বিশ্লেষণ

সম্পাদকীয়গুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, হরতালের পক্ষে ও বিপক্ষে উভয় ধরনের মতামত প্রতিফলিত হয়েছে। হরতাল অর্থনীতির কর্মকাণ্ডের জন্য ক্ষতিকর, এ রকম মতামত বেশ কয়েকটি সম্পাদকীয়তে দেখা যায়। কোনো কোনো সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় নীতি আগাগোড়াই দেখা যায় হরতালের বিরুদ্ধে। রাজনৈতিক আন্দোলনের কর্মসূচি হিসেবে হরতালের আবশ্যকতা নিয়েও এসব সম্পাদকীয়তে বার বার প্রশ্ন তোলা হয়েছে। যে পত্রিকা যে দল বা জোটের নীতি, কর্মকাণ্ড ও কর্মসূচির প্রতি সহানুভূতিশীল যে দলের আহূত হরতালকে সমর্থনের ঝোঁক এবং এ প্রসঙ্গে সরকারের সমালোচনাও লক্ষ্যণীয়। আবার হরতাল বিষয়ে সম্পাদকীয় একেবারেই না লেখার দৃষ্টান্তও রয়েছে। হরতাল কর্মসূচি পালনের জন্য জনসাধারণকে আহ্বান জানিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশের ঘটনা এই দশকে তেমন একটা দেখা যায় না। তবে দৈনিক ইনকিলাবের একটি সম্পাদকীয়তে এরূপ প্রচ্ছন্ন আহ্বান দেখা যায় : 'আমরা কঠোর নিন্দা জানাই' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে লেখা হয় : আজ (৩০ জুন) আলেম-ওলামা ও পীর মাশায়েখদের আহ্বানে হরতাল বাংলাদেশে একটি সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়েছে। অকারণে, বিনা কারণে, তুচ্ছ কারণে এখানে হরতাল হয়ে থাকে। কেউ বাধা দেয় না। প্রতিহত করার হুমকি দেয় না। এই প্রথমবারের মতো সে হুমকিও দেয়া হচ্ছে।

১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বিএনপি এ নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে জয়ী হয় এবং ২০ মার্চ বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। এ সরকারের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রথম হরতাল পালিত হয় ১৯৯১ সালের ১৪

Dhaka University Institutional Repository

সেপ্টেম্বর। আশির দশকে আওয়ামী লীগের সঙ্গে জোটবদ্ধভাবে সরকার বিরোধী প্রচুরসংখ্যক হরতাল পালন করলেও সরকার গঠন করার পর বিএনপি হরতালকে উন্নয়নের জন্য ক্ষতিকর হিসেবে চিহ্নিত করে। ১৯৯২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় এক জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের স্বার্থে আগামী ৫ বছর দাবি-দাওয়া পেশ এবং হরতাল না করার জন্য সর্বস্তরের জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

কিন্তু এ আহ্বানকে 'সংবাদ' দেখেছে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে। ১৯ ফেব্রুয়ারি 'দাবি ও হরতাল না করার দাবি' শীর্ষক এক সম্পাদকীয়তে পত্রিকাটি লিখেছে "প্রধানমন্ত্রী আগামী ৫ বছর দাবি-দাওয়া পেশ এবং হরতাল না করার জন্য আহ্বান জানিয়েছে। চারদিকে দাবি-দাওয়া উঠছে। হরতাল-ধর্মঘট চলছে। এরমধ্যে সরকার প্রধান তার দাবি পেশ করেছেন। যদি পাঁচ বছর দাবি-দাওয়া, ধর্মঘট বন্ধ রাখতে হয়, তাহলে আর একটি ঘোষণাও সে সঙ্গে দেয়া হোক - পাঁচ বছর খাজনা-ট্যাক্স ও জিনিসপত্রের দাম কোনো কিছুই বাড়ানো হবে না। সেটা যদি না করা হয়, দাবি-দাওয়া পেশ এবং হরতাল বন্ধের আহ্বান সফল হবে না।"

একই বছরের ১৫ আগস্ট We Mourn শীর্ষক এক সম্পাদকীয়তে আওয়ামী লীগের হরতাল আহ্বানের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে ডেইলি স্টার লিখেছে : The self evaluation, honest and solemn, is moreimportant than the observance of hartal today"

Dhaka University Institutional Repository

তবে সরকার সমর্থক দৈনিক বাংলার সম্পাদকীয় কলামে হরতালের বিরোধিতায় ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্যণীয়। 'গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ' শীর্ষক এক সম্পাদকীয়তে ১৯৯৩ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর লেখা হয় : 'এ সরকার বহুদলীয় গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু নির্বাচনে প্রত্যাখ্যাত শক্তিগুলো, বিশেষ করে একটি দল, এ প্রচেষ্টায় পদে পদে বাধা সৃষ্টি করছে। সংসদের ভেতরে ও বাইরে তাদের বক্তৃতা-বিবৃতি, কার্যকলাপ, ধর্মঘট, হরতাল ভাঙচুর, সকল বিচারেই অগণতান্ত্রিক।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক সমঝোতার স্বপক্ষে

নব্বইয়ের দশকের পুরো সময় জুড়েই বাংলাদেশ সংসদীয় গণতন্ত্র বলবৎ ছিল। কিন্তু এ পুরো সময়টাতে দেশ কখনোই রাজনৈতিক সংকট থেকে মুক্ত হয়নি। আশির দশকে এইচ এম হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের শাসনের বিরুদ্ধে যুগপৎ আন্দোলন শামিল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি এ দশকে পরস্পরের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। প্রথমার্ধে বিএনপি ক্ষমতায় ছিল এবং আওয়ামী লীগ তাদের রাজপথের আন্দোলনের মাধ্যমে ক্ষমতা থেকে অপসারণের চেষ্টা করে। দ্বিতীয়ার্ধে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগকে অপসারণের জন্য বিএনপি একই পন্থা অবলম্বন করে। ক্ষমতাসীনদের বিচ্ছিন্ন করার জন্য জোট গঠন করে। তাদের আন্দোলনের প্রধান হাতিয়ার ছিল হরতাল এবং এর যথেচ্ছ ব্যবহার দেখা যায়।

সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ডেইলি স্টার, সংবাদ, যুগান্তর ও প্রথম আলো প্রধান দুই দলের মধ্যে রাজনৈতিক সমঝোতার পক্ষে অবস্থান নিয়েছে এবং রাজপথের আন্দোলন ও হরতালের পরিবর্তে জাতীয় সংসদে সব বিষয় নিস্পত্তির আহ্বান জানিয়েছে। ইত্তেফাকের সম্পাদকীয় কলামে এ দশকে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ একেবারেই স্থান পায়নি। ইনকিলাব এ বিষয়ে খুব কম সম্পাদকীয় লিখেছে প্রথমার্ধে। দশকের দ্বিতীয়ার্ধে লেখাগুলোতে ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে বিএনপির পক্ষে অবস্থান থেকে মতামত ব্যক্ত করেছে। দৈনিক বাংলা নব্বইয়ের দশকের প্রথমার্ধে ক্ষমতাসীনদের মুখপাত্র হিসেবে মতামত ব্যক্ত করেছে এবং বিরোধীদের সমালোচনা ও সময়ে সময়ে নিন্দা করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৪ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর দৈনিক সংবাদ 'অত:কিম?' শিরোনামে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এতে লেখা হয় : 'চারটি দিন চলে গেল অবরোধ ও হরতালে। (১০ সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী ঢাকা অবরোধ কর্মসূচি এবং ১১, ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর হরতাল) কে হারলো, কে জিতলো ? দেশের বণিক সভাগুলো অবরোধ হরতালে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বিবৃতি দিয়েছে। রাজনৈতিক সংকট সমাধানে হরতাল-ধর্মঘটের পরিবর্তে আলাপ-আলোচনা ও অর্থবহ সংলাপের কোনো বিকল্প নেই।

এ সময়েই কমনওয়েলথ-এর মহাসচিব বাংলাদেশ রাজনৈতিক সংকট নিরসনে তার সংস্থার পক্ষে আনুষ্ঠানিক মধ্যস্থতার প্রস্তাব দেন। সংবাদ ২৯ সেপ্টেম্বর War Drums শীর্ষক সম্পাদকীয়তে লেখা হয় War drums are beating all around. The Hartalist and Counter-Hartalist are preparing for a showdown in the coming days.

পরের মাসেই ৯৬ ঘণ্টা হরতাল পালিত হয়। ১৬ থেকে ১৯ অক্টোবর পর্যন্ত পালিত এ হরতালের ইস্যু ছিল সরকারের পদত্যাগ এবং সংসদ বাতিল করে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে নির্দলীয়, নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠান। এর পরিপ্রেক্ষিতে সংবাদ-এ ২২ অক্টোবর হানাহানি নয়, চাই সংযম শীর্ষক সম্পাদকীয়তে লেখা হয় : 'লাগাতার ৯৬ ঘণ্টা হরতাল ছিল একটা ব্যতিক্রমী রাজনৈতিক কর্মসূচি। যে দাবি নিয়ে চারদিন হরতাল হলো তা এখনও পূরণ হয়নি। আগামী দিনগুলোতে রাজনৈতিক তাপমাত্রা বাড়বে বৈ কমবে না। এ সময়ে সব দলের নেতাকর্মীদের সংযমী আচরণ করার আহ্বান জানাচ্ছি।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে সরকারের পদত্যাগের দাবিতে হরতালের পাশাপাশি অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় কলামেও এ বিষয়টি স্থান পায়।

দৈনিক বাংলা ১১ মার্চ সম্পাদকীয় লিখেছিল 'অসহযোগ তুলে নিন' শিরোনামে।

ডেইলি স্টার হরতালের বিরোধিতা করেছে বরাবর। কিন্তু অসহযোগের একপর্যায়ে ঢাকার মেয়র মোহাম্মদ হানিফের নেতৃত্বে তোপখানা রোডে সচিবালয়ের সামনে অবস্থান ধর্মঘট শুরু হলে তার ওপর পুলিশের হামলার পর পত্রিকাটি তার নিন্দা করে লিখেছে 'হরতাল, রেল লাইন উপড়ে ফেলা, গাড়ি পোড়ানো প্রভৃতি কর্মসূচির তুলনায় মোহাম্মদ হানিফের অবস্থান-ধর্মঘট কর্মসূচি ছিল সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক।

২৫ মার্চ, ১৯৯৬ Attack On The Sit-in শিরোনামে লেখা হয় : Can anybody explain why the sit-in demonstration led by DCC Mayor Md. hanif was attacked by the law enforcing agencies and physically evicted in the early ours of the day? Compared to hartals, uprooting the railway lines, buring the cars etc. sit-in programme of Mayor hanif was the most peaceful and most democratic.

কিন্তু দৈনিক বাংলা ২৩ মার্চ 'তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল' পেশ শীর্ষক সম্পাদকীয়তে লিখেছে, 'গত দুই বছর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আন্দোলনের নামে বিরোধী দল দেশের ব্যাপক ক্ষতি

Dhaka University Institutional Repository

করেছে। তাদের হরতাল, অবরোধ ও হলের অসহযোগের ফলে জনজীবন মারাত্মকভাবে বিপন্ন হয়েছে এবং অর্থনীতি ধ্বংসের প্রান্তে উপনীত হয়েছে।

২৬ মার্চ জাতীয় সংসদের অধিবেশনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল পাস এবং বিএনপি সরকার পদত্যাগে সম্মত হলে সংবাদ ৩১ 'জনতার জয়' শীর্ষক সম্পাদকীয় লিখেছিল। এ থেকে আন্দোলনের এ ধারার প্রতি তাদের অনুমোদনও প্রকাশ পায়।

Dhaka University Institutional Repository

হরতাল কি বন্ধ করা যায়

১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ ইং হরতাল বন্ধের জন্য হাইকোর্ট এক সুয়োমোটো রুল জারি করে আওয়ামী লীগ নেতা জিল্লুর রহমান ও বিএনপি নেতা মান্নান ভূঁইয়ার বিরুদ্ধে। হরতালের এ ক্ষতি পুষিয়ে নিতে ব্যবসায়ীরা একদিনের ছুটি বর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

১৯৯৯ ইং সনের মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে হাইকোর্টের এক রায়ে বলে হরতাল আহ্বান প্রতিরোধ কোনো নীতিবোধ থেকে উৎসারিত নয়। দৈনিক জনকণ্ঠ এ রায়কে রাজনীতির ইতিহাসে মাইলফলক বলে অভিহিত করেন।

হাইকোর্টের রায় ছাড়াও হরতালের অনেক ক্ষতিকর দিক দেখতে পাওয়া যায়। তাই আমি মনেকরি সরকারি দল এবং বিরোধী দল সহিষ্ণু মনোভাব প্রদর্শন করলেই বন্ধ করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

বর্তমানে হরতাল শব্দটি বাংলাদেশে অনেক পরিচিতি লাভ করেছে এবং এ শব্দটির প্রভাবও ব্যাপক। পথে ঘাটে রাজনৈতিক ময়দানে সবখানে আলোচনার বিষয়বস্তু হলো হরতাল। বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর রাজনৈতিক অঙ্গনে অনেক পরিবর্তন হয়েছে, সরকারের পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু হরতালের আহ্বানের গতি থেমে থাকেনি। হরতাল তার স্বমূর্তিতে রাজপথ দখল করেই আছে। বিরোধী দল হরতালকে সরকারের বিরুদ্ধে সর্বশেষ অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। হরতালের কথা উঠলেই এটা সবার কাছে স্পষ্ট যে, হরতাল মানেই দোকানপাট ও বিপনীকেন্দ্র খুলবে না, গাড়ি-ঘোড়া চলবে না, অফিস-আদালত খুলবে না, গাড়ি ভাঙচুর, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, সংঘর্ষ, টিয়ার গ্যাস ও রাবার বুলেট নিক্ষেপ, গুলিবর্ষণ, ত্রাস সৃষ্টি, হত্যা, জখম, গ্রেফতার, জ্বালাও পোড়াও ইত্যাদি ইত্যাদি।

বেগম খালেদা জিয়া সরকার ১৯৯১ ইং সাল থেকে ১৯৯৬ ইং সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকা সময়ে হরতাল ডাকা বন্ধ করার জন্য হরতাল করলে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষতি হয় এবং জনগণের সম্পদ ধ্বংস হয় ইত্যাদি কথা বলেছে। কিন্তু বিরোধী দলে এসে ৮ মাসের মাথায় হরতালের ডাক দেয়া শুরু করে।

শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৯৬ ইং সাল থেকে ২০০০ পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকাকালীন অবস্থায় তারাও হরতালের বিরুদ্ধে অনেক কথাই বলেছে। ১৫ নভেম্বর ১৯৯৮ ইং তারিখে শেখ হাসিনা সম্পাদকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে বলেন, আমরা বিরোধী দলে গেলে আর

Dhaka University Institutional Repository

হরতাল করবো না। পরবর্তীতে তিনি এক সমাবেশেও ঘোষণা দেন যে, আওয়ামী লীগ বিরোধী দলে গেলেও আর হরতাল করবে না। কিন্তু তিনি তার এ কথা ঠিক রাখেননি।

বাংলাদেশে যেভাবে হরতাল পালিত হয় পৃথিবীর অন্য কোথাও এভাবে হরতাল পালনের নজির নেই। বিরোধী দল সরকারের বিভিন্ন কার্যকলাপের গঠনমূলক সমালোচনা করতে পারে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এ অধিকার আছে, কিন্তু হরতালের মতো কর্মসূচি প্রদানের মাধ্যমে নিজ দলের স্বার্থ হাসিল হলেও জনগণের এতে কোনো মঙ্গল নিহিত নেই।

বাংলাদেশের জনগণের শতকরা ৮০ ভাগ লোক হরতাল চায় না। তবুও এ দেশে হরতাল হয়। বাংলাদেশের জনগণ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নিকট থেকে হরতালের বিকল্প কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচি আশা করে যাতে তাদের দাবি আদায় হয় এবং দেশ ও জনগণের কোনো ক্ষতি না হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থ ও পত্রিকা

১। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস (১৯৯১ থেকে ১৯৯৯) ড. মোহাম্মদ হান্নান।

২। জিয়া থেকে খালেদা ও রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ এম.এ. রশিদ।

৩। সংসদ ভবনের কার্যবিবরণী।

৪। ঘটনাপুঞ্জি-১৯৯৫ ড. মোহাম্মদ হান্নান।

৫। ঘটনাপুঞ্জি-১৯৯৬ ড. মোহাম্মদ হান্নান।

৬। ঘটনাপুঞ্জি-১৯৯৭ ড. মোহাম্মদ হান্নান।

৭। ঘটনাপুঞ্জি-১৯৯৮ ড. মোহাম্মদ হান্নান।

৮। ঘটনাপুঞ্জি-১৯৯৯ ড. মোহাম্মদ হান্নান।

৯। দৈনিক সংবাদ পত্রিকা ।

১০। দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকা।

১১। দৈনিক ভোরের কাগজ পত্রিকা।

১২। দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকা।

১৩। দৈনিক যুগান্তর পত্রিকা।

১৪। দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকা।

১৫। দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকা।

১৬। দৈনিক দিনকাল পত্রিকা।

১৭। দৈনিক বাংলা পত্রিকা।

Dhaka University Institutional Repository

১৮। Kenneth Rystrom (1983), Why Who and How of Editorial Page, Random House, New York.

১৯। সীমা মোসলেম, 'সম্পাদকীয় : ধারা ও প্রকৃতি, নিরীক্ষা নভেম্বর , ২০০২, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, ঢাকা।

২০। সীমা মোসলেম, বাংলাদেশে সংবাদপত্রের ব্যবস্থাপনা, পিআইবি, ঢাকা ১৯৯৫।

২১। সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমী, তৃতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ২০০২।

২২। M K Gandhi, Autobiography, New Delhi.

২৩। Stantement by Nelson Mandela, General Strike , June, 1961.

২৪। ww.iww->The Scattle General Strike of 1919.

২৫। আনন্দবাজার পত্রিকা।

২৬। সংবাদপত্রে হরতালচিত্র : ১৯৪৭-২০০০, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, জানুয়ারি, ২০০১।

২৭। সম্পাদকীয় সংবাদ ১২ নভেম্বর ১৯৯৮।

২৮। সংবাদপত্রের হরতালচিত্র : ১৯৪৭-২০০০, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, জানুয়ারি-২০০০১

২৯। ডেইলি স্টার পত্রিকা।